রংপুর গীতিকা

[প্রথম খণ্ড]

বদিউজ্‌ জামান
সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রসঙ্গ-কথা

রংপুর অঞ্চলের গীতিকা সংগ্রহের প্রথম কৃতিত্ব স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন সাহেবের। ১৮৭৩-১৮৭৭ পর্যন্ত রংপুরের জেলা প্রশাসক থাকাকালে তিনি বিখ্যাত 'মানিক চন্দ্রের গান'—'The Song of Manik Chandra'—একজন সাধারণ কৃষকের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন এবং মোট ৭৩৩১ লাইনের গীতিকাটি দেবনাগরী অক্ষরে মূল বাংলা পাঠের সঙ্গে সহজ ও প্রাঞ্জল ইংরেজী অনুবাদ সহ ১৮৭৮-এর 'জর্ণাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' পত্রিকায় [JASB, XLVII (1878), pp. 135-238] প্রকাশ করেন। ১৮৭৩ সনে, ভাবতে অবাক লাগে, গ্রীয়ারসন ইংরেজী ষ্টাফ নোটেশনের মাধ্যমে গানটি কিভাবে গাওয়া হ'ত তার বিজ্ঞান-সম্মত বিবরণও রাখেন। আরও অবাক হ'তে হয় দেখে, গ্রীয়ারসন যে 'হিন্দু বাবুকে' গীতিকাটি উক্ত কৃষকের নিকট থেকে কপি করতে দিয়েছিলেন, পরে আবিষ্কার করেন, উক্ত বাবু তাতে কিছু 'পরিমার্জন' করেন। তিনি মূল পাঠই আবার লিখিয়ে নেন। গীতিকাটি কিভাবে গাওয়া হ'ত সে সম্বন্ধে তিনি বলছেন: "The song is usually sung by four men, and in parts, not in union. This is sung chant-like, so as to go once to each line but leaving the three last notes without words "He Raja", "He Raja," "He Mayana", or "He Jame" or some such apostrophe which depends on the person whose adventure are being immediately narrated are sung as a short burden" [ibid., p. 147]. গ্রীয়ারসন পরবর্তীকালে বিহারের ভোজপুরী, গয়ার নিকটবর্তী মাগহি এবং বিহারের এক বাজার থেকে আরও একটি পাঠান্তর সংগ্রহ করেন

ভূমিকা

রংপুর জেলা থেকে সব গীতিকা সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্য থেকে আটটি পালাগান রংপুর গীতিকা প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হল। বাকী পালাগানগুলো রংপুর গীতিকা অন্যান্য খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। রংপুর জেলার পালাগানগুলো বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক রংপুরের এস, এম, সামীয়ুল ইসলাম সংগ্রহ করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'ই একমাত্র বাংলা লোক গীতিকা হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে অনেক মূল্যবান লোক গীতিকা ছড়িয়ে আছে। বাংলা একাডেমীর ব্যাপক সংগ্রহ প্রচেষ্টার আগে পর্যন্ত এটা প্রায় লোক চক্ষুর অগোচরে ছিল। মূল পালাগান হিসাবে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' যেভাবে প্রচলিত ছিল, আমাদের ধারণা, সংগ্রহ ও সম্পাদনার সময় সংশ্লিষ্ট মনীষীরা স্থান বিশেষে সুন্দরতর করার জন্য সংশোধন ও সংযোজনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি।

নিতান্ত আকস্মিকভাবে 'চন্দ্রকুমার দে'র সঙ্গে ডক্টর দীনেশ সেনের সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং দীনেশ সেন লোক সাহিত্যের মর্মগ্রাহী ছিলেন বলে অনেক প্রচেষ্টার ফলে এখানকার কিছু পালাগান সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, বাংলাদেশে লোক গীতিকার যে বিপুল সঞ্চয় আছে কোন কোন মনীষীর ভাষায় তা বিশ্বজয় করতে পারে।

বাংলা একাডেমীতে বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক গীতিকা সংগৃহীত আছে। প্রত্যেক জেলার গীতিকার মধ্যে সে অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সে দিক দিয়ে বাংলা একাডেমীর সংগৃহীত পালাগানগুলো জেলা ভিত্তিক সম্পাদনা এবং প্রকাশ করা গেলে হয়তো লোক-সাহিত্য রসিকদের কৌতুহল মেটাবে।

গীতিকার উদ্ভব, বিকাশ এবং সংজ্ঞা সম্বন্ধে অনেক মনীষী আলোচনা করেছেন। মোমেনশাহী-গীতিকা প্রথম খণ্ডে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। গীতিকা সম্পর্কে এখানে কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করছি।

Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে "Ballad, the name given to a type of verse of unknown authorship dealing with episode or simple motif rather than Sustained theme, written in a Stanzaic form more or less fixed and suitable for oral transmission and in its expression and treatment showing little or nothing of the fineness of deliberate art." ১

Encyclopedia Americana-তে আছে "In literary usage a ballad is a simple narrative lyric, a song of known or unknown origin that tells a story." ২

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর মযহারুল ইসলাম প্রমুখ মনীষী Ballad বা গীতিকা বিশেষ করে বাংলা লোক গীতিকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। Ballad বা গীতিকা সম্পর্কে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলার লোক সাহিত্য গ্রন্থ থেকে একটি ইংরেজী উদ্ধৃতি এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

"A Ballad is a folk song that tells a story with stress on the situation, tells it by letting the action unfold itself in event and speech and tells it objectively with little comment or intrusion of personal bias." ৩

1. Encyclopaedia Britannical–1968 Vol 2, Page–993
2. Encyclopaedia Americana–1829 Vol.3, Page–94/B
৩. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোক-সাহিত্য—উদ্ধৃত পৃঃ, ২৮১

এগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়. গীতিকায় কাহিনী থাকবে এবং কাহিনীর সঙ্গে চরিত্র, ঘটনা পরিবেশ ইত্যাদি থাকবে। কাহিনীই প্রধান, কবির ব্যক্তিনিষ্ঠতা সেখানে অনুপস্থিত। কোন কোন মনীষী অবশ্য দেখাতে চেয়েছেন, বাংলা গীতিকার সংজ্ঞা পৃথক হওয়া আবশ্যক, কেননা অধিকাংশ বাংলা গীতিকার চরিত্র এমন হতে দেখা গেছে যার সঙ্গে ইংরেজী গীতিকা বা Ballad-এর অনেক ক্ষেত্রেই সর্বৈব সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না।[১] আমাদের বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রংপুরের পালাগানগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকমের চরিত্র-ধর্ম লক্ষ্য করা যাবে। লৌকিক মানসের ধারা অনুযায়ী গীতিকাগুলো অত্যন্ত বন্ধুর পদচারণায় অভ্যস্ত।

রংপুর-গীতিকা আলোচনা প্রসঙ্গে রংপুরের প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ভৌগোলিক দিক থেকে আসাম, মনিপুর, জৈন্তিয়া, কাছাড়, মোমেনশাহীর কিছু অংশ এবং সিলেটের সঙ্গে রংপুরের সামঞ্জস্য আছে। এখানকার প্রাথমিক যুগের নৃপতিদের মধ্যে পৃথ্বিরাজের নাম জানা যায়, রংপুরের 'চাকলা বোদা' নামক স্থানে তাঁর রাজত্বকালীন স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে। পাল বংশের নৃপতিরাও এখানে রাজত্ব করেন। 'ডিমলা' নামক স্থানের কিছু দক্ষিণে ধর্ম পালের স্মৃতি বিজড়িত অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে। এর পরে সেন নৃপতিদের শাসন কাল। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মুসলমান বিজয়ের সূচনা হয়। মুসলমান বিজয়ের পর থেকে রংপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া গেছে। এর আগে পর্যন্ত রংপুরের ইতিহাস কিছুটা প্রামাণ্য তথ্য এবং কিছুটা জনশ্রুতি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

বর্তমান রংপুরের উত্তরে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার, পূর্বে আসামের গারো পাহাড় এবং যমুনা নদীর পশ্চিমে দিনাজপুর এবং দক্ষিণে বগুড়া জেলা। ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও করতোয়া নদী বাহিত পলি দিয়ে গঠিত হয়েছে

---

১. ডক্টর মযহারুল ইসলাম—পূর্ব পাকিস্তানের লৌকিক পুরাকাহিনী ও লোক-গীতিকা—বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭১, পৃ: ১১৯।

রংপুরের মাটি। তিস্তা, ধলা, দুধকুমার ও সমকা রংপুরের জনপদকে স্নিগ্ধ ও সিঞ্চিত করেছে। ব্রহ্মপুত্রের নিরন্তর ধারা পরিবর্তন, ধূসর বালুচরের সূচনা ও বিলয় এর অধিবাসিদের মনকে উদাস করে দিয়েছে, সৃষ্টি করেছে লোক সাহিত্যের উর্বর পশ্চাদভূমি। নদ-নদীর ঐশ্বর্যে চিহ্নিত বাংলা দেশের প্রায় সমগ্র জেলার লোক-সাহিত্য সম্পর্কেই এ কথা সত্য।[১]

মোমেনশাহী-গীতিকার পটভূমি হিসাবে আমরা যে পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদির প্রভাব লক্ষ্য করেছি রংপুরের ক্ষেত্রেও তার কিছুটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। আগেই বলেছি, ভৌগোলিক দিক থেকে এসব অঞ্চল অনেকটা একই উপাদানে গঠিত। সাঁওতাল, কোচ, হাজং, রাজবংশী ইত্যাদি উপজাতীয় সংস্কৃতির বাহু-বিস্তার রংপুরের মৌলিক সমাজকে অনেকাংশে স্পর্শ করেছে, রংপুরের লোক সাহিত্যের মধ্যে সেটা লক্ষ্য করা যায়। গীতিকা-সাহিত্যের এ দিকটি বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় দুর্লভ। পরবর্তী কালের পাশ্চাত্য প্রভাবে সৃষ্টি আমাদের বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে যে জীবনের জয়গান করা হয়েছে এ সব লোক-গীতিকার মধ্যে তার প্রথম সূচনা অনুভব করা গেছে।

গীতিকাগুলো সংগ্রহের এলাকার মানচিত্র দেওয়া হল। মানচিত্রটি প্রস্তুত করেছেন মোহাম্মদ সাইদুর

---

১. হুমায়ুন কবির—বাংলার কাব্য।

রংপুর গীতিকার সংগ্রাহক

রংপুরের লোক-গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেছেন এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম। সামীয়ুল ইসলাম বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত লোকসাহিত্য সংগ্রাহক হিসাবে রংপুর জেলা থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন।

সামীয়ুল ইসলাম বংশ পরম্পরায় রংপুরের অধিবাসী। লোকসাহিত্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁকে এমনভাবে যেতে এবং থাকতে হয়েছে, যে রংপুরের বহুতর বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে দৈনন্দিন অভ্যাসের মতো সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। লোকসাহিত্য সামীয়ুল ইসলামের একাধারে নেশা এবং জীবিকা অর্জনের অবলম্বন। বাংলা একাডেমীতে লোকসাহিত্য সংগ্রহের কর্মচারী হিসাবে তিনি কেবলমাত্র চাকুরীই করেননি, লোকসাহিত্যের প্রতি স্বাভাবিক কৌতুহল বশতঃ এ সম্পর্কে তিনি দুর্লভ অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। লোকসাহিত্য সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট। রংপুরের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে তিনি বেশ সচেতন, রংপুরের লোক-সাহিত্যের যে কোন নতুন বিষয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে তার এ কৌতুহল লক্ষ্য করা গেছে।

সামীয়ুল ইসলামের গ্রাম এবং ডাকঘর বেলকা, মহকুমা গাইবান্ধা। তাঁর বর্তমান বয়স ৩৩ বৎসর। ১৯৪৯ সালে তিনি প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৮ সালে আই. এ. পাশ করেছেন।

সামীয়ুল ইসলাম গান গাইতে পারেন, তিনি অভিনয়েও পারদর্শী। তিনি সাহিত্যিক এবং সাহিত্য রসিক। আজাদ, সংবাদ, উন্নয়ন, পূর্ব দিগন্ত ইত্যাদি পত্রিকায় তার 'বিবাহ পূর্বরাগ', 'বিবাহ কালীন গীত', 'বিবাহোত্তর গান', 'ছোকরা নাচ গান', 'ফইকরালী ও ঝড়ফুক', লোক-সাহিত্যে পালাগান' এবং আরো অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'উত্তর বাংলার লোক সাহিত্য' এবং ছড়ার বই 'চমচম' ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

গীতিকা পরিচিতি

১. কইন্যা আনোয়ারের কলি

বইরাট নগরের শাহা এমরান কইন্যা আনোয়ারের কলির রূপে মুগ্ধ হয়ে গৃহত্যাগী হলে ইরানের রাজকন্যা যাদু বলে তাকে কদম ফুলে পরিণত করে। কদম ফুলটি কন্যার খোপা থেকে দাঁড় কাকে নিয়ে যায়।

দাঁড় কাকটিকে মারবার জন্য রাজা অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে দাঁড় কাক আনোয়ারের কলির দেশে চলে যায়। সেখানে অনেক দুঃখ দুর্ভোগের পর প্রেমার্থী এমরানের সঙ্গে আনোয়ারের কলির মিলন হয়।

পালাগানটি রংপুরের হরিপুর ডাকঘরের এলাকাধীন কেল্লাবাড়ী গ্রামের মোহাম্মদ আছির উদ্দীনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। আছির উদ্দীনের বয়স ৬৫ বছর, পিতার নাম হেদায়েত উল্লাহ (মৃত)। আছির উদ্দীনের পেশা কৃষিকার্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা আদৌ নেই। প্রথম জীবনে তার নানার কাছে তিনি এ পালাগানটি শোনেন, কোন মুদ্রিত গ্রন্থে এটা আছে কিনা তার ধারণা নেই।

নানা কারণেই আরবী ও পারসী কিস্‌সা কাহিনীর প্রভাব এসব পালাগান ইত্যাদির উপর পড়েছে। 'কইন্যা আনোয়ারের কলি' পালাটির উপর এ ধরনের কোন কিস্‌সার সুদূর প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। পালাগানটির মূলে এখানে সে, উল্লিখিত প্রভাব থাকলেও বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের নিজস্ব ধারাটি এখানে সংরক্ষিত হয়েছে।

২. জসমত খাঁ

নৃপতি জসমত খাঁর বিয়ে করার সখ হল। জসমত খাঁ দেওয়ানকে আদেশ দিল, তার জন্য চারজন রূপসী কন্যা অনুসন্ধান করতে হবে।

দেওয়ান চিন্তায় পড়ল, বৃদ্ধের জন্য তরুণী কন্যা মিলবে কোথায়? তবু নৃপতির বাসনা পূরণ করাবার আশায় অনেক টাকা পয়সা নিয়ে দেশান্তরে বের হল।

ঘুরতে ঘুরতে এক উম্মাদের সঙ্গে দেখা হল, তার কণ্ঠে পাঁচ রাজার ধন দেখে আশ্চর্য হল দেওয়ান। ভাবল, লোকটি হয়তো রাজার মতো বিত্তশালী কিংবা রাজা, না হলে এত ধন সম্পদ কি করে পাবে! দেওয়ান তার সঙ্গে আলাপ করল, জানতে পারল দুজনেরই উদ্দেশ্য এক। সে সাতজন যুবতী অনুসন্ধান করছে। তখন তারা দুজনে মিলে একই গন্তব্যে যাত্রা করল। তারা দুজনে অরণ্যবাসী এক কন্যার কাছে গেল। দুজনের এগারো জন কন্যার প্রয়োজন। হঠাৎ সেখানে এগারো জন পরীর আবির্ভাব হল। এগারো কন্যা নিয়ে তাদের ফেরার পথে কন্যারা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন এক পাগল কন্যা খুঁজতে পাতাল নগরে চলে গেল এবং সেখানকার খয়ের রাজার পাঁচ কন্যা ও তিন দাসীকে নিয়ে আগের পরিত্যক্ত স্থানে ফিরে আসলে এক দেওয়ের সঙ্গে এক মুনি ও এই দুই পাগলের যুদ্ধ হল। দেওকে হত্যা করে মুনি 'মেহের চাঁদ' কন্যাকে উদ্ধার করে। কন্যার রূপ লাবণ্যে মুনির বিভ্রম হল এবং সে কন্যাকে নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হল।

পালাগানটি বেশ আবেগময়, স্থানে স্থানে গান ও ছড়ার সমন্বয়, এটা মেঘ রৌদ্র ও হাসিকান্নায় মিশ্রিত করেছে। পালাটির মধ্যে ব্যবহৃত কয়েকটি উপমা রূপক অত্যন্ত স্পর্শগ্রাহী ও উজ্জ্বল।

জসমত খাঁ পালাটি রংপুরের শোভাগঞ্জ নিবাসী হরে মামুদের পুত্র আবদুল শেখের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বয়স ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। প্রথম জীবনে জহর আলী গীতালের কাছে তিনি এটা প্রথম শোনেন।

জসমত খাঁ পালাটির প্রথম অংশ আবদুল শেখের কাছ থেকে সংগৃহীত এবং দ্বিতীয় অংশ একই গ্রামের ময়েন উদ্দীনের (মৃত) পুত্র নওশের আলীর নিকট থেকে সংগৃহীত। নওশের আলীর বয়স ৪৫ বছর, পেশা কৃষিকার্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা আদৌ নেই। পালাটি তিনি প্রথম জীবনে শিখেছিলেন।

৩. কলি রাজা

শাকরামপুর শহরের রাজা কলি তার পুত্র জাফরকে 'জলন্ত কাহাপে'র এক কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলো। কন্যার নাম রমিছা।

খোয়াজ পীর ভক্ত রমিছা প্রতি রাতে স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে খোয়াজের কাছে প্রার্থনা করত। একদা কলি রাজা রমিছাকে মৃত দেহের মাংস খেতে দেখে অভিশাপ দিল, বারো বছরের জন্য রমিছাকে স্বর্গমর্তের মাঝখানে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় কালযাপন করতে হবে।

রমিছাকে হারিয়ে জাফর তার খোঁজে দেশান্তরী হল। পুত্র বিয়োগ বিধুর পিতাও বের হল পুত্রের অনুসন্ধানে। কলিরাজা অবশেষে দানব রাজ্যে যেয়ে পৌঁছাল। দানব রাজ কলিরাজাকে জিভে লোহার শৃঙ্খল পরিয়ে বারো বছরের জন্য গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে।

অভিশাপের দিন শেষ হলে রমিছা-জাফরের মিলন হল এবং কলি রাজাও মুক্তি পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল।

'কলি রাজা' পালাগানটি রংপুরের হরিপুর ডাকঘরের এলাকাধীন কেল্লাবাড়ী গ্রামের হেদায়েত উল্লার মৃত পুত্র মোহাম্মদ আছর উদ্দীনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। আছর উদ্দীনের বয়স ৬৫ বছর, পেশা কৃষিকার্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা আদৌ নেই। প্রথম জীবনে ঘুঘু গীতালের কাছে তিনি এ পালাটি শোনেন। রংপুর গীতিকা বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত প্রথম পালা 'কইন্যা আনোয়ারের কলি'ও আছর উদ্দীনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

৪ মানিক পাল রাজা

উজানী নগরের মানিক পাল রাজার সুকন্যা বুকে আজোলের অঙ্গে যৌবন দেখা দিলে তাকে বিয়ে দেবার জন্য পিতা মানিক পাল রাজা

রাজ্যের সকল যুবককে আহ্বান করে আনল। কিন্তু একজনকেও কন্যা পসন্দ করল না। ময়না পাখি বলল, নিছানী নগরের চিলভর রাজা এ কন্যার স্বামী হবে। ময়না পাখির গলায় ছবি ঝুলিয়ে নিছানী শহরের দিকে ময়নাকে পাঠানো হল। চিলভর রাজা তার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে দেওয়ানের হাতে রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করে কন্যার খোঁজে বের হল।

পথে পরীর প্রেমকুঞ্জে পরীকে বিয়ে করল। একদা নিশীথে বুকে আজোলের স্বপ্ন দেখে আবার তার জন্য বের হল এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। পথে এক আম গাছ দেখে নব পরিণীতা বধূর আম খাবার ইচ্ছা হল এবং স্বামীকে অনুরোধ করল। অন্যের গাছ থেকে আম নেয়া অনুচিত ভেবে স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করল না।

জীবনের প্রথম অনুরোধ ব্যর্থ হলে কন্যার মনে প্রচণ্ড অভিমান হল। দীর্ঘকাল সেই মান ভঞ্জনের পালা চলল এবং অবশেষে সে পর্ব শেষ হলে তাদের জীবনে সুখ ফিরে এলো।

কুড়িগ্রামের কাশিম বাজার গ্রাম নিবাসী মোশাররফ গীতালের কাছ থেকে এটা সংগৃহীত। গীতালের বয়স ৬৭ বছর, পেশা দিনমজুরী, শিক্ষাগত যোগ্যতা আদৌ নেই। কুড়িগ্রামের কাশিম বাজার গ্রামের জহর গীতালের কাছে প্রথম জীবনে তিনি এটা শোনেন, কোন মুদ্রিত গ্রন্থে পালাগানটি আছে বলে তিনি জানেন না।

৫. জয়নুব বাদশা

একদা গভীর অরণ্যে শিকার করতে যেয়ে জয়নুব বাদশা অত্যন্ত পিপসার্ত হয়ে পড়ল। নিজেই পানি অনুসন্ধান করতে যেয়ে এক দৈত্যের হাতে পড়ল। পুত্র জয়কুদ্দিকে খাবার অনুমতি দিয়ে বাদশা দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পেল। আড়াল থেকে শ্বশুরের এ নির্দেশ শুনে পুত্রবধূ স্বামীকে নিয়ে পালিয়ে গেল এবং পথে সেই দৈত্যের হাতে পড়ল। জয়কুদ্দি অস্ত্রাঘাতে

দৈত্যের হাত পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। ফলে সমস্ত দৈত্য এসে তাকে বন্দী করল এবং মানব দানবে মহা-সংগ্রাম শুরু হল। যুদ্ধে দানবকে পরাজিত করে মানুষ জয়ী হল।

পালাগানটি বেল্‌কা গ্রামের আজিম উদ্দীন শেখের পুত্র হেলাল উদ্দীন শেখের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। হেলাল উদ্দীন শেখের বয়স ৩৭, পেশা কৃষিকার্য, সামান্য লেখাপড়া জানা আছে। প্রথম জীবনে গীতাল আছর উদ্দীন কুটিয়ালের কাছে শোনেন, কোন মুদ্রিত গ্রন্থে তিনি এটা কখনো দেখেন নি।

৬. হলুদ বাদশা

হল্লব শহরের হলুদ বাদশার কন্যা নওবাহারের বাগানে কন্যার ভাই নওরোজ ফুলপরীর কাপড় চুরি করে। ফুলপরী হাতের আংটি দিয়ে তা ফিরিয়ে আনে। ফুলপরী যখন জানল, একজন তরুন এ কাপড় চুরি করেছিল, ফুলপরী অত্যন্ত মর্মাহত হল। কেননা, মানুষকে সে স্বামীরূপে পেতে পারে না। তবু একদা সে কোকিলের ডাকে প্রেম কাতর হয়ে নওরোজের কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠাল।

এদিকে ডাকিনীরা নওরোজকে ধরে রেখে এক দানবকে নওরোজের চেহারায় রূপান্তরিত করে পাঠাল এবং দানব ও ফুলপরীর বিয়ে হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নওরোজ ফিরে এলে ফুলপরী তাকেও দানব মনে করল, মানুষ বলে তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি, অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সবার মনের বাধা দূর হয়নি। অবশেষে নওরোজ স্বর্গপুরে যেয়ে গুলুকজানীকে বিয়ে করল।

তারপর ভ্রান্তি দূর হলে ফুলপরী অনেক চেষ্টা করে নওরোজকে মর্তে নিয়ে এল এবং দানবকে হত্যা করে সুখী জীবনের প্রতিষ্ঠা করল।

কুড়িগ্রামের বজরা ডাকঘরের এলাকাধীন চরচরিতা বাড়ী গ্রাম নিবাসী

মোহাম্মদ রিয়াজুল হকের কাছ থেকে এটা সংগৃহীত হয়েছে। রিয়াজুল হকের বয়স ৪৫, পেশা কৃষিকার্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা আদৌ নেই। প্রথম জীবনে তিনি এটা শেখেন, কোন মুদ্রিত গ্রন্থে পালাটি আছে বলে তিনি জানেন না।

৭. অওশন কইন্যা

পশ্চিম দেশের রাজ্যের মালিক অওশন কইন্যা সুন্দরী হলেও পরিণত বয়সে বিয়ে করতে চায় না। কেউ বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তাকে সে হত্যা করে।

জমাল সাধু অওশন কইন্যার রূপমুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য উন্মত্ত হল। ফলতঃ তাকে বহু বিপদে পড়তে হল। একবার এক জংলী মেয়ের হাত থেকে অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়ে জীন রাজ্যের সাত কন্যার হাতে পড়ল। তাদের সঙ্গে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রেমলীলা করতে হল, নইলে প্রাণ বাঁচে না। একদা সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে এক সমুদ্র পার হয়ে সে দেশের গোল মেহেরী নামে এক কন্যাকে বিয়ে করল, কিন্তু প্রথম জীবনের প্রেম তাকে স্বস্তি পেতে দিল না। সুতরাং এ বাঁধন ছিন্ন করার জন্য প্রস্তুত হলে গোলমেহেরী নিজেই তার স্বামীর জন্য অওশন কইন্যাকে অনুসন্ধান করে এনে দিল এবং স্বামীর সঙ্গে তার মিলনের ব্যবস্থা করে দিল।

রংপুরের বেল্‌কা গ্রামের অপরউদ্দীন শেখের (মৃত) পুত্র গফুর উদ্দীন শেখের কাছ থেকে পালাগানটি সংগৃীত হয়েছে। গফুর উদ্দীন শেখের বয়স ৫৭ বছর, পেশা কৃষিকার্য, শিক্ষাগত যোগতা আদৌ নেই। প্রথম জীবনে বাংটু গীতালের কাছ থেকে তিনি এটা শোনেন।

পালাগানটির দ্বিতীয় অংশ পূর্ণনগর ডাকঘরের এলাকাধীন কেল্লাবাড়ী গ্রামের হেদায়েত শেখের পুত্র আছর উদ্দীন শেখের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। আছর উদ্দীনের বয়স ৬৫ বছর, পেশা কৃষিকার্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা আদৌ নেই। প্রথম জীবনে তিনি এটা শিখেছিলেন।

পালাটির মধ্যে স্থান বিশেষে গদ্যে বর্ণনা আছে। গদ্যাংশ থাকলেও তার ফলে পালাগানের চরিত্রহানি ঘটেনি। এ ধরনের পালাগান বৈঠকী পালাগানের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং গায়েনের কৌশলে গদ্যে বর্ণনাও প্রকৃত পক্ষে অনবদ্য কবিতা ও গান হয়ে দাঁড়ায়।

৮. জেলকদ বাদশা

জাবেল শহরের জেলকদ বাদশা অত্যন্ত ধর্মভীরু, কিন্তু বয়েসী কন্যাকে ঠিক সময়ে বিয়ে না দেওয়াতে আল্লার দরবারে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হল না। পুণ্য অর্জনের পরিবর্তে তার সঞ্চয় হল পাপ।

একদা এক জিন কন্যাকে চুরি করল। বাদশা ফরমান জারি করল, যে ব্যক্তি কন্যাকে অনুসন্ধান করে দিতে পারবে তার সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেয়া হবে। ফরমান পেয়ে আবু সামা কন্যার খোঁজে বের হল। সেখানে এক মুনি'র অভিশাপে আবু সামা কাছিম হল এবং জিন কন্যা পারুল আবু সামাকে এ চক্র থেকে মুক্ত করল ও তার দুঃখে অত্যন্ত কাতর হল। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে জিন কন্যা জেবোল মুলুককে তার কাছে এনে দিল এবং আবু সামার সঙ্গে তাকে মিলিত করে দিল।

মিলনের পর আবার দেখা দিল বিরহ। নিতান্তই নিয়তি হিসাবে তাদের মধ্যে এক যুবরাজ সদাগরের আবির্ভাব হল। দুই কন্যাকে নিয়ে যুবরাজ নিজের বাড়ীতে গেল এবং আবু সামাকে নদীতে নিক্ষেপ করল। যুবরাজের বাড়ীতে মাটিতে প্রতিমা তৈরী করে তারা মুক্তি পেল এবং কৌশলে তারা কন্যা শ্যামলাই বালাকে নিয়ে আসল। বহুদিন পর তিন কন্যার সঙ্গে আবার আবু সামার মিলন হল।

'জেলকদ বাদশা' পালাগানটি বেলকার আজিমউদ্দীনের পুত্র হেলাল উদ্দীনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। হেলাল উদ্দীন সামান্য অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, তার বয়স ৪৭ বছর, পেশা কৃষিকার্য। পালাগানটি তিনি

প্রথম জীবনে বারাই পাড়া নিবাসী খড্ডা উজীরের কাছ থেকে শেখেন। এটা তিনি কোন মুদ্রিত গ্রন্থে কখনো দেখেননি।

পালাগানটির সঙ্গে মধ্য যুগের বাংলা রোমানটিক কাব্য জেবল মুলক সামারোখের কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। বলা বাহুল্য, মূল পারসী কিসসার অনুসরণে 'জেবল মুলক সামারোখ' কাব্যটি লিখিত। উপাদান এবং উৎসের হয়তো কিছুটা সামঞ্জস্য থাকলেও 'জেবল মুলক সামারোখ' উৎকৃষ্ট রোমান্টিক বাংলা কাব্য এবং 'জেলকদ বাদশা' সুন্দর স্বচ্ছন্দ পালাগান। দুটোর মধ্যে যেমন মিল আছে, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে অসামঞ্জস্যও অনেক। আগেই উল্লেখ করেছি আরবী, পারসী কিস্সা কাহিনীর প্রভাবে বাংলাদেশের এসব পালাগান আশ্চর্য রমণীয়তা অর্জন করেছে। সেদিক দিয়ে 'জেলকদ বাদশা' প্রকৃত পক্ষে লৌকিক পালাগান এবং যে অঞ্চল থেকে এটা সংগৃহীত হয়েছে সেখানে এর জনপ্রিয়তা অসীম। গানের মূল্য তার সুরে। জেলকদ বাদশা সুর এবং কবিতা দুটোতেই বেশ সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের 'লোকগীতিক' হিসাবে একমাত্র 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ব বঙ্গ-গীতিকা' ছাড়া আর কোন গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলেরই 'লোকগীতিকা' বেশ উন্নতমানের, সন্দেহ নেই। যারা লোকগীতিকা ভালোবাসেন, আমার এ সামান্য প্রচেষ্টা সঙ্কোচের সঙ্গে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত লোকসাহিত্য সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর এবং সামীয়ুল ইসলাম। এ গ্রন্থ প্রস্তুত করার ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
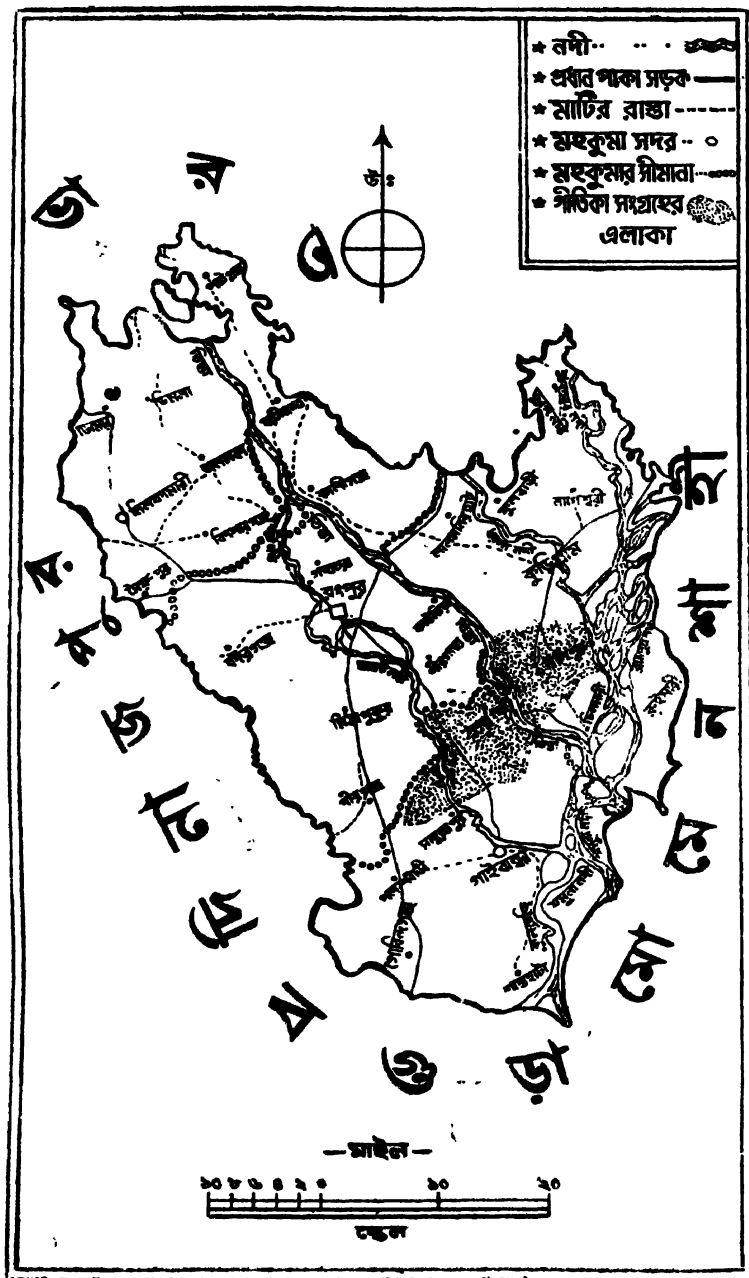
নদী
প্রধান পাকা সড়ক
মাটির রাস্তা
মহকুমা সদর
মহকুমার সীমানা
গীতিকা সংগ্রহের এলাকা
উঃ
—মাইল—
১০ ৮ ৬ ৪ ২ ০ ১০ ২০
স্কেল

কইন্যা আনোয়ারের কলি

কাহিনী শুরু

[বাওয়া]

বইরাটো নগরে আচিল
শাহা এমরান নাম
আরে ওহে
ওরে আনোয়ারের কলি কইন্যা
পাগলো বানান !
আরে ওহে
আনোয়ারের কলি কইন্যা
আনারসোত্[1] থাকে
আরে ওহে
সাত পদ্দা নোহালার জালে
ঘিরাও কইরা আচে
আরে ওহে
পাইক পকালি দূরের কতা রে
মাচি যাওয়া রে ভার
আরে ওহে
বাতাসো না যাবার পারে বন
পুরিত[2] সন্‌দাইবার
আরে ওহে
বিশা শও দানোর আচে
কইন্যাকে রে ঘিরিয়া
[আরে ওহে]

আনাবসে ২. পুরীতে প্রবেশ কবিতে

[ও ধন রে ধন]
কার বা সাধ্য আচে আনে রে
কইন্যা পাগোল করিয়া
(হায় হায় হায় ওহে)

এ্যাকে তো আনোয়ার কইন্যাটা
নিমের কলিত মোত্
বুকের কলি হইচে কইন্যার
দুই ডালিমের মোত
(হায় হায় হায় ওহে)

(বাওয়া) কমোর সরু বুক্কো মোটা
ওট[৩] দুকনা যেন জলে[৪]
মাতাতে দেগোল ক্যাশ তার
জ'ইমনোতে পড়ে
(হায় হায় হায় ওহে)

হাটিয়া যাইতে বুকে চুচি
থর থরেয়া কাপে
দ্যাকিলে চ্যাংড়া বুড়া
ব্যাহুসে টলিয়া পড়ে রে
(হায় হায় হায় দারুণ বিদি
ওরে' হায়)

(বাওয়া) হাটিয়া যাইতে সেই কইন্যা
ঝোকে তালে তালে
উড়ায় শাড়ীর আচোল
পুবাল বাতাসে রে ।

৩. ঠোঁট দুইটি ৪. উজ্জ্বল

(হায় হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

শাড়ীখান উড়িলে কইন্যার
বুক্ক খ্যাকা যায়
সেই বুক খ্যাকিলে কইন্যার
হালুয়া[৫] হাল ছাড়িয়া দেয় রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

(বাওয়া) মাতাত ফিতা হাতোত উমাল[৬]
জুতা দিয়া পায়
বসিচে বাগানোত্ কইন্যা
চমোত্কার খ্যাকা যায় রে!
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

নানাভাবে সাজে কইন্যা
সাজের নাই ঠিকানা
দাসীর পাওয়োত পেন্দেয়া[৭] দিচে
কাচা থানের সোনা রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

চাইরো পাকে পনচো দাসী
যেন জইলবার[৮] নাইগচে হুরপরী
তার ওপোরে কইন্যার উপর
খ্যাবের খ্যাব পুরী রে!

---

৫. চাষী ৬. রুমাল ৭. পরিয়ে দিয়েছে ৮. জ্বলছে

(হায় হায় দারুন বিদি
আরে হায়)

বসিয়া আচে সেই কইন্যা
আনারসের মাঝে
সপোন দ্যাকিয়া এমরান
পাগোল হয়া গেইচে রে!
(হায় হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

পাগোল হয়া দ্যাকো এমরান
ছাড়ে ঘর রে বাড়ী
সাতে করিয়া নিলে দ্যাকো তাঁই
হাতের আংগুটি রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

দুই আনা দামের আংগুটি
কেউ নাইরে দ্যাকে
ওরে পাগোল হয়া এমরান শাহ
বাড়ীর বাইর হয়া যায় রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

দোপোর আইভে গ্যালো এমরান
কেহুই তাক না জানে
শুতিয়া আচে বাপ মাও তার
অইনা ব্যাহুসেরো হালেরে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

আল্লার নাম নিয়া এমরান
ধেরে ধেরে যায়
বাপের বাড়ীর মুল্লুক ছাড়ি
আর এ্যাক স্থাশোত্ যায় রে।
(হায় হায় দারুণ বিধি
আরে হায়)

এ্যারানোত গেলোরে শাহা
দেওয়ানারো হালে
আজারো সান বানদা নদী
বসিল যায়া সেই ঘাটোত রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

সেই আজার কইন্যা আছিল এ্যাক
ভানু উদাস. নাম
(আরে ওহে)

যোবোতি হইচে সেই কইন্যা
বিয়া নাইরে হল
(আরে ওহে)

দাসীর ঘরোক নিয়া কইন্যা
যায় জলের ঘাটে
(হায়রে) বসিয়া আচে শা এমরান
পাইলো স্থাকিবারে!
(আরে ওহে)

জইল্বার নাগ্চে শা এম্রান
চান্দের নাহান উপ[১] হয়া

১. রূপ.

ত্যাকিয়া এমরানোক কইন্যা
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কইন্যায় কয় শোন দাসী
কওঁ বা তোমার আগে
(আরে ওহে)

মোহোনি করিয়া এই কুমারোক
আনিয়া দেওয়া নাইগ্‌বে মোরে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

এ্যামোন বাখানি রে কইন্যা
বুদ্দির পরিপাটি
শাহাকে বানাইলো রে কইন্যা
মাতার চুলের বেণী।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কদোম ফুলিয়া দিলো কইন্যা
খোপারো ওপোরে
(হায়রে) সেই ফুলের মইদে কুমারোক
আইক্‌লো[১০] বন্‌দো করিরে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

হালিয়া ঢুলিয়া কইন্যা
নাইগ্‌চে যাহিবারে
হাসে আর গীত কয়

১০. রাখিলো

মোনের আন্‌নোন দে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

হাসিয়া খেলিয়া কইন্যা
এম্‌রানোক নিয়া
হ্যান সোমে[১১] ঢাল কাউয়া
কদোম নিলো ঠোটোত্‌ করিয়া।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আর হায়)

হ্যান সোমে[১১] ঢাল কাউয়া
কদোম নিলো ঠোটোত্‌ করিয়া।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আর হায়)

কদোম নিয়া গ্যালো কাউয়া
কইন্যার তাক স্যাকিলো
পাগোল হয়া কইন্যা তকোন
টলিয়ায় পড়িলো।
(হায় ওহে)

হায় আল্লা মাবুদ মওলা
এই আচিল কপালে
মুই পাচ্‌নু[১২] ধন
অইন্নে বসিয়া খাইবে।
(হায় ওহে)

কাইনদিয়া কাইনদিয়া কইন্যা
বাপের আগোত্‌ গ্যালো

১১. এমন সময় ১২. পাইনু

শুনিয়া সে দয়ার বাপ
হুকুম করিয়া দিলো রে
(হায় ওহে)

ওরে এ্যাতেক শুনিয়া আজা
বেলোম নাই যে করে
দেওয়ানোঁক ডাকেয়া কতা
নাইগ্‌চে বলিবারে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

শোন শোন পানের দেওয়ান
জবান শোন মোরে
ঢোলাই করি দেও দেওয়ান
শওরে বন্দরে রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ওরে এ্যাতেক শুনিয়া ঢুলি ব্যাটা
বেলোম না করিলো
ঢোল ঘাড়োত নিয়া ব্যাটা
নগোরোত্‌ চলিলো
নগোরে নগোরে ঢোলাই
করিতে নাগিলো।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ওরে ঢোল শুনিয়া নগোরবাসী
নাইগচে বলিবারে

কিসোক[১৩] ঢোলাই দেওরে ঢুলি
কহোতো আমারে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

খুট্টা[১৪] আজার[১৫] খুট্টা কতা
শুনিয়া নেও সকলে
কাউয়া মারিবারে আজা
হুকুম করিয়ায় দিচে রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

যাঁই[১৬] যেটেই পাইবেন কাউয়া
মারিয়া আজাক দিবে
হ্যাস্‌কারী[১৭] করি না মারিলে
শুলিতে তুলিয়া দিবে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

(বাওয়া) ঢোলাই শুনি নগোরবাসী
হাল ছাড়িয়া দিলো
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে

(হাল ছাড়িয়া হালুয়া ভাই রে
পেন্টি হাতোত নিয়া
কাউয়া খ্যাদে ব্যাড়ায় সগলে
জংগোল বাড়ি দিয়া রে

১৩. কেন ১৪. খারাপ ১৫. রাজার ১৬. যে যেখানে ১৭. আলস্য

(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ওরে জাল ফ্যালেয়া যতো মাজি
বাইংকা ঘাড়োত নিয়া
নদীর পাড়ের যতো কউয়া
দিলেন খ্যাদাইয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

নদীর পাড়ের যতো কাউয়া
টকরই[১৮] ভাংগি খায়
ওরে গোরোস্‌তের বউ বেটি গুলায়
তাকো খ্যাদেয়া দ্যায় রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

আকোয়ালেরা[১৯] বানদে গরু
ময়দানের ওপোরে
সেই গরুর আটাইল খায় কাউয়া
বসিয়া বোগ্‌লোতে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

সেও কাউয়াক খ্যাদে দ্যায় আকালে
দেগোল নাটির[২০] ঢ্যালে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

১৮. শামুক ১৯. রাখালেরা ২০. লাঠির

আমের গাচে যায় রে কাউয়া
পাকা আম খায়
ছোট ছোট চ্যাংড়া চেংড়ি
তাক খ্যাদেয়া দ্যায় রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ভয়োতে কাউয়া সকল যায় রে
গইলের ভেতোরে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ভয়োতে কইতর ধরি খায়
চুপি চুপি রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

দ্যাকিয়া গেরোস্‌তের বউয়ে
গোস্বায় জ্বলিয়া যায় রে
হোচার[২১] বাড়ি দিয়া কাউয়ার
ঘাড় ভাংঙ্গিয়া দেয় রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

জেবনের ভয়ে যায় কাউয়া
কাইন্‌চা বাড়ির মাজে
ধরিয়া চড়ুইর বাচ্‌চা
খায় রে চাপে চুপে।

২১. গোবর ফেলা ডালি যারা

(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)
যোবোতি বউ কাইনচা শামটিতে
ঝাটা নিয়া হাতে
ওরে ঝাটার বাড়িতে তাড়ায় কাউয়াক
ঠ্যাং ভাংগিয়া পড়ে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)
ভয়োতে গেইলেন কাউয়া
জোং[২২] বাড়ীরো মাজে
ওরে বেজি শালায় ধরি ঠ্যাং
টানাটানি করে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)
পড়িয়া গেইলেন কাউয়া
বিশ কাটাইলের খ্যাতে
বড় বড় আলাদ সাপে
পাও দ্যাব্ড়ে যায় না ধরে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)
সেটেই হাতে গ্যালো কাউয়া,
ঘইযার[২৩] খুপরিতে
এ্যামন একটা খুষ্টা মুরগী
চউক তুলিয়া নিচে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

২২. কাটা গাছ ২৩. ঘুটে রাখার ঘর

(বাওয়া) এই না হালে দ্যাকো কাউয়া
ব্যাড়ইতে নাগিলো
কোনখানে এ্যাকনা জাগা
খোদায় নাহিন দিলো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এ্যাতেক দেকিয়া কাউয়া
যুক্তি করে সার
শুকানোঁতে আমার জাগা
নাহি হবে আর রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

দরিয়াতে যায়া সগলে
ঝাপিয়া পড়িলো
মতো কোনা ভাষে থুইয়া
ন্যাট্রো[২৪] হয়া অইলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

কান ঝাড়া দিয়া কাউয়া
শুকানোত উঠিলো
ওরে আজার কইন্যা আসি কাউয়া
নজোরে দ্যাকিলোরে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

কাউয়া দ্যাকিয়া কইন্যা
গোস্বায় জলিয়া গেলো

২৪. ভিজা

আহারে নগোরবাসি মোর
সগলে দোষপোন[২৫] হইলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

মুকের আগোত্ থাইক্তে কাউয়া
কেহুই না ধরিলো রে।
হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এই কথা শুনিয়া আজা
হুংকার যে মারিলো
সেই হুংকারে নাজির উজির
টলিয়ায় পড়িল রে
(হায় হায় দারুণ বিধি
আরে ওহে)

গাও মোড়া দিয়া পাচে
উটিয়ায় বসিলো রে।
শোন বাশ্শা আলোমপনা
জানাই তোমারে
আইজকো ক্যানবা উদ্যান ম্যাগে[২৬]
হুড় হুড়িয়া ডাকে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে

আজায় কয় শোন রে ব্যাটা
না কান্দিও আর

২৫. শত্রু ২৬. আজ কেন এরূপ মেঘে

মারিবো সব্বইরে গরদান
না আকিবো আর রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এ্যাক এ্যাক করিয়া আজা
ধইরবার নাগিলো
বাঁও আতের চড়োতে কারো
দাত্ ভাংগিয়া দিলো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ক্যানরে বেহেয়া বেটা
কাউয়া না আনিলু
সেই কারোনে দাত দুকনা মুই
ভাংগিয়া না দিমুরে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

আর কাকো মারে গুড়ি
উতি[২৭] যায়া পড়ে
ক্যানরে হারামজাদা
কাউয়া না ধরিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

আর কাকো ধরিয়া আজা
শুলোত্ তুলিয়া দিলো

২৭. ওদিকে

তেরে ঘইষার খুপরিত ক্যানে
কাউয়ায় মুরগীর বাচ্চা খাইলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

আর কাকো ধরিয়া আজা
মাতাত্ দেয় রে মুকটি
তোর ঢেকির পাড়ের কাউয়া ক্যানে
খায়া গেলো শুক্টি রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

আর কাকো ধরিয়া আজা
ভাংগিল মাথার খোলা
তোর কাইন্ঘাত্ পড়িল কাউয়া
তোর বউয়ে মারিল ঝাটার গুড়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

নদীত্ যায়া আজার দ্যাকো
মারে এ্যাকো ডাং
মোর মুল্লুকোত্ থাকিয়া নদী
কাউয়াক তল না কল্লেন ক্যানরে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এই না ভাবে দ্যাকো আজা
নগোর বাসীক মারিলো
দুষ্টা বেটির যায়া আজা
চুলের খোপা ধরিলো রে।

(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ক্যানরে বেটি হাটি গেলু
নদীর অইনা ঘাটে
তোর মুকের আগ দিয়া উড়ি গ্যালো কাউয়া
খবোর ক্যান তাক দিলু রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে

তোর কথা শুনিয়া মুই
হনু রে ব্যাহেয়া
যতো আচিল পোজ্জা পাইট
দিনু শেষ করিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এ্যাকেলা হয়া আজা
ভাবে মোনে মোনে
আনীর পায়ে পড়িয়া আজা
বেনোয় করিয়া কানদে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

কহো কহো দয়ার আনী
বুদ্দি নাই শরীলে
তুই আনী ছাড়া মোক
দরদ কইরব কোন বা জনে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এ্যাকে এ্যাকে পোজ্জাগোনোক
ফ্যালানু মারিয়া
ধরিয়া চুলের খোপা বেটির
ফ্যালাইম মুই মারিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে

এই কতা শুনিয়া বেটি
কাইপ্ পারে লাগিলো
পেঁদনের কাপড়া ছাড়ি কইন্যা
দউড়াইতে লাগিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

পেঁদ্নের কাপড়া ছাড়ি কইন্যা
দউড়াইতে নাগিলো
ঢাল কাউয়া পড়িয়া আচে
নজোরে দ্যাকিলো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

কাউয়ায় কয় ওরে কইন্যা
দউড়াইস কেসের নাগিয়া
ব্যাটা ছাওয়াক যাদু করার মজা
দ্যাকেক চাকিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

কানদিয়া কানদিয়া কইন্যা
কাউয়ার আগোত্ ধরা পারে পড়ে

তুই ছাড়া আর বাঁচপার কেউ নাই
এই না জগোতে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এই কতা শুনিয়া কাউয়া
পাকা ম্যালেয়া দিলো
পাকার ততোত্ যায়া কইন্যা
মুরগীর বাচ্চার নাহান আইলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে।)

পাছে পাছে যায় আজা
হাতে ছোরা নিয়া
কাউয়ার আগোত্ যায়া
কয় তাঁই ডাকিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

শোনোক শোনোক ঢাল কাউয়া
কও সইত্যা যে করিয়া
কোন ফাঁয়[২৮] গেইচে মোর চেংড়িটা
অই না দউড়িয়া দউড়িয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

শোনেক শোনেক ওরে আজা
পাকা গেইচে মোর ভাংগিয়া

২৮. পাশে

এই ফাঁয় গেইচে তোর বেটি
ন্যাংটা না অইয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ঘুরিয়া যায় আজা
বাড়ীতে চলিয়া
কইন্যার পেছনের শাড়ী কোনা
দে আগে আনিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

তার পাচে তোর বেটির
দেইম খবোর করিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ওরে বেটির খোঁজ পায়া আজা
চলিলো ফিরিয়া
ঢাল কাউয়াটা কয় কতা
কইন্যাকে ডাকিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

শোনেক শোনেক ওরে কইন্যা
কার মুখের দিকি চাও
বাইচবার যদিল আশা থাকে
মোর পিটিত্ শোয়ার হও রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

মরোনোর ভয় করি কইন্যা
পিটিত শোয়ার হইলো
বাতাসের সাথে কাউয়া
উড়িয়া চলিল রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

পাহাড় পর্বোত ছাড়িয়া কাউয়া
যাইবার লাগিলো
কতো নোদী হাট বাজার
ছাড়িতে নাগিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এ্যাক দুই করিয়া কাউয়া
ছয়ো বচ্চোর গ্যালো
ওরে ছয়ো বচ্চোর বাদে
আনোয়ারের দ্যাশোত্ যায়া পঁচিল রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

জঁইমনোত আকিলো কইন্যা
ছালামেঁা করিয়া
মিটা মুকে কয় কতা
কান্দিয়া কান্দিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

হা করি ডেকুস কাড়ি
কাউয়া নামেঁাদার

বাইর করি দিলো কইন্যার
সাদের কদোম ফুল তার।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

কদোম ফুল দ্যাকিলে কইন্যা
হাসিতে লাগিলো
কইন্যার টুটি কোনা ধরিয়া কাউয়া
এ টিপো না দিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

আকো আকে করি কইন্যা
কানদিয়া উটিলো
গালা ছাড়ি দিয়া কইন্যারে
হাত কোনা ধরিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

কানে হাত দিয়া কইন্যাক
এ কিড় কাড়াইলো
য্যামোন আছিন্ শ এম্‌রান
সেই দ্যান্ করি দেও রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এই কতা কয়া কাউয়া
টিপিতে নাগিল
ওরে নরোম হাতে কাউয়ার ঠোঁটে
অক্তো বারেয়া গ্যালো রে।

(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

যকোন দ্যাকো শাহা এম্‌রান
মানুষ ভালা হইলো
দেখিয়া এমরানের উপ
কইন্যায় টলিয়ায় পড়িলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

কাউয়ার পাউওত্‌ কান্দে কইন্যা
নুটিয়া নুটিয়া
ইয়ার নাগি এ্যাত দুকো মোর
আনু মল্লুক খাইয়া রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

আগে সবুর করো কইন্যা
পাচে করো কাম
ওরে আনোয়ারের কলি কইন্যা
ফুলের নাহান রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

সেই কইন্যার উপে এমরান
দেওয়ানা যে হইচে
সেই কইন্যা পাইলে তোমার
আশা পুন্নিত হইবে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

আনোয়ারের কলি কইন্থা
আল্লায় যদি করে
বানাইম তোক তাহারো দাসী
কড়াল দিনু তোরে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

হেটেই যে আনিনু কইন্থা
কাম এ্যাকো আচে
সাত হারা করিয়া বাগান
ঘিরাও করা আছে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

সাত হাজার বেটি ছাওয়া
পহোরা দ্যায় রে তাকে
তার ভেতোরে থাইক্যা কইন্থা
আনারসের ভেতোরে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

সাজিয়া গুজিয়া যা তুই সেটেই
হালিতে ঢুলিতে
শুতিয়া থাইক্ না যায়া
বেটি ছাওয়া গুলার মাঝে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এই অউষোদ দিনু তোকে
আকিবেন তাক সাতে

নিদোতে সগল বেটি ছাওয়া
যকোন থাকিবে ব্যাহুসে
ওরে নাকে নাকে ধরবু সবার
কয় দিনু তোকে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ওরে এই না কাম করা নাইগ্‌বে
কয়া দিনু তোকে
এ্যাক দনডো ধরিস যদি
সউগ বেটি ছাওয়ার নাকে,
সাতদিন পড়িয়া যাইক্‌ গে
মরার নাহান হালে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে

সেই সুযোগে ঢুকিয়া যাইম মুই
পুরীরো ভেতোরে
চইদ্দো পদ্দা ঘিরাও আচে
আনারসের ওপোরে।
বুদ্ধি করি কাটিম বান্‌দোন্‌
বাইচপার আশা নাই মোরে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

এই বুলিয়া এই না কইন্যা
কোন বা কামোঁ করে
অউযোদ কোনা হাতোত্‌ নিয়া
নাইগচে যহিবারে রে।

(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ফাইল কোনা দিয়া কইন্যা
মাতা যে বান্দিলো
সোনার নলোক কোনা কইন্যা
নাকোত্ তুলিয়া দিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

সোন্দোর এ্যাকনা শাড়ী কইন্যা
অইযে কষিয়ায় পিন্দিলো
চুরি দুকনা তকোন কইন্যা
হাতোত্ সাজাইলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

উপার খাড়ুয়া দুকনা
পাউয়ে তুলিয়া দিলো
মোনোর মতোন করিয়া কইন্যা
সাজিয়া তইয়ার হইলো।
উমুর ঝুমুর বাইজে কইন্যা
সাবারে নাগিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে ওহে)

ওপোনীত হইলো কইন্যা
বেটি ছাওয়া গুলার আগে,
দ্যাকিয়া সউগ বেটি ছাওয়া গুলায়
ভাবে মোনে মোনে

এ দ্যান ওপোসি বেটি দাওয়া নাই দ্যাকি
আর কোন কালে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

যাঁই দ্যাকে তাঁই পোচে
আসিয়া বোগোলে
কোন বা দেশে বাড়ী তোমার
যাইবেন কোন খানে
কিবা কামে আইলেন কইন্যা
কওতো আমারে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
হাসিয়া উটিলো,
পহোরী গণের আগোত্ কথা
বলিতে লাগিলো
আনারসীর দাসী মুই
এই পাচি দ্যাকিতে আনু রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে।

বচ্চোরোতে কয়জোন বেটি ছাওয়া
গেইচে রে কমিয়া
হাজারোত কয় জন বাকী
নাম দ্যাও তো ন্যাকিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

এ্যাতেক শুনিয়া সগলে
বেলোম নাইযে করে
ছুরুপভান ফুলমতির নাম
পোরতোমোতে থ্যাকে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

নাজমা নামোতে আরে
নামে ফুলেশ্বরী
সায়াত্তুর হাজার নাম
হায়রে দিলোনোঁ না থ্যাকি রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে।

কতো দেয়ান পাকান খানা
পাকের নাই ঠিকানা
জোগাড় করিয়া আনিল দ্যাকো
দাসী কতো জোনায় রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

কুত্তার গাতা দিয়া যচ্চর
গুড়া যে আঁন্দিলো
পাটা শাগোত্ কুচিয়া মাচ
ভাজি করিয়া নিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

তরকই আঁদিলো কইন্যা
কিবা চমোত্কার,

হোলা ব্যাঙ আর গুই সাপ
করি এ্যাকান্তর রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

এই ভাবে আঁদিয়া তরকই
তইয়ার যে করিলো
আনারসীর দাসীর আগোত্
হাজুর করিয়া দিলো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

খাওয়া দাওয়া করি সগলে
শুতিয়া নিঁদ বা গ্যালো
আইত্ দোপোরে কইন্যা দ্যাকো
উটিয়ার বসিলো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

অউষোদের কটুয়া কইন্যা
খসেয়া হাতে দিলো
এ্যাক এ্যাক করিয়া সগলের
নাকোতে ধরিলো রে।
(হায়, হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

মরার নাহান পড়ি অইলো
কেহুই নাই রে জাপে
সাতদিন দিনকার মরা হয়া
বাইরে পড়িয়া থাকে রে

(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)
ফিরিয়া আসিলো কইন্যা
ঢাল কাউয়ার আগে
সুযোগ পায়া ওরে কাউয়া
দেওয়ালের বাঁধন নাইগ্‌চেন কাটিবারে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

ওরে সাত দোরের বাঁদোন কাউয়া
কাটিয়া ফ্যালাইলো
হিসাব করিয়া দ্যাকো
সাত দিনোঁ গ্যালো,
আট দিনের মাতাত্‌ পরিগণ
জাগিয়া উটিলো।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

হোস্‌কা দুয়ায় দ্যাকি সগলে
দউড়াইতে নাগিলো।
হাপু দাপু করি সগলে
জিনজিরে বানদিলো
বেলা দশটায় সেনাপতি
আসিয়া পোঁছিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

দেওয়ান সাতে সেনাপতি
যকোন আসিলো

দ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি
পাগোল হইলো !
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

ভয় পায়া অই কইন্যাটা
এমরানের কাছে গেলো
ওরে জোড়া পায়ে সেনাপতি
আউগাইতে লাগিলো
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

দ্যাকিয়া সেই মতি কইন্যা
এমরানের কোলোত্ গ্যালো
তাক দ্যাকিয়া সেনাপতি
বুদ্ধি গোটেয়া নিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

ওরে হাতোতে আছিন্ বন্দুক
গুলি ভরেয়া নিলে,
গুলি ভরেয়া এমরানোক্
মারিয়ায় ফ্যালাইলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

গলাত দড়ি নাগেয়া এমরানোক
তপাতোত্ ফ্যালেয়া দিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

কি কইরবে সতি কইন্যা
কান্দিতে লাগিলো
চিরিয়া শাড়ীর আচোল
চিটি যে ন্যাকিলো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

ঢাল কাউয়ার আগোত্ চিটি
বাতাসের আগোত দিলো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

সইত্তো রে চিটি হবু তুই
ঢাল কাউয়ার আগে যাবু
মরি গেইচে শাহা এরান
এই খবর তাকে দিবু রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

ন্যাকিয়া দশটা কতা
শাড়ীরো আচোলে
উড়িয়া দিলো তাক
সেনাপতি না জানে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

কন্যার হাত ধরি সোনাপতি
নাইগচে যাহিবারে
নিয়া গ্যালো সতি কইন্যাক
সেনাপতির ঘরে রে।

(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

জাগিয়া পহোরি সগলে
পরি ঘিরাও করিয়া দিলো
বোর মাজান ছেদিয়া টিটি
দউড়াইতে নাগিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

পয়লা দুয়ারোত্ যায়া
শাড়ীর খানিক ছিড়িয়া গ্যালো
এ্যাকটা কতা কমি যায়া
নওটা কতা অইলো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
হায় রে)

দোষরা দুয়ারোত্ যায়া
চিটি গ্যালোরে আটকিয়া
নোহার সুতাত্ নাগি খানিক
গ্যালো রে চিরিয়া
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

গ্যালোরে দুইটা কমিয়া
আটটা কতা অইলো বাকি
এই দ্যান করি সাতটা কতা
গ্যালোরে না ছিড়ি রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

সাতটা কতা কমিয়া গ্যালো
তিনটা কতা অইলো ঠিকে
সাত তেউড়ি ছ্যাদ করি গ্যালো
ঢাল কাউয়ার আগে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

পড়িয়া আচে কাউয়া
আনারসের আগে
কি ভাবে চইদ্দো পদ্দা
কাটিয়া ফ্যালাইবো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

সেই বুদ্ধি কইরবার নাগ্‌চিন্‌
ঢাল কাউয়া বসিয়া
হ্যান সোমে কইন্যার চিটি
গ্যালো যে চলিয়া রে!
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

চিটি পায়া হায় রে কউয়া
ব্যাহুসে পড়ি গেলো
আহা রে মোর শাহা এম্‌রান্‌
কটই ছাড়ি গ্যালো রে!
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

যার কারোণে এ্যাত্‌ দুক্কো
জেবোন দিঁচো আড়িয়া

যার জন্তে মাও বাপ মুই
আসিনু ছাড়িয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

যার আশাতে আরাম বিরাম
দিঁচো রে ছাড়িয়া
যার কথাতে যুব্বা কালে
নাই বইসোঁ বিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

যার কতাতে খাওয়া দাওয়া
গেইচোঁ রে ভুলিয়া
যার জন্তে দারুণ মোন মোর
গেইচে পাগোল হইয়া রে!
(হায়, হায়, দারুণ বিদি
আরে হায়)

কটই গ্যালো কটই গ্যালো
মোকে রে ছাড়িয়া
কটই গ্যালো কটই গ্যালো
পাগোল করিয়া রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কটই গ্যালো কটই গ্যালো
মোকে রে ছাড়িয়া
আহা রে সামনের আয়না মোর
গ্যালো রে ভাংগিয়া।

(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কটই গ্যালো কটই গ্যালো
মোর পাণের রে দোসোর
কটই গ্যালো কটই গ্যালো
হাতের কাংকোন মোর রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কটই গ্যালো কটই গ্যালো
মোর সাতের খ্যালোয়ার
কটই গ্যালো কটই গ্যালো
বন্ধু যে আমার রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)--

কটই গ্যালো কটই গ্যালো
অবোলাক বদিয়া
কটই গ্যালো কটই গ্যালো
দুক্কিনীক ছাড়িয়া রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কটই গ্যালো কটই গ্যালো
মোর কানের কান ফুল
কটই গ্যালো কটই গ্যালো
মোর পায়েরো নেপুর রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কটই গ্যালো কটই গ্যালো
মোর মাতার মটুক চুল রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)
এই না ভাবে কান্দে কইন্যা
ধুলাত্ রে নুটিয়া
যার জনে কাউয়া উপ নিচোঁ
বারোন করিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)
বিয়া দিবার চাইলে মোক
ধাম ধুমোঁ করিয়া
যার জন্নে দোগোর আইতোত্
আনু মুই চলিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)
কি হইলো কি হইলো মোর
কপালের সেন্দুর
কি হইলো কি হইলো মোর
পায়েরো নেপুর রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)
কি হইলো কি হইলো মোর
গালার গজোমোতি হার
কোন জনে করিল চুরি
ভয় কি নাই রে তার।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কি হইলো কি হইলো মোর
পেঁদনের শাড়ী
সোয়ামী ধনোক ছাড়িয়া মুই
না যাইম ঘুরিয়া বাড়ি রে!
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

আহারে আনারসি কইন্যা
তোর যে নাগিয়া
কাচা চুলের আড়ি হনু মুই
এই শ্মাশোত্‌ আসিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

মাইন্‌ষে হলদি মাকে
ঘটকের মুকে শুনি
বিয়া না হইতে মুই নারী হনু
দুনিয়ার কলোংকিনি রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

মুই যদিল কানদো কইন্যা
তেহইলে তোকো মুই কান্দাইম
মোর নাহান কাচা চুলের আড়ি
তোকো মুই করাইম রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

নিধুয়া পাতারোত্‌ বসি না
এ্যাক সাতে কান্দিমে॰া রে

(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)
আহারে আনারসি কইন্ন্যা
আচিস কোন জাগাতে
চইদ্দো পদ্দা ছিড়িম্ তোর
নউকেরো যুতাতে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

এ্যাতেক বুলিয়া কইন্ন্যা
কাউয়ার উপ ছাড়িয়া
শ্যাষা উপ হয়া কইন্ন্যা
ব্যাড়ায় তাঁই কাঁনদিয়া রে !
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

শ্যাষা উপ হয়া কইন্ন্যা
দউড়ি দউড়ি যায়
তপাতে থাকি পহোরিগণ
তাক ছ্যাকিবার পায়।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

ধরিতে শ্যাষাকে ছ্যাকো
কতো বুদ্ধি করে
দাও কুড়াল নিয়া কতো
ড্যালা ড্যালি করে রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

আচিলো সোনার জাতি
গ'াইজ ফিকিরায় মারে
নাপিতের মায়ারা সগলে
কেচির ড্যাল মারে রে।
(হায়, হায়, দারুণ বিদি
আরে হায়)

কেচিখ্যান পায়া শ্যাষা
খুশিতে ভরিয়া গ্যালো
ছাড়িয়া শ্যাষার উপ তঁাই
বাতাসে শ্যাষার গ্যালো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কেচি খ্যান তুলিয়া নিলো
বান দিলো আচোলে
দাও খ্যান নিয়া হায় রে
খোপাতে তঁাই গেঁাজে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কুড়াল খ্যান নিলো কইন্যায়
বাওঁ হাতোত্ তুলিয়া
কাটিতে আনারসের গাচ
যায় মার মার করিয়া রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

নোহার বোরমা জাল খানি
কেচিতে কাটিলো

খুটায় ঘিরাও খানি কইন্যা
কুড়ালে ফাটাইলো।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

বাঁশের ঘিরা খ্যানি কইন্যায়
দাও দিয়ায় কাটিলো!
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

নোহার ঘিরা খানি কইন্যায়
হাতুরে ভাংগিলো
চইরদ্দো পরদা কাটিলো কইন্যায়
কেহুইনা থ্যাকিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

নোহার ঘিরা খানি কইন্যায়
হাতুরে ভাংগিলো
চইরদ্দো পরদা কাটিলো কইন্যায়
কেহুই না থ্যাকিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

ত্যারো পরদা কাটিয়া কইন্যা
চইদ্দোতে যকোন গ্যালো
আচিল থ্যাকো অন্দোকার পুরী
জইলবারে নাগিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

শাড়ীর আচলোতে কইন্যা
তাক ঢাকিয়া নিলো
আনারসটা নিয়া কইন্যা
শাড়ীতে বান্দিলো
ধরিয়া আনারসের গোড়া
মটকেয়ায় ভাংগিলো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

যকোন ছ্যাকো আনারস কোনা
মটকেয়ায় ভাংগিলো
ভল্‌লাত ভল্‌লাত্‌ করি পুরীর
ভেত্‌রোত আগুন
জ্বলিয়া উঠিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি--
আরে হায়)

যকোন পুরীতে আগুন
জলিয়ায় উটিলো
আনারসি কইন্যা চুরি হইলো
তাক জানিবার পাইলো।
মুল্লুকে মুল্লুকে তকোন
দুম দুমি পড়িল রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

আটিলো আজা সেই
নামোতে হইলে অপদুত।
আশি হাজার পালোয়ান তাঁই

তাকিচে মজুদ রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

আশি হাজার পালোয়ান রে
ষাইট হাজার সুন্নসেনা
চল্লিশ হাজার পাইক পেয়াদা
তিরিশ হাজার দেওয়ানা !
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কুড়ি হাজার ঢুলি মালি
দশ হাজার পিয়াদা
পাঁচ হাজার চাকোর বাকোর
দুই হাজার বামোন জাতি
সয়াত্তুর হাজার বেটি ছাওয়া
বাগানোত থাকে বসি রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

হিসেব করি খ্যাকো খ্যাকি
হয় বা কতো জোন
পুরীর চৌপাকে সগলে
ঘিরাও করিয়া নেন রে !
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

এ্যাতেক খ্যাকিয়া কাউয়া
মাইনষের উপো হইলো
ডাকিয়া ডাকিয়া কতা

বলিতে লাগিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

আইজ হাতে তোমার কইন্যা
নামোতে আনারসি
চুরি করিয়া নিনু মুই
এমরানেঁা না আসি রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

নামোতে এমরানেঁা কুমার
বইরাট নগোরোত্ ঘর
তোমার কইন্যাক নিয়া গেনু
আসিয়া অইকা করো রে॰ঃ
(হায়, হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

এ্যাতেক বুলিয়া বান
কামানে জুড়িলো
এক্কেবারে দশ হাজার বান
সাজোন করিলো
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

নামোতে অগ্নি বান
আইগ্নের নাহান জ্বলে
দশ হাজার অগ্নিবান
এ্যাক সাতে না ছাড়ে রে।

(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

পুড়িয়া ঝুড়িয়া সউগে
ছাই করিয়া দিলো
হ্যাকিয়া পাড়ার নোক
ভাগিয়া চলিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

পলেয়া পলেয়া যায় রে মানুষ
কইন্যাটা হাটিয়া হাটিয়া যায়
সেনাপতির বাড়ীত্ যায়া
ওপোনীত হয়।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

হ্যাকে কইন্যা বসি আচে
সেনাপতির ঘরে
ধাপা মারি নিলো কইন্যা
বাঁও হাতের পরে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

পড়িয়া আছিন শা এম্রান
দুই ধুমো হয়িয়া
শাড়ীর আঁচোলে রে কইন্যা
নিলো রে বান্দিয়া।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কইন্যার বাগানেঁাত
আব হায়াতের চুয়া ছিলো
ঘুরিয়া সেই আনারসির
বাগানেঁাতে গ্যালো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

আব্ হায়াতের পানি গাত
ছিটিয়া না দিলো
আল্লা হুকোমেতে শা এম্রান
উটিয়ায় বসিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

জটাউ পকির উপ কাউয়ায়
ধারোন করিয়ায় নিলো
এমরানোক আর কইন্যায়
পিটিত্ তুলিয়া নিলো রে!
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

শাড়ীর আচোঁলে আনারস
খিচিয়া বান্দিলো
আল্লার নাম নিয়া পকি
শূন্নে উড়াও দিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

ছয় মাসে গ্যালো পকি
স্বাশোত্ রে চলিয়া

বাগানে ঁাত যায়া তাঁই
পকির উপ দিলো ছাড়িয়া রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

নিজ কইন্যার উপ নিলো
ধারোন করিয়া রে !
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

চিনিতে পারিলো এম্‌রান
সেনাপতির বেটি হয় ।
জরিনা কান্‌চোন্‌ বালি
নাম ইয়ার হয় রে ।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

শোনেক শোনেক ও জরিনা
মুই বলে ঁা তোমারে
মোর নাগিয়া এ্যাতো দুক্কো
ভুগিলে শরীলে রে ।
(হায় হায় দারুণ বিদি
. আরে হায়)

মোনের কতা ওরে কইন্যা
কহোনা খুলিয়া রে !
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কটই অইলো আনারসি
তার কি করিলু
যার লাগি এই জেবোন
ফানা করিয়া দিলু রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

সেই কইন্যার কি হইলো
কি করিয়া আলু রে
(হায়, হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

হাইস্‌তে হাইস্‌তে কইন্যা
মোনের কতা কয়
তোমার উপ থাকিয়া
মোর যৈবোন পাগোল হয় রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

তুই যিদিন ছাড়িয়া গেলু
বানারসির খোঁজে
গনিয়া পাড়িয়া থাকি
জোড়া আছে তারো সাতে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

এ্যাকলায় গেইলে যেদিন
আনারসির থাশে
বুড়া বয়সোত্‌ পালু হয় কইন্যাক্‌

কতা শোনেক মোরে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

মোর মনের আশা কুমার
শোনেক মোনো দিয়া
দাসী করি আকেক মোরে
চরোনে বান্‌দিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

যতো মোনের দুক্কো তোকে
কনুরে ভাংগিয়া
বুড়াতি বয়সের পিরিত সোয়ামী
ভালো নাই রে নাগে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

সেই জন্নে গেচ্‌নু মুই
আনারসির খোজে
আনারসিক আনি দিনু মুই
কতো দুক্কো না ভুগিয়া রে।
করবু কিনা সাদের দাসী
সেই কতা কও ভাংগিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

এ্যাতেক শুনিয়া এমরানের
বড়ো দয়া হইলো

যার ফলে মরা জিউ
ফিরিলো আসিলো।
(হায়, হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

মুন্‌সি ডাকেয়া বিয়া
পড়েয়া না নিলো
গোলবাহার কইন্যাক তার
দাসী যে বানাইলো
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

বাগানোঁতে যায়া বইসে
নিরালা মন্‌দিরে
বাইর করিয়া আনারসোঁক্‌
আকিল মুকের আগাত্‌ রে
(হায়, হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

হীরার ধারের ছোরা কোনা
হাতোত্‌ তুলিয়া নিচে
আল্লার নাম দিয়া আনারসোত্‌
এ্যাকটা চোটো দিচে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

হুরের নাহান কইন্যার কোনা
উটিয়া খাড়া হইচে রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

স্থাকিয়া কইস্থার উপ
শা না এম্‌রান
এ্যাক ব্যহুসোতে তাঁই
দশ দিনোঁ না অন।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

দশ দিনো বাদে এম্‌রান
উটিয়ায় বসিলো
সোনা মুক্কো স্থাকিয়া ফির
টলিয়ায় পড়িলো
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

সেই ব্যাহুসেতে বাচার স্থ্যাকো
আট দিনোঁ গ্যালো
হুস হয়া শা এম্‌রান
উটিয়ায় বসিলো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

বুক্কের ডুগডুগা কলি স্থাকি
এম্‌রান টলিয়ায় পড়িলো
সেই ব্যাহুসোতে স্থাকো তার
ছয় দিনো ফির গ্যালো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

তা স্থাকিয়া শাহা এম্‌রান
উটিয়ায় বসিলো

সরু কমোর হ্যাকিয়া কইন্যার
টলিয়ায় পড়িয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

সেই ব্যাহুসোতে তার
দুই দিনো গ্যালোঁ।
হুস পায়া শাহা এম্‌রান
উটিয়া বসিলো রে।
(হায়, হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

যবোন বাহার হ্যাকিয়া কইন্যার
টলিয়া পড়িলো
সেই ব্যাহুসোতে তার
এক দিনো গ্যালো রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

এই হ্যান হাল হ্যাকি কইন্যা
হাসিতে লাগিলো
মুকের হাসি হ্যাকি এম্‌রান
টলিয়ায় পড়িলো রে
(হায়, হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

হাত ধরি আনারসি কইন্যাক
কোলোত্‌ তুলিয়া নিলো রে
(হায়, হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

কোলোতে তুলিল যদি
কইন্যা আনারসি
বাইর করিয়া ত্থাকায় তারে
বুকের কোমলা কলি রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

নেরো বা বসিলো কইন্যা
পতিক নিয়া বুকে,
বুক খ্যানি ত্থাকিয়া কইন্যা
হায়, হায় করিয়া ওটে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

ধরিয়া কইন্যার গালা
ব্যাহুস হয়া যায় রে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

সেই ব্যাহুসোতে বাচার
ছয় মাস গ্যালো
মুকে মুক দিয়া দোনো জোন
পড়িয়া যে অইলো রে !
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

যতো আছিল দাসী বান্‌দি
তপাত্‌ হয়া গ্যালো
হুস হয়া দোনো জোনে
গাও গোচোল দিলো রে !

(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)
হাতা হাতি চাইর জোন
নিজ পুরিতে গ্যালোরে
(হায় হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

তকতো বসিলো এম্‌রান
আনারসির হইলো আনী
দেওয়ানেঁাক আইজ্জো দিয়া এম্‌রান
থাকে ভেতোর বাড়ীত্‌ রে।
(হায়, হায় দারুণ বিদি
আরে হায়)

জসমত খাঁ।

বন্দনা ঃ

আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

বনদি মওলা হক আল্লাজি
কোন শবদে দুনিয়া গড়ি
বেহোস্ত দোজোগ
কল্লেন জেন পরী হে।
আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

আসমান জমিন চাদো কড়ি
পয়দা কল্লে পুরুষ নারী
যার জন্নে পুরুষ স্থাকো
হয় যে ভেষোম পাপী হে।
আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

তার পাচে বনদোনা করি
হাউসে বানায় মাইন্‌ষের বসোতি,
আসমানোতে আকে ফেরেস্তা
নীচোত্‌ দেও দানোবের পুরী হে।
আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

খুশিতে ভরিয়া মানুষ গড়ে
দোষপোন করিলো আজাজিলে,

আল্লার হুক্‌মে তাঁই
হইলো মহা পাপী হে।
আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

শয়তান হইলো মাইনষের বরি
আগে আগে তাঁই ব্যাড়ায় ঘুরি
মাইন্‌ষোকে খ্যায় তাঁই
আ পান তাবে করি হে ।।
আরে ও দেওয়ানো হে।
আরে মাধোব ।।

তার পাচে বনদোনা করি
নবীগ্‌নোক আল্লায় দিলেন ভেজি
গন্দোক খায়া আদোমের
দুনিয়াত্‌ বসোতি হেঁ।
আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

জেদ্দোয় কান্‌দে আদোম নুরী
আরফাত আইচলেন হাওয়া বিবি
কানদেঁ নবীজি
কাবা ঘরের আগে হে।
আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

তার পাচে বনদোনা করি
ব্যাটা ছাওয়া ব্যাটি ছাওয়া আশেকে ভরি,
এই জগোতোত্‌
ব্যাটা ছাওয়া হইলো মাতোয়ালা হে।

আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

আল্লাকে ভুলিয়া গ্যালো
শয়তানে আসিয়া দাগা দিলো
হ্যাকো ভাই রে
এই জগতের খ্যালা রে !

আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

আশেক হইলো জগোত জুড়ি
জসমত খা ফেরেবে পড়ি
আপোন আইজো
দিলেন ছারখার করি হে !

আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

এ্যাতো শো বন্‌দোনার কতা
ছাড়ান দিয়া যাই হেতা,
মোন দিয়া শোন সগলে
জসমত আজার কতা হে !

আরে ও দেওয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

পাগোল হইচে বুজিকেল আজা গো
সেইজন্নে এইস্থান বলে,
কি কইরবে আজার দেওয়ান গো
কয় বা আজার আগে ।
(আরে ওহে)

ছয় মাস সোমায় দেও বাশশা গো
এই হতোভাগার পরে,
তিসিন্নিয়া পাইম আজা গো
কইন্যা দিতে তোরে।
(হায় ওহে)

ছয় মাসের সোমায় নিয়া দেওয়ান গো
গ্যালো দুক্কিনেঁা মুল্লুকে,
জনমের মোতোন বিদ্যায় হইলো গো
না আইসপে আর ব্যাকুব বাশশার দ্যাশে
(হায় ওহে)

দিনে আইতে যায় দেওয়ান গো
হাটে ধেরে ধেরে,
হ্যান কালে দ্যাকে এ্যাক পাগোল গো
ঝুমিয়া ঝুমিয়া হাটে।
(হায় ওহে)

কাহিনী শুরু

এ্যাক দেবোসে জসমত আজা গো
বসিয়া দরবারে হে
দেওয়ানেরো আগোত্ বা কতা গো
ক্যাবোল নাইগচে বলিবারে।
(আরে ওহে)

শোন শোন পানের বা দেওয়ান গো
ও হায় রে মুই বলেঁা তোমারে,
বুড়া বয়সোত্ মোনে সাদ হইলো

দেওয়ান গো
বিয়া যে করিতে।
(আরে ওহে)

বুড়ির হাতের মিটা বা পান গো
দেওয়ান ভালোয় নাই যে নাগে,
যুব্বা যুব্বা নারী ক্যাবোল গো
দেওয়ান আনিয়া দ্যাহো মোরে
(আরে ওহে)

ডাইনে বামে শিতানে পাইতানে গো
দেওয়ান চারি কইন্যা নাগে,
সুজ্জের ধেরান জলে যেন কইন্যা গো
সদায় ঘিরিয়া আকে যেন মোরে।
(আরে ওহে)

য্যামোন ঘিরিয়া আকে তারায় গো
চাদ সুরুজের তরে,
সেই দ্যান করিয়া ঘিরিবে দেওয়ান গো
চারি কইন্যায় মোকে।
(আরে ওহে)

পাচ আজার ধন আচে দেওয়ান গো
দেওয়ান সপিয়া দিনু তোরে
যতো নাগে ততো দেও দেওয়ান গো
দেওয়ান সপিয়া দিনু তোরে।
(আরে ওহে)

এই কতা শুনিয়া আজার দেওয়ান গো
দেওয়ান ভাবে মোনে মোনে,

বুড়া বয়সে চেংড়ি কইন্যা গো
ও আল্লা কাঁইবেন দিবে মোকে।
(আরে ওহে)

পাচজোন আজার ধন দেওয়ান গো
পাগোলের গায়োতে,
ধনদো নাগি দেওয়ান গো
পাগোলোকে বলে।
(হায় ওহে)

হামার আজার থাকিয়া ধনোবান গো
ছ্যাকি তোমারো গায়োতে,
বুজিকেল কোন হইবেন আজা গো
পাগোল নাহি সাজে।
(হায় ওহে)

এই কতা শুনি পাগোল
আও বা নাহি কাড়ে,
ধরিয়া দেওয়ানের হাত
যায় বা ঘোর জংগোলে।
(হায় ওহে)

জংগোলোত্ যায়া পাগোল গো
বইসে গাচের তলে,
এ্যাকে এ্যাকে যতো দুকের কতা গো
নাইগ্‌চে কহিবারে।
(হায় ওহে)

মোর আজা পাগোল বটে গো
বুড়া বয়োস ধরে,
নাটি ধরিয়া হাটে বা আজা গো

সাতজোন ম্যায়া তার ঘরে।
(হায় ওহে)

আরো সাতজোন চায় সেই আজায় গো
বিয়া করিবারে,
পাচজোন আজার ধন নিয়া আনু মুই,
চেংড়ি বেটি ছাওয়া উটকাই বারে।[১]
(হায় ওহে)

এই কতা শুনিয়া দেওয়ান গো
হাসে মোনে মোনে,
যে কামোত্ বরে'ই চোঁ মুই
সেই কামোত্ এঁই ও পাগোল হইচে।
(হায় ওহে)

পাগোল কয় শোনেক দেওয়ান গো
হাসিস্ ক্যানে মোনে মোনে,
কিবা দুঃকোতে ব্যাড়াইস্ তুই
এই বেরবোন জংগোলে।
(হায় ওহে)

দুই জোনের এ্যাকে কাম
বসিয়া বুদ্দি করে,
কতো দিনে পামোঁ হামরা গো
এই এগারো জোন কইন্যাকে।
(হায় ওহে)

দিনে আইতে ব্যাড়ায় দুই পাগোল গো
খালি জংগোলে জংগোলে,

১. অল্প বয়সের মেয়ে খুঁজিতে।

এ্যাক জংগোল ছাড়িয়া গ্যালো গো
আর এ্যাক বেরবান জংগোলে !
(হায় ওহে)

কইন্থায় কয় শোন রে পাগোল
তোর বাড়ী কোন শওরে,
কিসের জন্নে কেন পাগোলের হালে
তুই ব্যাড়াইস জংগোলে জংগোলে।

চাতুরি করিয়া পাগোল গো
নাইগচে কহিবারে
বাড়ী ঘর নাই হামার গো
কনু যে তোমারে
কাঁইও আইকলে থাকো সেডেই
কওঁ বা তোমারে।
দুই পাগোলোক আকে কইন্থায় গো
খরোচ করিবারে,
কয়দিন বাদে এ্যাকদল কইন্থা আইলো
অতে ভরো করে।

বাও ভরে[২] আইলো অত গো
কইন্থারো সামোনে,
এ্যাগারো জোন হিসাবে কইন্থা গো
আসি বসিল এ্যাকাস্তরে,
পাগোলোক হুকুম গ্যায় কইন্থায় গো
সরপোত আনিবারে।
হাতাহাতি আনে সরপোত গো
কইন্থাগণের আগে,

২. বাতাসের সহিত আসিল।

সরপোত খায়া এ্যাক কইন্যায় কয়
পাগোলেরো আগে।

শোন রে পাগোল জাতি
মুই বলো তোমারে,
এ্যাতোর বড়ো হইচো পাগোল ওরে
বেটি ছাওয়া নাই তোর ঘরে,
ক্যামোন করিয়া করো বা বিয়া গো
পড়ায় কোন বা ছলে।

পাগোল কয় পানু কায়দা গো
ছাড়ায় যাবার নয়,
যা আচে কপালোত্ বিদি
তার পাচোত্ সেটা হয়।

হামারগুলার বিয়ার চলোন গো
কইন্যা কওঁ বা তোমার আগে,
কইন্যাক্ উটিয়া যাওয়া নাগে গো
অইনা বরের ঠ্যাশে।

পাত্তোরে পাকেয়া সরপোত্ গো
ঠ্যায় বা কইন্যার হাতে,
সেই সরপোত্ খায় যদিল কইন্যায় গো
বিয়া হইলো তার সাতে।
না খাইলে হইলে না বিয়া গো
কনু যে তোমারে।।

ও দারুণ বিদাতা হায় হায়,
এই আচিল কমবক্তার কপালে রে।।

ওরে ক্যানে আনু বিদি মুই
বেরবোন জংগোলে রে।
ও দারুণ বিদাতা হায় হায়।।

(হায়রে) পাগোলেরো ইতিনিতি
না পানু বুজিবারে,
সরপোত্ খানু পাগোলের
বিয়া হইলো তার সাথে।।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

এ্যাকজন নোঁয়ায় দুইজোন নোঁয়ায় রে
এ্যাগারোজোন কইন্যা সাতে, (ওহে)
সারপোত্ খিলিয়া এই পাগোলে মা
ফ্যালাইল মোক বেপোদে।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

ভাতার বুলিয়া যদিকেল মানিয়া না ন্যাওঁ
এই না পাগোলোকে,
তে হইলে কি জবাব দেইম মুই
ছেলেমান নবীর আগে।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

সগেগাত আচনু জনোনী
ন্যাবোগণের সাতে,
মাইনষের গোন্দ নাগিল মা
আমারো ও জুদে।

না পারোঁ আর যাবার জনোনী
ন্যাবোপুরের মাজে,
জলমের মোতোন বিন্যার হনু মা

তোমারো কাচ হাতে।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)
আগে মরোন পাচে মরোন মা
এ্যাকবার মরোন আচে,
এ্যাকবার বুজিয়া ছ্যাক্‌পু জনোনী
তোমার বেটিক ধরি নিচে দারুণ জমে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

কি কইরবে এ্যাগারোজোন কইন্যা
ভাবে মোনে রে মোনে, (ওহে)
স্বামী স্বামী বুলিয়া রে কইন্যা
ডাকায় বারে বারে!
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

ভাইরে আচিলো আজার দেওয়ান
বড়ই বুদ্দিমান,
এ্যাকেবারে এ্যাগারোজোন কইন্যার
আচোলোত্‌ গেরোস্তান।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

হাত ধরিয়া টানে কইন্যা রে
দেওয়ানেরো তরে,
ধেরে ধেরে হাটিয়া দেওয়ান
যায় বা অতের পরে!
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

কান্দি কানদি দ্যাকো কইন্যা
বিদ্যায় হয়া গ্যালো,
আগ পাচ করি এ্যাগারোজোন কইন্যা

যাবার যে নাগিলো।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)
এ্যাক্কেবারে এ্যাগ'রো'জোন কইন্যা
বিদ্যায় হয়া গ্যালো (ওহে)
(হায় রে) জলমের মোতোন পাহাড় পুরী
আঁদেশ্যা হয়া গ্যালো।[১]
(হায় হায় হায় ওহে)

বাওভরে দউড়ায় অত
বেলোম নাই যে করে, (ওহে)
ওরে আতোদিনে গ্যালো অত
তায়েপ শওরে।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

তায়েপ শাওরোত আচিল ভাইরে
শাহা এম্রান নাম,
তার ঘরোত আছে কইন্যা এ্যাক
নামে সোনাভান,
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

সোনাভানো দাসীর সাতে
যায় ছরোবরে
অত হাতে দুই দেওয়ানে
পাইলো দ্যাকিবারে।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

পাগোলে পাগোলে ড্যাকো
কওয়া বোলা করে,

১. অন্ধকার হইল।

এ্যাগারোজোন কইন্যা দেওয়া নাইবারে
থ্যাকোরে দুই আজারো তরে।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

হামরা দুইজোন পাগোলের হালে
এ্যাত্ দুক্ষো রে পানু
দুইজোন মিলিয়া এ্যাকজোন কইন্যা
ভাগোতে না পানু।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

শোনেক ভাই হাটো রে যাই
হরোবরোর ঘাটে,
পানিত নামিয়া থ্যাকো দুই কইন্যা
নাইগচে হাসিবারে।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

অত্তের চালোকোক্ হুকুম করে
অত নামাইবারে,
হুকুম পায়া থ্যাকো নামাইল অত
অই যে জংগোলের মাজার।
(হায় হায় হায় ওহে)

ওরে চুপ করিয়া দুই পাগোলে
যাবার যে নাগিলো,
ওরে কইন্যার পাচোত্ যায়া
ওপোনীত হইলো
(হায় হায় হায় ওহে)

ক্যানে ছিটাইস জল হে মাগী
তুই ক্যানে ছিটাইস জল,

কায়দা মোত্ নাগাইল পইচোঁ
তলে। পাকে চলাইম কল।
মাগি তুই ক্যানে ছিটাইস জল॥

সুবুদ্ধি আটিলো পাগোলের
কুবুদ্ধি ধরিলো,
জংগোলের আউটালাতে কইন্যাক
ছাড়িয়ায় আসিলো।
(হায় হায় হায় ওহে)

চমকিয়া ওটে কইন্যা
এই গ্যানেঁা শুনিয়া
জলোতে নামিল কইন্যা
ওলোঙ্গ হইয়া।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

শরমোতে উটপার না পায়া কইন্যা
গালা পানিত গ্যালো
পারি বোগলোতে যায়া পাগোল
ভিড়িয়ায় বসিলো।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

আটিলো পউষ মাস তকোন
জাড়োতে গাও কাপে,
থাইকপ্যার না পারে কইন্যা
গালা পানির পরে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

উটপ্যার না পারে তার
শরোম হইলো রে ভারী

জোড় হাতে পাগোলের কাচে
কয় বা বেনয় করি।
(হায় হায় দারুণ বিধি আরে হে)

শোনেক রে বিদেইশা নাগোর
ভয় নাই তোর অন্তোরে,
বুজিস নাকি বেটি ছাওয়া জাতি
এ্যাকেলায় গাও গোচোল করে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

কতো ভাবে ভয় দ্যাকায়
পাগোলেরো আগে,
চউক ইশারা করিয়া পাগোল
খালি মুচকি মুচকি হাসে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

কি আর করে সোনাভান
ভাবে মোনে মোনে,
কমোর পানিত আসিয়া রে কইন্যা
কতো কতো বলে।
(হায় হায় দারণ বিদি আরে হে)

পাগোলে কয় শোন কইন্যা
না বোজো চাতুরি,
চুলের খোপা ধরি নিয়া যাইম তোক
মোর বা নিজো বাড়ী।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

হাটুয়া পানিত যদিকেল কইন্যা
পারিস আসিবার,

তিসিম্নিয়া[৪] শোনেক কইন্ত্যা মুই
ছাড়িম নদীর পাড়।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে।

ওরে কি কইরবে সতি কইন্ত্যা
ভাবে মোনে মোনে,
দ্যাকো সকি এই পাগোলে
ফ্যালাইলো বেপোদে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

শরোম ছাড়িয়া কইন্ত্যা
হাটু পানিত্ আইলো.
হ্যান সোমে ভো ভো শব্দ
শুনিব্যারে পাইলো।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে,

মাতা তুলিয়া দ্যাকে পাগোলে
আসমান মুকে চাহিয়া,
অতে ভর করিয়া কইন্যা
গ্যালো রে চলিয়া।
(ও হায় রে গ্যালো রে চলিয়া হায় ওহে,

হায় হায় করি দেন পাগোল
উটিলো কানদিয়া,
কি কল্লে দারুণ বিদিরে
হামরা দুইজোন অভাগিয়া।
(ও হায়রে দুইজোন অভাগিয়া হায় ওহে)

ওরে নদীর পাড় ছাড়িয়া পাগোল
দউড়ায় দক্কিণ মুকে,

৪. তবেত।

অত হাতে কইন্যা গুলায়
পাইলো দ্যাকিবারে ।
(অই আহা রে)

কইন্যার ঘরেক কয় ডাকেয়া
শোন রে ব্যাহায়া,
যদিকেল হামাক চাইস রে পাগোল
তে হইলে যাইস পরীস্তান বুলিয়া
(অই আহা রে)

পরীস্তানোত্ থাকি হামরা
কইন্যা এ্যাগারো জোন,
সেই জাগাতে গেইলে পাবু
শোনেক রে অদোম ।
(অই আহা রে)

অতের পাচে পাচে দুই পাগোল দউড়ায়
মুক ওপোর করিয়া
দেইক্তে দেইকতে গ্যালো সেই অত
বাতাসোত্ মিশিয়া,
(অই আহা রে)

কি কইরবে আজার দেওয়ান
ভাবে মোনে রে মোনে,
দুই পাগোলে যুক্তি করে
এ্যাকাস্তর বসিয়া সংগোলে ।
(অই আহা রে)

এ্যাকে হইলো ভেযোম দুরান্তর
তাতে হইলো নদীনালা,
ক্যামোন করি যামো ভাই

বসিয়া ভাবেক এ্যালা।
(অই আহা রে)

(বাওয়া) দুইজোনে খ্যাকো ভাইরে
বুদ্দি করিয়ায় নিলো,
যেটেই আচিল চাইরজোন কইন্যা
সেই জাগায় ভুলিয়ায় গ্যালো।
(অই আহা রে)

(ও হায় রে) হাতোত্ মালা গলাত্ পইতা
বামোনো সাজিলো,
সাইজতে সাইজতে দোনজোন
বেষোম পাগোল হইলো।
(অই আহা রে)

খাউড় বাউড় করিয়া দুই পাগোল
যায় রে হাটিয়া,
বেটিছাওয়ার শোকোতে পাগোল,
ব্যাড়ায় রে কান্দিয়া।
(অই আহা রে)

এ্যাকে হইলো বেটিছাওয়া জাতি
তামার মোন হইলো পাষাণ,
হাসি হাসি প্রেম করিয়া
শ্যাষোতে কান্দান।
(অই আহা রে)

বেটিছাওয়ার জাতীর অলপো বুদ্দি
মোন নোঁয়ায় রে ঠিক,
যকোন যে ব্যাটা ছাওয়ার হাতোত্ পড়ে

তারে হয় সঠিক।
(অই আহা রে)

কি যেন মোহোনী জানে নারী
ময়াতে ভোলায়,
সুযোগ পাইলে বেটিছাওয়া ভাইরে
ব্যাটা ছাওয়ার গলাত্ ফাসি স্থায়।
(অই আহা রে)

এ্যাকেতো বেটি ছাওয়া জাতি
কতয় মহোনী জানে,
মিটা কতায় ভোলায় পুরুষোক,
মোনের খবোর তাঁই না জানে।
(ও হায় রে মোনের খবোর তাই না জানে ওহে)

ভেতোরোত তার কুটবুদ্দি
মুকোত্ মদুর হাসি,
কায়দা পাইলে সাগারোত ভাসায়
এই তো বেটি ছাওয়া জাতি।
(ও হায় রে এই তো বেটিছাওয়া জাতি ওহে)

আর এ্যাকজোন পাগোলে কয়
কতা কোনারে ঠিক,
যে আজায় হামাক দিয়া পটাইল
তার কি উচিত।
(ও হায় রে তার কি উচিত হায় ওহে)

ঠিক ঠিক বইলাচো ভাই রে
কতা মোন্দ নয়,
এই ফাসি জসমত আজার

গালাত্ দিলে হয়।
(ও হায় রে গালাত্ দিলে হায় হায় ওহে)

পোরতোম পাগোলে কয়
শোন দিয়া মোন,
গাচতলোত্ শুতিয়া ভাইরে
আরাম নেই এ্যাকোন।
(ও হায়রে আরাম নেই এ্যাকোন হায় ওহে)

গাচ তলোত্ শুতিয়া এ্যাক পাগোল
আর এ্যাক পাগোলোক কয়,
কতা শুনিয়া সেই না পাগোলে
এ্যাক গানো কয়।
(হায় ওহে)

আগোত জাইন্‌লে[৫] বইরেগী হয়
আর কোন শালা ?
দুষ্টা আজার কতা শুনি
শুতিয়া থাকি গাচতলা।
আগোত্ জাইন্‌লে বইরেগী হয়
আর কোন শালা ?

দুষ্টা আজার দুষ্টা মতি
সেইদ্যান হইলো নারী জাতি,
মাউগ ছাড়িয়া দ্যাকো ভাইরে
কান্দি বসি এ্যালা গাচতলা।
আগোত্ জাইন্‌লে বইরেগী হয়
আর কোন শালা ?

---

৫. পূর্বে জানিলে।

হাটে আজায় নাটি ধরি
তাত্তো শালায় চায় যোবোতি নারী
এই নারী গেইলে বাড়ীত
উকড়্ইবে শালার পাকা দাড়ী
কনু হয় মুই কান্দেক এ্যালা।
আগোত জাইন্‌লে বইরেগী হয়
আর কোন শালা?

হাটেক ভাই ভাই যাই চলি
গাচ তলোত্ আর না কান্দি
কন্‌টই গ্যালো কইন্যাগণ
উটকা উটকি^৬ করি যায়া এ্যালা।
আগোত্ জাইন্‌লে বইরাগি হয়
আর কোন শালা?

দোহরা জোনে কয়

তোর কতা ভালো হয়,
তোর কতা শুননু মুই
মোর কতা শোনেক তুই,
গাচতলোত্ বসি দুইজোন কানদি এ্যালা।
আগোত্ জাইন্‌লে বইরাগি হয়
আর কোন শালা?

শোনেক ভাই কওঁ তোরে
মোর আজা তো হইলো বুড়া
সারাদিনে খায় পিশাগুরা,
নাটি ধরি হাটে এ্যালা

৬. খোঁজাখুঁজি

আগোত্ জাইন্‌লে বইরাগি হয়
আর কোন শালা ?

শালার আচে সাতজোন বিবি
তাতো চায় তাঁই সাতজোন নারী,
হাটেক, হাটেক ভাই হাটেক এ্যালা।

আগোত জাইনলে বইরাগি হয়
আর কোন শালা ?

দ্যাকি বেটি ছাওয়া গ্যালো কোতা ?
দেকলু আজার ক্যামোন মজা।

মোর আজার বুদ্দি ভারি
ঘরোত কতো আকে নারী,
তাতো শালা বেটি ছাওয়া বুলি
মোন হইচে তার উতালা।

আগোত জাইন্‌লে বইরাগি হয়
আর কোন শালা ?

ওরে দুই পাগোলে কানদিয়া কয়
হায় আল্লা হায় বিদি হায়,
এই কি করিলু বিদি
কমবকতার কপালে।

কি করিমোঁ কনটই যামোঁ
কন্‌টই গেইলে কইন্যার ঘরোক পামোঁ
কাইন্‌তে কাইন্‌তে যায় পাগোল
দক্কিনো মুল্লুকে — ও ॥

কতো দূরোত হাটিয়া গ্যালো
নদী এ্যাক ত্থাকিত্তে পাইলো,

সেইনা ঘাটোত্ পাচজোন কইন্যা
জলে জল খ্যালায় — ও ।।

ওরে এ্যাক পাগোলে কয় শোন ভাই
তুমি বসি থাকো হামি যাই,
হ্যাকোঁ যায়া তাইনা কইন্যায়
কিবা কতা কয় — ও ।।

ওরে গ্যালো পাগোল কইন্যার কাচে
কইন্যারা দেইকপ্যারে পাইলে,
ওরে জলোত্ ঝাপ দিয়া কইন্যা
ডুবিয়া যায় পাতালোত — ও ।।

দউড়িয়া দেওয়ান গ্যালো কাচে
এ্যাক কইন্যার আচোল ধরিয়া টানে,
কইন্যাক ভঁার ডুবি গ্যালো পাগোল
যবুনারো জলোত্ — ও ।।

পাতাল নগোরোত গ্যালো
চউক ম্যালিয়া দেইকপ্যার পাইলো,
আরো এ্যাকটা দুনিয়া হ্যাকে ফির
পাতালো নগোরে হে ।।

আর গান করা মুকের কতা
মানের কতা নয়,
হটাত্ বুদ্দি না কইরলে
গান করায় যাবার নয়।
তোরা বেশ বেশ বইলচে ভাইরে
কতা মোন্দ নয়,
তোরা বেশ বেশ ।।

আর পাতালো নগোরোত যায়া
থাকে নেরোক্কিয়া,
সোনালী অংয়ের দুনিয়া এ্যাক
আইকচে তইয়ারো করিয়া।
তোরা বেশ বেশ বইলচো ভাইরে
কতা মোন্দ নয়,
তোরা বেশ বেশ ।।

আর সোনারে তামান বাড়ীঘর
সোনার সিংগাসন,
গাচ গচালি জংগোল ঝাড়
সউগ সোনারে গটোন।
তোরা বেশ বেশ বইলচো ভাইরে
কতা মোন্দ নয়,
তোরা বেশ বেশ ।।

আর বাড়ী খ্যান সাজাইচে ভাইরে
অতি চমোত্‌কার,
গরীবো বুলিয়া নাই শওরে তাহার,
সোনায় উপায় বাইদ্‌তে শওর হাট বাজার।।
তোরা বেশ বেশ বইলাচো ভাইরে
কতা মোন্দ নয়,
তোরা বেশ বেশ ।।

খয়বর আজা করিয়া মজা
বাড়ীর কইরচে ঠাট,
বাড়ীর আগোত্‌ বসাইচে আজায়
সোনদোর এ্যাকটা হাট।
মশায় ভাবের কতা জোড়া গাতা

ভাবে বলি যাই,
মশায় ভাবের কতা ৷৷

সেই হাটোতে যায়া ভাই রে
স্থাকেনোঁ চাহিয়া,
বেটি ছাওয়া গুলায় দোকান করে
ব্যাটা ছাওয়ায় স্থায় কিনিয়া।
মশায় ভাবের কতা ৷৷

বেটি ছাওরারা হইচে নাপিত
মদ্দের মাতা ছাটে,
তাক স্থাকিয়া পাগোল ব্যাটা
খলখলেয়া হাসে।

মশায় ভাবের কতা ৷৷

আরে সাইরে সাইরে বচ্চে স্থাকো
বেটি ছাওয়ার দোকান,
ট্যাকা পইসা দিয়া বেটি ছাওয়াক
মদ্দে কিনিয়া স্থান।
মশাই ভাবের কতা ৷৷

সেই হাটোতে স্থাকো পাগোলের
ভোক নাগিয়া গ্যালো,
খাবার জন্নে পইসা নিয়া
বেটি ছাওয়ার আগোত্ গ্যালো।
মশাই ভাবের কতা ৷৷

পইসা দিলে না দেয় জিনিষ
এ্যামনি ভাকেয়া স্থায়,
জিনিষ নিলে কান ধরিয়া

তিনটা ডলা ছ্যায়।
মশাই ভাবের কতা ॥

সেত্তেই হাতে গ্যালো পাগোল
শওরেরো মাজে,
বেটি ছাওয়া জাতী চড়িয়া ভাই রে
গাচের ফল পাকোড় পাড়ে।
মশাই ভাবের কতা ॥

ব্যাটা ছাওয়া নেরবল ভাইরে
বুদ্দি নাইরে তারে,
বেটি ছাওয়াক দিচে গাচোত তুলিয়া
ব্যাটা ছাওয়া থাকে তলে।
মশাই ভাবের কতা ॥

আর উল্টা আইন্সের ভ্যালটা বিচার
কোনো দিনে নাই দ্যাকি,
আও ক'ইড়লে না কাড়ে আও
এ্যালো কি বেন করি ?
মশাই ভাবের কতা ॥

ব্যাবিচার আইজ্জো স্বদ্দায়
বিচো নাই রে তার,
যাঁই যায়া যর হাত ধরে
তাঁই সাতে যায় রে তার।
মশাই ভাবের কতা।

সাওস করিয়া পাগোল
বাজারোতে যায়া,

৬. পুরুষ দুর্বল

সোনদোর দুইজোন বেটি ছাওয়ার হাত
ধরিলো খিচিয়া ;
মশাই ভাবের কতা ॥

বেটি ছাওয়া দুই জোনে নিয়া গ্যালো
মহোলেরো পরে
সোনার খাট উপার পালং
ঝলমল ঝলমল করে।
মশাই ভাবের কতা ॥

সেই আইতে আইলো পাগোল
দুই কইন্যার মহোলে
আইত্ দোপোরে দুই কইন্যায় তাক
টানাটানি করে।
মশাই ভাবের কতা ॥

বাজিলো বেযোম কাজিয়া
সতীনেরো মোত,
দুই হাতে ধরিয়া টানে দুই জোন
পাগোল হইলো হতো।
মশাই ভাবের কতা ॥

যতই কানদে ততই টানে
পাগোল হইলো হুতাশন,
কাবরেয়া কত নোক[৭]
জমোঁ করিয়ায় ন্যান।
মশাই ভাবের কতা ॥

কি হইলো কি হইলো বুলি
পুচ যে করে তারে,

৭. চীৎকার করিয়া কত লোক জমা করেন।

ধরিলো দুই জোনের হাত
বিদেইশা নাগোরে।
মশাই ভাবের কতা ।।

তোরা শোনো সগলে পুন্নভাবে
গোল কইরোনা ভাই,
অদিনের এই বিচারটা
দশের আগোত্ চাই।
তোরা শোন সগলে ।।

বিচের করিয়া দিলো
গেরামের দেওয়ানী,
দুই ভাগ করিয়া ইয়াক
মাজোতে নাও কাটি।
তোরা শোন সগলে ।।

কাটার কতা শুনিয়া পাগোল
কান্দে জারে জারে,
আহারে দারুণ বিদি
মোর কি হইলো কপালে।
তোরা শোন সগলে ।।

আদা আইত্ করিয়া ভাইরে
আইত্ কাটেয়া দিলো,
বিয়ানা উটিয়া তারে কবার যে নাগিলো।
তোরা শোন সগলে ।।

ঘাড় ধরিয়া ধাক্কা মারে
ব্যাহায়া বুলিয়া,
ফির বাজারোত গ্যালো বেটি ছাওয়া

ব্যাটা ছাওয়ার নাগিরা।
তোরা শোন সগলে ॥

দুক্কো পায়া পাগোলে ভাইরে
ভাবে মোনে মোনে,
ব্যাবিচার আইস্কোতে ভাইরে
থাকিবো ক্যামোনে ?
তোরা শোন সগলে ॥

বাজারোতে যায়া সিদিন তাঁই
ধরে এ্যাক বুড়ির হাত,
আসিলো ছাকো ভাইরে
সেই বুড়িরো সাত।
তোরা শোন সগলে ॥

বুড়ির হাত ধরিয়া ভাইরে
কানদিতে নাগিলো,
কাদোন ছাকিয়া বুড়ির
মোনোত দয়া হইলো।
তোরা শোন সগলে ॥

হাত ধরিয়া নিয়া গ্যালো
বাড়ীরো যে পরে,
দোপোর আইতে বসিয়া বুড়ি
গোপন কতা বলে।
তোরা শোন সগলে ॥

শোনরে বিদেশী নাগোর
কতা কওঁ ভাংগিয়া,
খয়বর আজার মুল্লুকের কতা

শোন মোন দিয়া।
তোরা শোন সগলে ॥

খয়বর নামোতে আজা
কইন্সা পাচো জোন,
অবিয়াস্তা[৮] আচে কইন্সা
শোন দিয়া মোন,
তোরা শোন সগলে ॥

ওরে পাচ কইন্সার নেকোটে ভাইরে
পাচটা জিনিস আচে,
পাচফুল নামোতে মহোর
পাতালো নাগোরে।
তোরা শোন সগলে ॥

সেই মহোর তোকে আও
যা তুই ভাগিয়া,
মহোর উটকাইতে কইন্সা
যাইবে চলিয়া।
তোরা শোন সগলে ॥

পাচজোন কইন্সা যাইবে
দাসী তিনোঁ জোন,
ওপোনীত হইবে যকোন
তোর মুকোর আগে।
তোরা শোন সগলে ॥

বাওঁপাকে খাড়া হয়া
চুলের মুটিয়া ধরিস তারে,

৮. অবিবাহিত

পাবু যে আট জোনে কইন্যা
না আইস্‌পে তাঁই ঘুরে।
তোরা শোন সগলে ॥

সেই মহোর নিয়া পাগোল
বিন্থায় ভালা হইলো,
আসিয়া নদীর বাতাত্‌
বসিয়ায় যে অইলো।
তোরা শোন সগলে ॥

এই না ভাবে কতো দিনোঁ
গতো হয়া যায়
ত্থাকোনা তামেশা পয়দা
করিলো খোদায়।
তোরা শোন সগলে ॥

আচিলো পাচজোন কইন্যা
দাসী তিনোঁ জোন,
মোনে মোনে ভাবে তামরা
কি করে এ্যাখোন।
তোরা শোন সগলে ॥

পাচো কইন্যায় ডাকিয়া কতো
তিনোজোন দাসীক কয়
হাটো হাটো যাই দাসী
হাটো নিরালায়।
তোরা শোন সগলে ॥

নিরালায় বসিয়া হামরা
কইরমোঁ সুকের গান,

বইসে যায়া পাচো কইন্যা
দাসী যায়া পাচোত্‌ খাড়া হন।
তোরা শোন সগলে ।।

চামোর হাতে হাওয়া করে
কইন্যায় হুকুম করে,
কনটই আইক্‌চেন অইনা মহোর
আনি দেও হামারে।
তোরা শোন সগলে ।।

সেই মহোর নিয়া থেইমো থ্যালা
হামরা পাচো জোনে ভাই,
ওরে উটকি ত্থাকে পাচো দাসী
মহোরের কউটা নাই।
তোরা শোন সগলে ।।

খবোর দিলো যেটেই আচিল
কইন্যা পাচোজোন,
তোমার মহোর হইচে চুরি
শোন দিয়া মোন।
তোরা শোন সগলে ।।

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
কানদে জারে জারে,
কি দুকে ফ্যালাইলেন বিদি
মহোর কেটা নিলে,
মহোরের ভেতরোত পুরো যৈবোন
আচে তো আমারে।
তোরা শোন সগলে ।।

বাপো মাও হইচে বরি
বিয়া না দেয় মোরে,
মহোরের ভেতরোত বনদুর ছবি
বসিয়া থাকি যে নেরোলে।
তোরা শোন সগলে ।।

ওরে না পায়া পাগোল হয়া
কইন্যা পাচোজোন,
দরিয়ার পাড়োত যায়া
করে নেরোক্ষণ।

হ্যান সোমে চায়া থাকে
ওপোরোত ব্যাটা ছাওয়া এ্যাকজোন,
মদুর সুরে বাজায় বাশী
দ্যাকিতে সোনদোর।
তোরা শোন সগলে ।।

কইন্যা দ্যাকি আজার পাগোল
মহোরের নামোঁ নিয়া
বাশীর সুরে করে পান
ডাকায় নাম ধরিয়া।

ওপারোতে ওহে কইন্যা
ক্যানে থাকো চায়া
তোমার জেবনের মহোর
হামি আলচি নিয়া।

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
খালি করে হায় রে হায়,
হায় হায় করিয়া কইন্যা
এনা গানোঁ কয়।

কঁাই বা তুমি বাজাও বাশী
বসিয়া কিনারে,
মহোরের নামেঁা নিয়া বাজাও
না পারেঁা বুজিতে।

এ্যামোন সুরে বাজাও বাশী
বুজব্যারে না পারি,
আর না বাজাইও বাশী
নদীর ঘাটোত বসি।

নিজের বাশী নিজে বাজাই
তোমার ক্ষতি কি ?
ও আজার বেটি
তোমার ক্ষতি কি ?

ও পার হাতে এ পারেত আইসো
মহোর পাইবে ঘুরি।
তোমার ক্ষতি কি ?

এ্যালা মিনিয়া[১] ইগলা কতা
অইলো ভালে ভালে,
পাচ কইন্যার দুই চাইর কতা
শুনিয়া ন্যাও সক্কলে।

কি কইরবে পাচো কইন্যা
পাগলীর নাহান হইয়া,
মহোরের নোবে কইন্যা
চলিলো দউড়িয়া।

(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

১. এখন মাত্র

সতার দিয়া আইসে কইন্যা
দরিয়ারো পাড়ে,
তাকে স্থাকি পাগোল ব্যাটা
নাইগচে হাসিবারে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

আগ বাড়েয়া পাচজোন কইন্যাক
কিনারোত তুলিয়ায় নিলো,
কাপোড় চিপিয়া কইন্যা
চাপিয়ায় বসিলো।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

হাসি মুকে সতি কইন্যা
কব'র যে নাগিলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

আরে শোনরে বিদেশী নাগোর
মুই বলোঁ তোমারে,
কিসের জন্নে মোর মহোর
চুরি করি আনিলে।

হাতাহাতি দেও মহোর
যদিকেল ভাল চাও,
মহোর না দিলে পাগোল
সাপোতে মারা যাও।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

ওরে এই কতো শুনিয়া পাগোল
বলিতে নাগিলো,
শোনরে ব্যাহেয়া কইন্যা

মুই বলে"া তোমারে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

স্যাশোত্ আসিয়া চোর বইস
ভয় নাই তোর অনৃতোরে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

ওরে পাগোল পাগোল কইস্ না কইন্যা
পাগোল নে"াযাও মুই
এ্যাক পাগোল তোর স্যাশের বুড়ি
আর এক পাগল তুই।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

পাগোল পাগোল তিন পাগোল
পাগোলের কাচারি,
চুলের খোপা ধরিয়া কইন্যা
নিয়া যাইম তোক বাড়ী।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
কাপে থরে থরে,
আহারে দুক্কের কপাল মোর
দুক্কোতে কপাল যাইবে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

(হায়রে) কি কইরবে পাচো কইন্যা
আজি হয়া রে গ্যালো,
পাগোলের স্যাশোত্ যাইতে
আজি হয়া রে গ্যালো।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

পাগোল শ্মাশোত্ যাবার বুলি
সাজিয়ায় তেইয়ার হইলে
হ্যানকালে দ্যাকো ভাইরে
দোষরা পাগোল।
    (হায় রে হায়)
ওপোনীত হইলো ভাইরে
শোন দিয়া মোন।
    (অই আহা রে)
ওরে দউড়াইতে দউড়াইতে পাগোল
ওপোনীত হইলো।
    (অই আহা রে)
গাওয়ের যায়োতে পাগোল
কাইপপ্যারে নাগিলো।
    (অই আহা রে)
আর নবাই চণ্ডি পাগোলের ফন্দি
পাগোল বড় জাহির
পাগোল থাকে বসি ভাইরে
কইস্থায় পশ্শো ঘির।
ঘির খাইনোঁ নাটুয়া গাসে[১০] ।।
খিয় খাইনোঁ, খিরিশা খাইনোঁ
খাইনোঁ পান শুপারী
তার সাতে খাইনো ভাইরে
তিন স্মার গুয়ামরী।
    মুকের বাসনা হইলো ।।

১০. বড়গ্রামে।

মুকের বাসনা হইলো
হাট ভিরিলো
ঘুরচে গলি গলি,
আর কতেকদূর যায়া ভ্যাকে
ঢোল বাজায় মালী।
ব্যাটার ভয় হইলো।।

ব্যাটার ভয় হইলো দউড় দিলো
নদীর পাড়ে পাড়ে,
অন্দেক ঘাটাত্ ১১ যায়া ব্যাটা
নামে নদীর ঘাটে।
ব্যাটায় পানি খাইবে।।

ব্যাটায় পানি খাইবে মুক নামাইবে
দুই চউল পাতিয়া,
এ্যাক চুমাতে শুকিয়া দিলো
তিস্তা দরিয়া।
ব্যাটা বলোদ হইলো।।

ব্যাটা বলোদ হইলো ওপরোত উটলো
হাইটপ্যার না পারে,
ধেরে ধেরে উটিয়া যায়
অই পাগোলের কাছে।
দুইজোন এ্যাকাস্তর হইলো।।

(হায়রে) তবে ভ্যাকো দুই পাগোলে
কোন ময়া ছান্দিলো.
দুইজোন পাগোলে ভাইরে

১১. অর্দ্ধেক রাস্তায়

কবায় যে নাগিলো।
(হায় হায় হায় ওহে)

ছাড়িয়া না গেলু ভাইরে
নিদয়া হইয়া
আট কইন্যার ভাগ দে ভাইরে
বিচারো করিয়া।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

সুবুদ্দি আচিলো পাগোলের
কুবুদ্দি ধরিলো,
আটজোন কইন্যার ত্যাকো ভাইরে
সোমান ভাগ করিলো।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

ওরে যকোন হইলো ভাগ
কইন্যা আটো জোন,
গোস্বাতে জ্বলিলো সগলে
আগুন য্যামোন।

(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

ওরে কইন্যায় কয় শোন পাগোল
শোন মোন দিয়া,
পাহাড়োতে যায়া সগলে
আরাম করি শুতিয়া।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

পাহাড়োতে নিয়া গ্যালো
কইন্যা আটোজোন,

তার পাচে কিবেন হইলো
শোন দিয়া মোন।
(ও, ওহে)

ওরে কইন্যা পাচজোনে থ্যাকো
আতোসি মোনতোর জানে,
মানুষ হয়া উড়বার পায় তামরা
শোন দিয়া মোন।

(ও, ওহে)

ওরে সেই জংলোতে আচিল এ্যাক
ছামদুন দেও নাম,
চাইরটা মাতা আটটা চউক
শোন দিয়া মোন।
(ও, ওহে)

(ভাইরে) কইন্যা থ্যাকি ছামদুন দেও
ভাবে মোনে মোনে,
(অই আহা রে)

আশেক হইলো দানোব
কইন্যারো ওপোরে।
(হায় রে হায়)

উটিয়ায় চলিলো রে দানোব
কইন্যার পাচে পাচে।
(হায় রে হায়)

ধেরে ধেরে যায় ভাইরে
কইন্যা আটোজোন,
হাজুর হইলো থ্যাকো ভাইরে

যেটেই পাগোল দুইজোন।
(অই আহা রে)

সকিলো হাটিয়া যাইতে
উমুর ঝুমুর বাজে,
গলার মালা কানের দুল
পাওয়োত খাড়ুয়া দিয়া,
তালে তালে হাটিয়া যায়
বাজে উমুর ঝুমুর করিয়া।
(অই আহা রে)

বুকের কাপড়া ফ্যালে দিয়া
ওলোংগিনী ভ্যাস।
ঘুরি ঘুরি ত্যাকায় কইন্যা
দানোবেরো তরে।
(অই আহা রে)

পাগোল হইলো দানোব
কইন্যার ঘরে কোমলা বুক ত্যাকিয়া,
এ্যাক্কেবারে হুসঘুস দানোবে
গ্যালো রে ভুলিয়া।
(অই আহা রে)

ওপোনীত হইলো যকোন
দানোবেরো আগে,
কইন্যায় ডাকেয়া কতা
পাগোলোকে বলে।
(অই আহা রে)

ত্যাকো রে পাগোল ক্যানে
থাকেন বসিয়া,

হামাক বুজিকেল নিয়া যায়
দানোবে কাড়িয়া ।
(অই আহা রে)

হামরা হইনোঁ আতোশি জাইত
তাতে বেটি ছাওয়া জাতি
মানুষ হয়া দেওয়ের জ্বালা
সবারে না পারি ।
(অই আহা রে)

ঘুরিয়া থ্যাকিলো হায় রে
পাগোল দোনজোন,
ভুরকুত করিয়া উড়িয়া গ্যালো
কইন্যা আটোজোন ।
(হায় হায় দারুণ বিদ্দি আরে হে)

পাগোলের কাচোত দানোব
ওগোনীত হইলো,
দল দল করি থ্যাকো পাগোল
কাইপ্যারে নাগিলো
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

আউগাও আউগাও কইন্যা
কাম বাজি গেইচে,
বোনের দানোবে হামাক
ধইরবার আইলচে,
তোক কি করিম কইন্যা
বাচাও মোকে ।
আউগাও আউগাও কইন্যা
কাম বাজি গেইচে ।।

আউগাও আঁউগাও কইন্যা
ছ্যাকেক আগে,
নগোদ বুজিকেল মোক দানোবে ধরে
এ্যাক্কেবারে খাইবে দানোবে চাবে চুবে,
দয়া করি তুলিনে মোক
তোমার কোলে।
আউগাও আউগাও কইন্যা
কাম বাজি গেইচে।।

আউগাও আউগাও কইন্যা
না শুনিস ক্যানে,
প্যাচ হাতে আসিয়া খাড়া হও আগে,
ছ্যাকিয়া তোর কইন্যার ছবি যাইবে ঘুরে।
এ্যালা তোক নিয়া যাইম মুই
নিজের দেশে।
আউলাও আউলাও কইন্যা
কাম বাজি গেইচে।।

ছ্যাগ ছ্যাগিতে ছ্যাকো দানোব
আইসে কাচে,
দুই পাগ্‌লে কান্দিয়া কেবোল
গলা ধরে।
এইবার কইন্যার সাদ মোর মিটিয়া দিবে
ঘুরিয়া ছ্যাকে কইন্যা নাইরে কাচে,
টলিয়ায় পড়ে কইন্যা খ্যাহুস হালে।
আউগাও আউগাও কইন্যা
কাম বাজি গেইচে।।

যকোন পাগোল দুইজোন
টলিয়ায় পইলো,
এ্যাক্কেবারে মরার নাহান
পড়িয়ায় অইলো,
গ্যাকিয়া দানোব ভাইরে খুশী হইলো
গাওয়োত্ হাত দিয়া দানোব
দেইকপার পাইলো।
আউগাও আউগাও কইন্যা
কাম বাজি গেইচে ৷৷

মরিয়া গেইচে মানুষ
বুজরের পাড়িলো,
আপছোচ করিয়া দানোব ঘুরিয়া গ্যালো।

দানোব যদিকেল ভাইরে
ঘুরিয়া গ্যালো,
দুই পাগোল তকোন ভাইরে
দেইক্প্যার পাইলো।

কইন্যা কইন্যা বুলিয়া তকোন
উটিয়ায় বইস্লো,
আশপাশ গ্যাকিয়া পাগোল
ডাকপ্যার নাইগলো,
জবাব না পায়া পাগোল
কানদিয়ায় উটলো।

হায়রে কমবক্তার কপাল
নশিব নোঁয়ায় রে ভাল্,
ছাড়িয়া জংগোল কইন্যা
কনটই চলিয়া গ্যাল্?

না জানোঁ সেই আটজোন কইন্যা
কোন বা ঘাটায় যায়,
সেই ঘাটা এ্যালা ভাইরে
কাঁইবেন বাতেয়া ছ্যায়।

কান্দে ত্যাকো দুই পাগোল
ক্যাবোল জারে জারে,
বোগলোতে আছিল এ্যাক মুনি
পাইলো শুনিবারে।

আটারো বচ্চোর বসিয়া সেই মুনি
ত্যাকো তপো করে,
দ্যাকিয়া মাইনষের ছাওয়া
হা-হুতাশ তাঁই করে।

হায়রে দারুণ বিদি
কিবেন হইলো মোরে,
আটারো বচ্চোর বসিয়া মুই
এইনা জংগোলে!
মাইন্‌ষের ননদোন মুই
না পাওঁ দ্যাকিবারে।

যা আচে কপালোত মোর
হইবে এ্যাখোন,
বোনোত্‌ যায়া দ্যাকোঁ মুই,
কান্দে কাহার ননদোন।

এই বুলিয়া দ্যাকো মুনি
উটিয়া খাড়া হইলো,
এ্যাক দুই করিয়া মুনি
কাচোতে যে গ্যালো।

তপাত হাতে মাইনষের ছাওয়া
দেইকপ্যারে পাইলো,
আইসো আইসো বুলিয়া মুনি
ডাকপ্যারে নাইগ্‌লা।

এ্যাক দুই করিয়া মুনি
তিনোঁ ডাকো দিলো,
চাইর ডাকের কালে পাগোল
শুনব্যার পাইলো।

মাতা তুলি দ্যাকে পাগোল হায়রে
দেইকপার পাইলো,
যাদু যাদু বুলিয়া পাগোল
পাওয়োত্‌ পইলো।

হাত ধরিয়া মুনি তুলিয়া নিলো
কি হইলো কি হইলো বুলি পুচ করিলো,
কি হচিল কি না হচিল কতা খুলিয়া কইলো
হাত ধরিয়া মুনি তার বাসাত নিলো
এ্যামোন সোমে দানোব হাজুর হইলো ।।

জমের সোমান দানোব
করবা কাবরি করে,
তাহার ডাকে আসমান জমিন
পাহাড় পরবোত্‌ কাপে।

মুনি কয় হায়রে আল্লা
কি হইলো মোরে,
কার খোরাক আননু মুই
নিজ হাতে ধরে।

আর বুজিকেল দেইকপ্যার না পাওঁ
মোর বাপো মায়ে ?

পোরতোমে হুংকারে বনদো
মালেক পরোয়ার
তার পাচে হুংকারে বন্‌দো
অচুল পয়কমবর।
কমোর বানদিনু মুই
অচুলের নামেঁা নিয়া
যে জনে আনিলো খোরাক
সামোনোত্‌ থাকিয়া
এ্যাক্কেবারে বান্দিম তোক মুই
হ্যাজোতে করিয়া।

ওরে এইনা ভাবে দ্যাকো দানোব
সাজিয়ায় তইয়ার হইলো,
মার মার বুলিয়া দানোব
দউড়াইতে নাগিলো।

(খোদার জিবরিল কতোময়া জানেঁা ওহে)

আর ওপোনীত হইলো দানোব
মুনিরো সামোনে.
মুনি কয় হায় রে আল্লা
ঠেকিনু বেপোদে,
মানুষ হয়া মাইনষোক দেইম ক্যামনে
দারুণ জমের হাতে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানেঁা ওহে)
মুনি কয় হায়রে আল্লা
যা আচে কপালে,

নেশ্চয় ধরিয়া দানোব
মারিবো তাহারে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানেঁা ওহে)

যকনে অইনা মুনি
তকাব্বরি করে
আরোশে থাকিয়া আল্লা
পাইলো জানিবারে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানেঁা ওহে)

আল্লায় কয় শোনরে জিবরিল
না চিনিলু মোরে,
উচিত সাজা দেইম আইজ
দানোবেরো হাতে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানেঁা ওহে)

বিচমিল্লা বুলিয়া মুনি
হাতে বাড়েয়া দিলো,
নম্পদিয়া দানোব আসি
কমোর ধরিয়ায় নিলো।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানেঁা ওহে)

মহাব্যাগে দুইজোনে
নড়িতে নাগিলো,
সোমানে সোমান দোন
কেউ না হারিলো।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানেঁা ওহে)

পাহাড়ের পাতোর যতো
ধুলার আকার হইলো,
এইনা ভাবে সাতো দিন

গতা হয়া গ্যালো।
(খোদার জিবরিল কতোময়া জানোঁ ওহে)
আটদিন কার কালে দানোব
এ গজ্জোন করিলো,
কমোর ধরিয়া মুনির
শুন্নোত ফিকিয়ায় দিলো,
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)
দউড়াইতে নাগিলো মুনি
শুন্ন মুকো হয়া.
দ্যাকিয়া আল্লার জিবরিল
ধরিল হাত বাড়েয়া।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানো ওহে)
ফিকিয়া দিলো মুনিক
যকোনে দানোবে,
দুই পাগোলের হাত ধরি
কিড়মিড় কিড়মিড় করে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)
দাত কিড়মিড় করে দানোব
চউক নাল বরোন
এ্যালায় এমাকে হামি
করিমোঁ ভক্কোন।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)
দুই হাতে ধরিয়া দানোব
দুই জোনেরো তরে,
নাইচ্‌তে নাইচ্‌তে যাবার নাগিল
আপোনার মহোলো

তপাত হাতে মেহের চাদ কইন্যা
পাইলো দ্যাকিবারে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)

এ্যালা দ্যাকো ইগ্‌লা কতা
অইলো ভালে ভালে,
মেহের চাদ কইন্যার কতা
শুনিয়া ন্যাও সক্কলে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)

এ্যাকাব্বর নামোতে বাশ্‌শা
হরিপুর শওরে,
মেহের চাদ বুলিয়া কইন্যা
আচিলো তার ঘরে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)

এ্যাকদিন গেচিল কইন্যা
ফুল বাগিচার পরে,
ধরিয়া আনিলো তাকে
দানোব দুরজনে।
খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)

সেইদিন হাতে কানদে কইন্যা
দানোবের মহোলে,
কি কইরবে সতি কইন্যা
বুদ্দি যে করিয়া
বারো বচ্চোরকার জন্নে ডাকায়
ধরমো বাপ বুলিয়া।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)

বারো বচ্চোরে মোর গাত

হাত নাই যে দিবে,
তার পাচে মোনের আদ হাউস্
পূরা করি দেইম তোরে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)

এ্যাগারো বচ্চোর গতো হইচে
আরো দশো মাস,
দুই মাস খানেক বাকী আচে,
কইন্যার ওয়াদার হদ।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)

(হায়রে হায়) কইদ্‌ব্যার নাইগ্‌চে মেহের চাদ
দানোবেরো ঘরে,
দুই মাস গতো হইলে গো মোর বিদাতা
জাতি যাইবে দানোবের হাতে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)

(হায়রে হায়) টুলাটুলা হয়া কইন্যা
নাইগচে কান্দিবারে,
মানুষ করিয়া আল্লা গো ও মোর আল্লা
তুলিয়া দিলেন দানোবের হাতে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)

এ্যাকে তো হনু মুই
কইন্যা আলা ভোলা,
ক্যামোনে সহিব মুই ও মোর বিদাতা
দানোবেরো জ্বালা গো।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানোঁ ওহে)

ওরে এইনা ভাবে ছ্যাকো কইন্যা
নাইগচেন কান দিবারে,

চউক ম্যালিয়া মোর সত্তি কইন্যা গো
পাইলো থ্যাকিবারে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানো ওহে)

দুই জোন মানুষ নিয়া দানোব
নাচিতে নাচিতে,
ওপোনীত হইলো আসি ক্যাবোল
কইন্যারো সামোনে।
(খোদার জিবরিল কতো ময়া জানেঁা ওহে)

মেহের মেহের বুলিয়া দানোব
নাইগচে ডাকাইবারে,
শোন কইন্যা মেহের চাদ
মুই বলেঁা তোমারে।
(খোদার জিবরিল কত্রো ময়া জানেঁা ওহে)

দিনে আইতে কানদিস কইন্যা
মাইনষোক না থ্যাকি,
আনিয়া দিনু সেই মানুষ
থ্যাকিয়া হওরে খুশি।
(খোদার জিবরিল কতে ময়া জানেঁা ওহে)

(হায়রে হায়) মানুষ থ্যাকিয়া কইন্যার
কিছু খুশি হইলো,
দানোবের কতা মোনে করি কইন্যা
কানদিতে নাগিলো।
(দারুণ বিদাতা এই আচিল রে)
(হায় রে হায় · হ্যান সোমে থ্যাকে কইন্যা
নজোর করিয়া

আইসপ্যার নাইগচে এ্যাক মুনি গো
ও মোর আল্লা পাইলো স্তাকিবারে।
(দারুণ বিদাতা এই আচিল রে)

ওরে তপাত হাতে কয় মুনি
শোনেক রে দানোব,
কনটই আকলু মোর
সাতেরো মানুষ।[১৩]
(দারুণ বিদাতা এই আছিল রে)
ও মোর দিনোঁনাত্ ও মোর পরোয়ার
দিন গ্যালো মোর অবোল্লাক্ বুজাইতে গো।।

দিন গ্যালো দুনিয়ার কাজে
দোস্তক ডাকেয়া কয়
ষ্যামোন দিন গ্যালো দোস্ত
সেদান হবার নয়।

'অবুজক বুজোমোঁ কতো
বুজ নাইরে মানে,
ঢেকিকে বুজামো কতো
সদায় বারা মানে।

ছংকারো ছাড়িয়া দানোব
নাইগ্চে বলিবারে,
শোনেক রে নাদান মানুষ
ভয় নাই অনতোরে।
কোন সাওসে আলু ফির
জমেয়ো পুরিতে — ও।।
এই কতা শুনিয়া মুনি

১৩. আমার সাথের মানুষ কোথায় রাখিলে।

নাইগ্চে বলিবারে,
আহারে অদোম দানোব
না চিনিলু মোরে,
মুই নইড়ব্যার আনু
এলাহীরো নামে।

আরোশ হাতে থাকো আল্লায়
হুকুম ভালো দিলো,
গদ্দান কাটিয়া তিনো
উদ্ধের করিয়া নেমো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

এই কতা শুনিয়া দানোব
গজ্জিয়ায় উটিলো,
বিচমিল্লা বুলিয়া মুনি
হাতে ছোরা নিলো।
আল্লা নবীর নাম নিয়া
জোরেতে মারিলো,
ওরে কাটিয়া দানোবের মাতা
তপাতোত্ যায়া পাইলো রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

ভাইরে, শোন সবে পুন্নভাবে
গোল কইরোনা ভাই,
নোবষ্টি করি বেটি ছাওয়া জাতিক
তইয়ার কইরচে শাঁই।
থাকিলে বেটি ছাওয়া জাতি
নোব যায় সবারে

১৪. খোদা মেয়েলোককে লোভী করিয়া তৈয়ার করিয়াছে।

মুনি ইষি দরবেশ কতো
বেটি ছাওয়ার কতায় ভোলে রে!
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

বারো বচ্চোর আচিল মুনি
জংগোলোত বসিয়া
দরবেশি নিচে তাঁই
হাচেল করিয়া!
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

তাঁইও বুজিকেল ভুলি যায়
মেহের চাদেকে ছ্যাকিয়া।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

আচিলো মেহের চাদ কইন্যা
আগুন বরাবর,
যোবুতি হইচে কইন্যা
উপোতে করে ঝলমল রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

ডিগিতে য্যামোন ভাইরে
অকতো হোলা ভাসে,
সেইদ্‌রের মোতোন কইন্যা
ডগোমগো করে রে!
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

ড়তাহার উপোতে পাহা
নাইগচে জলিবারে,
ওরে ছ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি
মুনি ভাবে মোনে মোনে রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

ধেরে ধেরে গ্যালো মুনি
কইন্যারো সামোনে,
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

ভাকিয়া দুই পাগোল ক্যাবোল
কাড়াকাড়ি করে,
ধরিয়া কইন্যারো হাত
নাইগচে টানিবারে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

তা ভাকিয়া মুনি টানে ক্যাবোল
কইন্যার হাতো ধরিয়া!
যকনে মুনি কইন্যার
গাওয়োত্ হাতো দিলো,
আরোশে থাকিয়া আল্লা
ব্যাজার হয়া গ্যালো রে!
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

দুই পাগোলে ধরি ভাইরে
টানে এ্যাকো দিকে,
তা ভাকিয়া মনি ইষি
গোস্বায় জলিয়া গেইচে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

হাতে ছোরা নিয়া মুনি
এস্কোতে জলিয়া
পাগোলের মাতাত্ ছোরা মারে
জোরোতে খিচিয়া রে!
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

আল্লায় যাকে আকে ভাই রে
কাঁই মারিতে পারে,
মুনিরো চোটেতে পাগোলের
নোমো নাই যে কাটে রে !
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

মারামারি হুড়াহুড়ি
কমোর ধরিয়া
তামশা গ্যাকে মেহেরে
তপাতে বসিয়া রে।
(হায় হায় দারুণ বিদি আরে হে)

এ্যালা ইগলা সউগ কতা
অইলো ভালে ভালে,
মেহের চাদ কইন্যার কতা
শোন ভাই সক্কলে। (ওহে)

মোনে মোনে ভাবে কইন্যা
বসিয়া তপাতে,
আহা আল্লা মাবুদ মওলা
এই আচিল কপালে। (ওহে)

যা আচে কপালোত্ মোর
যাইবে গুজারিয়া,
ছাড়িয়া পাগোলের দল
যামোঁ পলাইয়া। (ওহে)

এই ভাবিয়া মেহের চাদ
উটিয়ায় খাড়া হইলো,
গ্যাকিয়া পাগোলের দিকি
ভাগিয়ায় চলিলো। (ওহে)

হাইটপ্যার না পারে মেহের
চলিলো দউড়িয়া, (ওহে)
কতোকদূরে যায় মেহের
এ্যাকদোমে হাটিয়া !
(আরে ওহে)
দিন গ্যালো আইত্ হইলো
ভাবে মোনে মোনে,
বসিয়া কাটাইম আইত্
বট পাইকোড়ের তলে ।
(আরে ওহে)
আল্লা নবী মোনে করি
বসিয়া যে অইলো,
এজমাল কুমারের কত্বা
মোনোত ইয়াদ হইলো ।
(আরে ওহে)
এজমাল নামোতে কুমার
কুপিয়ার শওরে,
শীকারোতে আইলো কুমার
শুন্নসেনা সাতে ।
আরে ওহে)
সইন্‌জা কালে এজমাল কুমার
তাম্বু যে টানিয়া,
আরাম করে শুন্নগণ
জংগোলোত্ শুতিয়া ।
(আরে ওহে)
আইত্ হইলো দিন গ্যালো
এজমালো কুমার,

ঘিরাও করিয়া নিলো
জংগোলের চারিধার।
(আরে ওহে)

এ্যাক্কেবারে শুন্নগণ
ঘিরাও করিয়া নিলো,
তীর গোলা বন্দুক কামান
বাজিতে নাগিলো।
(আরে ওহে)

হুম্ হুম্ দুম দুম বাজে
আরে বাজে কাশি,
কইন্যায় কয় হায় রে আল্লা
কাঁইবেন ঘিরিল আসি।
(আরে ওহে)

ইতি উতি চ্যাকে কইন্যা
নজোর করিয়া,
এজমালো কুমারের সইন্নো
আসিলো চলিয়া।
(আরে ওহে)

কারো নোঁয়ায় আপোন আল্লা
কারো নোঁয়ায় পর,
সগ্‌গইকে সোমান চ্যাকে
আল্লা করো সার।
(আরে ওহে)

হ্যানকালে এজমাল কুমার
নজোরে চ্যাকিলো,

চাদের সোমান কইন্যা
জ্বলিতে আচিলো।

জংগোল মাজারে এ্যাক
ফুলের বাগান আচিলো,
সেই বাগানোত্ আসিয়া কুমার
কাশি যে বাজাইলো।
(আরে ওহে)

কাঁই আসি বাজায় বাশি
বাগানোতে বসি,
তারে ছ্যাকা পাইলে সকি
যৈবোন কইরমোঁ দান।।

বহুদিন হাতে নাহি শুনি বাশী
কাঁই বাজায় বাশি জংগোলোতে আসি,
কি পান সকি হে, ছ্যাকি তারে উটকি।।

(হায়রে) তবে ছ্যাকো মেহের চাদো
ভাবে মোনে রে মোনে,
হাতির ওপরোত বসি আচে এজমাল
পাইলো দ্যাকিবারে!
(হায় হায় ওহে)

মেহেরে কয় ওগো আল্লা
মালেক পরোয়ার,
(হায় রে হায়)

তুমি ছাড়া নাই গো আল্লা
বেপোদের দোস্তদার।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

ওরে মানুষ পাইনু দ্যাকো
না ছাড়িমেঁা আর
যৈবোন সপিয়া দিয়া
ঘরোত্ যামেঁা তার।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

ওরে যাচিয়া মেহের চাদ
যৈবোন সপিয়া দিলো,
আইসো আইসো বুলিয়া রে এজমাল
হাতিত তুলিয়ায় নিলো।
(দারুণ বিদি এইনা আচিল রে)

শীকার ভংগো দিয়া এজমাল
দ্যাশোত্ চলিয়া গ্যালো,
মেহের চাদ কইন্যার উপোতে
দেওয়ানা যে হইলো।
(দারুণ বিদি এইনা আচিল রে)

আচিল আগের বউ
দ্যাকিতে নেরোস
সেই কইন্যার সাতে এজমাল
না হয় রে মেলোন।
(দারুণ বিদি এইনা আচিল রে)

ওরে তবে দ্যাকো সতি আবেয়া
গোস্বায় জ্বলিয়া গ্যালো,
শতিনো ঘরোত আসি মোর
কপাল ঘাটিয়া গ্যালো।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

খড়ি-পাতি গনে বামোন রে
ধিয়ান করিয়া,
কি ছাওয়া আচে গরবোত্
নিলো ধিয়ান করিয়া !
(আরে হায়)

শোন বাশ্শা এজমাল কুমার রে
মুই বলোঁ তোমারে,
যোবোরাজ নামোতে ছাওয়া আচে রে
উপ তার চাদো বরাবরে।
(আরে হায়)

এ্যাকশো দশ বচ্চোর হায়াত রে
সাত তকতের বাশ্শা হবে,
চাদের সোমান ছাওয়া আচো জানোঁ রে
মাও জনোনীর ওদোরে।
(আরে হায়)

ওরে এই কতা শুনিয়া এজমাল রে
খুশিতে ভরিয়া,
অই চাইরো ভাইয়ে সোনার পইতা দিলো
বামোনোক তুলিয়া।
(আরে হায়)

বিদ্বায় হয়া যায় বামোন রে
আপনারো ঘরে,
বাগানোত্ থাকি দুষ্ট আবেরা রে
পাইলো দ্যাকিবারে।
(আরে হায়)

বামোনোক্ ডাকেয়া আবেয়া রে
পুচ ভালা করে,
মেহের চাদের হায়াত কত পা দিন রে
খুলিয়া কও আমারে।
(আরে হায়)

এই কতা শুনিয়া বামোন
গইনব্যারে নাগিলো,
আইজ হাতে মেহের চাদ
হিসাব করিয়ায় নিলো।
(আরে হায়)

নব্বই বচ্চোর মেহের চাদের
হিসাব করিয়ায় নিলো।
(আরে হায়)

এই কতা শুনিয়া আবেয়া
ভাবে বা মোনে মোনে,
আহারে দারুণ বিদি
এই আচিল কপালে।
(আরে হায়)

শতিনের জ্বালায় জেবোন
ফানা হয়া যাইবে।
কি কইরবে আবেয়া হায় রে
দাসীর আগোত্ বলে
এ্যালায় চলিয়া যাওরে দাসী
মালাকরের দ্যাশে!
এই কতা শুনিয়া দাসী
বিদ্যায় ভালা হইলো

ক্যামোন করি বাচায় তাকে
শোন মোন দিয়া !
(আরে ওহে)

পরীস্থানোত্ আছিল ভাইরে
হাজেরা পরী নাম,
তার পিতা পরীর আজা
কইন্যা সাতোজোন !
(আরে ওহে)

হাজেরা পরীর সাতো বইন
অতোতে চড়িয়া
দেইকপ্যার বুলি মাইনষের ঘ্যাশ
আইলো তাঁই চলিয়া
(আরে ওহে)

আসমানোত্ থাকিয়া পরী
পাইলো দ্যাকিবারে,
পরীর চায়া চউগুন উপ দিচে আল্লায়
অই ছাওয়ালের গায়ে।
(আরে ওহে)

দ্যাকিয়া সাতো পরী ভাবে মোনে মোনে
ঝাকে ঝাকে আইসপ্যার নাগিল পরী
যোবোরাজের কাচে।

তুলিয়া নিলো হাজেরা পরী
পরী সাতোজোন,
অতোতে চড়িয়া তামরা
করিলো গমোন।
(আরে ওহে)

পলোকে চলিয়া গ্যালো
পরীস্থান শওরে,
হাজেরা পরীর মাওয়ে
পাইলো থাকিবারে !
(আরে ওহে)

এ্যাকে তো পরীরো কইখ্যা
বড়ো দয়াবান,
পাইলবার নাগিলো বাচাক
জানেরো সোমান ॥

কলি রাজা

কাহিনী শুরু

আহা আল্লা মাবুদ মওলা
আরে ওহে
পরোবদিকার
কাই[1] বুজ্ব্যার পারে আল্লা
আরে ওহে
মহিমা তোমায় ।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শাকরামপুর সওরোত[2] আচিল
আরে ওহে
কলি আজা নাম ।
সোন্দোর একজোন ছাওয়া[3] আচিল
আরে ওহে
পুন্নিমারো চাদ
ধনে দৌলতে নাহি ওড়[4]
আরে ওহে
ব্যাটা একজোন মাওয়ের কোলোত্
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাকনা ব্যাটা বিনে
আরে ওহে

১. কে বুঝ্তে পাবে ? ২. শহরে ৩. ছেলে ৪. শেষ ।

মাওয়ের ব্যাটা বেটি নাই
জেরনোরে' মোতোন পালে
আরে ওহে
সেই ছাওয়ালের কাবেয়ন।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাক দেবোসে কলি আজা
আরে ওহে
বসিয়া দরবারে
পাইক পেয়াদা ডাকিয়া কতা
আরে ওহে
কয় বা ধেরে ধেরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শিয়ানা হইলো ব্যাটা
আরে ওহে
ছ্যাকোনা সগ্‌লে
করামোঁ৷ ছাওয়ার সাদি
আরে ওহে
কওঁ বা তোমারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাতেক শুনিয়া সগ্‌লে
আরে ওহে
ভাবে মোনে মোনে'

কইন্যা দেইখ্‌তে যায়
আরে ওহে
দ্যাশে আর বিদ্যাশে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দ্যাশ্‌ বিদ্যাশে ঘুরে ফেরে
আরে ওহে
কইন্যার তাল্লাসে
পাইলো কইন্যার ঠিকানা
আরে ওহে
জলোন্‌তো কাহাপে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এমোন সোন্দোরো কইন্যা
আরে ওহে
মশালের নাহান জলে
নয় বচ্ছোর বয়স কইন্যার
আরে ওহে
কুকলের নাহান আও কাড়ে !
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোদার হুকমে ছাইল্লা
আরে ওহে
খোদার দয়া পাইলো
অইনা কইন্যার সাতে সাদি
আরে ওহে

জাপোর আজার হইলো।
(ও মোর বিদাতা
 এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ধুমধামের সাতে কলি আজা
 আরে ওহে
ছাওয়ার বিয়া দিলো
আচিলো কপালের দুক
 আরে ওহে
অই পাচে না ভাবিলো
(ও মোর বিদাতা
 এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাক দেবোসে কলি আজা
 আরে ওহে
জাপোরের আগোত্‌ বঁলে
কুলুবদু নিয়া ব্যাটা
 আরে ওহে
যাওবা বাসোর ঘরে।
(ও মোর বিদাতা
 এই করিলু বিদি আরে ওহে)

উপ[৫] দ্যাকিয়া জাপোর আজা
 আরে ওহে
খুশি মোনে মোনে
অমিছাক[৬] ছাড়িয়া জাপোর
 আরে ওরে

৫. রূপ ৬. রমিছাক।

না যায় বাহিরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাক্ আত্রি অমিচা সোন্দুরি
আরে ওহে
ভাবে মোনে মোনে
কতদি হাতে[৭] খোয়াজের সেবা
আরে ওহে
না পাওঁ করিবারে।

(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
চাউল আটা ঘি কলা
আরে ওহে
মমের বাতি হাতে
সেবা দিবার যায় সোন্দোরী
আরে ওহে
আই দোপোর কালে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

অদ্দেক[৮] ঘাটাত যায় সোন্দেরী
আরে ওহে
পাইলো শুনিবারে
শোন শোন অমিচা বালি
আরে ওহে

৭. হইতে। ৮. অর্ধেক রাস্তা

জবান শোনো মোরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ওরে খোয়াজ অইলো সকা
আরে ওহে
তোমারো ওপোরে
ওরে তুষ্টি হয়া কতো ধন
আরে ওহে
দিবে আইজকা আইতে!
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

চইতোর[১] পাকে চায়া গ্যাকে
আরে ওহে
নাহি গ্যাহে কারে
ভয়া পায়া অমিচা বালী
আরে ওহে
যায় বা ধেরে ধেরে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সামনোতে গ্যাকে কইন্যা
আরে ওহে
সাতটা পাইলা পড়ে
মহোরোতে ভরা সবে
আরে ওহে

১. চতুর্দিকে।

পাইলো থাকিবারে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

চমকিয়া উটিলো কইন্যা
আরে ওহে
ভাবে মোনে মোনে
এ্যালায় ডাকেয়া আনোঁ
আরে ওহে
মোর বা শ্বশুরে !
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

গাইবি হবোর পাইলো কইন্যা
আরে ওহে
পাইলো তকোনে
না[১০] নাড়িস্ না নাড়িস্ কইন্যা
আরে ওহে
না ডাকাইস শ্বশুরে !
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শ্বশুরোক ডাকাইলে কইন্যা
আরে ওহে
সমুলে বিনাশ হবে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

---

১০. ছুইয়ো।

সু-বুদ্ধি আচিলো কইন্যা
আরে ওহে
কুবুদ্ধি ধরিলো
ওরে ভাইরতে ভাইরতে পাতিলে
আরে ওহে
হাত ফ্যালেয়া দিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যকনে পড়িলো হাত
আরে ওহে
পাইত্লের গায়ে
আসোনি আটিল মহোর
আরে ওহে
নামিলো দরিয়াতে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে

পাচে পাচে যায় কইন্যা
আরে ওহে
কানদে জারে জারে
ওপোনীত্ হইলো যায়া
আরে ওহে
দরিয়াত বাতাতে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে

ওরে খোয়াজ খোয়াজ বুলি কইন্যা
আরে ওহে

নাইগ্চে ডাকিবারে
জোয়াব না ছায় খোয়াজ
আরে ওহে
ভাবে মোনে মোনে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ফুলের ডালা নিয়া নামে
আরে ওহে
এ্যাক হাটুয়া পানির মাঝে
হাটুয়া পানিত্ নামিয়া কইন্যা
আরে ওহে
অইনা পূজা তাই করে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আগে মরোন পাচে মরোন
আরে ওহে
মরোন একদি আচে
হাটু পানি ছাড়িয়া কন্যা
আরে ওহে
কমর পানিত্ নামে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কমোর পানিত নামিয়া কইন্যা
আরে ওহে

দোয়রা পূজা করে
তাতো নাহিন শোনে খোয়াজ
আরে ওহে
কইন্যা কান্দে জারে জারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ময়োন ভাবিয়া মোনে
আরে ওহে
গালা পানিত্ নামে !
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

গালা পানিত্ যায়া কইন্যা
আরে ওহে
আউলা কেশে পূজা করে
জোয়াব দিলো খোয়াজ
আরে ওহে
অম্চা বালীর আগে।
(মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শোনো শোনো সোনদরী কইন্যা
আরে ওহে
কয়া বুজাওঁ তোরে
তিনো মাস আইসা নাইগ্বে
আরে ওহে
মোর পূজা যে করিতে

(ও মোর বিদাতা
 এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাকদিন যদিল কাটাইস কইন্যা
 আরে ওহে
এ্যাক মাস বাড়িয়া যাবে
এ্যাক ধন আইজ তোকে দ্যাওঁ
 আরে ওহে
আকিবে গোপনে।
(ও মোর বিদাতা
 এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আইজকা হাতে চউখের খুলি
 আরে ওহে
খুলিলো তোমারে.
এ্যাক জাগাত বসিয়া কইন্যা
 আরে ওহে
এ তিন ভূবোন পাবু শ্যাকিবারে।
(ও মোর বিদাতা
 এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দেও দানোব পশু পাখি
 আ র ওহে
পয়েন্দা জানোয়ার
চ্যারা ঘুগরি[১১] মশা মাছি
 আরে ওহে

১১. ছোট পোকা ও কেঁচো।

সউগের[১২] বুলি পাবু বুজিবারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এই বড় পায়া কইন্যা
আরে ওহে
ফিরিয়ায় চলিলো,
যাবার সোমে এনা খোয়াজ
আরে ওহে
সাবদান করিয়ায় দিলো
এই করিলু বিদি আরে ওহে।

(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মোনে আকো সোন্দোরী কইন্যা
আরে ওহে
এ কতা বদিল কইন্যা
না আকো গোপনে
আরে ওহে
তেহইলে তোমার ভ্যাখো অইন্যা দশা ঘটিবে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

পোর্‌কাশ করিলো কতা
আরে ওহে
আর না পাইবে শুনিতে।

১২. সবার।

(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাতেক শুনিয়া কইন্যা
আরে ওহে
খুশি মোনে বলে
গোপনের কথা পরভু
আরে ওহে
আকিবো গোপনে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ওপোনীত হইলো কইন্যা
আরে ওহে
নিজেরো মোকামে
আইস্ প্যার আগে জাগোর সোয়ামী
আরে ওহে
জাগিয়া উটিলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জাপোর ভাবে হায় মোর আল্লা
আরে ওহে
এই আচিল কপালে
অসতি কইন্যাক আজি
আরে ওহে
আনিচো বিয়া করে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ভয় নাই তোমারে
খোয়াজ যারো সকা থাকে
আরে ওহে
তাকে কাঁই মারিবার পারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বিস্তায় হয়া সতি কইন্যা হায়রে
আরে ওহে
হাটে ধেরে ধেরে
বুজবার পায় জাপোর আজা
আরে ওহে
চলিলো মহোলে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাকো, দুই তিনো
আরে ওহে
জাপোর আজায় স্থাকে
তুষ্টি হইলো জাপোর আজা
আরে ওহে
কইন্যারো ব্যাবোহারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কপালে ল্যাকা আচে দুক্কো
আরে ওহে

কাই খণ্ডেবার পারে
এ্যাকো আইতে কলি আজা
আরে ওহে
বাইর হইলো নদী ফিরার কারোনে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
বসি আচে কলি আজা
আরে ওহে
পাইলো স্থাকিবারে
সামোন দিয়া যায় দয়ার বউমা
আরে ওহে
দরিয়ার কিনারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
পাচে পাচে কলি আজা
আরে ওহে
যায় বা ধেরে ধেরে
ওপোনীত হইলো যায়া
আরে ওহে
দরিয়ার কেনারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
তুষ্টি হইলো পূজায় খোয়াজ
আরে ওহে
এনা বরো দিলো
সুবর্ণের মুক্তার হার
আরে ওহে

তোমায় দান করিমো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এই বর পায়া কইন্যা
আরে ওহে
যায় দরিয়ার বাতাতে
গ্যাকে একটা মরা মানুষ
আরে ওহে
চাপিচে দরিয়ার বাতাতে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ফুলিয়া গেইচে মরা..
আরে ওহে
"বয়" বারায় রে তার
সেই মরা ধরিয়া কইন্যা
আরে ওহে
কামড়ে রে খায় রে তাক
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

গোস্‌তো ছিড়ি ফ্যালে দিয়া
আরে ওহে
হাত বাইর করেন তার
তার ভেতোরো আচে এ্যাকে হাড়
আরে ওহে

আল বজ্জোক নাম তার
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সেই হাড় নিয়া কইন্যা
আরে ওহে
আচালোত্ বান্দিলো
ধেরে ধেরে সতি কইন্যা
আরে ওহে
যাবারে নাগিলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ওপোনীত হইলো কইন্যা
আরে ওহে
সোয়ামীর মোহোলে
থাকে সোয়ামী শুতি আচে
আরে ওহে
সোনারো খাটোতে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মোনে মোনে ভাবে কইন্যা
আরে ওহে
সোয়ামী দেঘোর নিদেঁ আচে
পরিক্ষা করিবো হাড়
আরে ওহে

কিবা ভ্যাদো তাতো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
হাড় খানি নিয়া কইন্যা
আরে ওহে
নিজের চউখোত্ ধরিলো
সপ্তো পাতাল ছেখিয়া আলো
আরে ওহে
নীচেতে চলিয়া গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
কোন্ জাগাত্ হীরামণি
আরে ওহে
কোন জাগাত্ কি আছে
হাড়ের বরকোতে কইন্যা
আরে ওহে
সউগে পাইলো থ্যাকিবারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
যেও ঘরে থাকে কইন্যা
আরে ওহে
তাহারো যে নীচে
সপ্ত কুটি ধন হীরামোন
আরে ওহে
আচে তারো নীচে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সপ্তকুটি ধন থ্যাকি কইন্যা
আরে ওহে
হাসিয়া উটিলো
হাসি থ্যাকি জাপোর আজা
আরে ওহে
উটিয়া বসিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জাপোর আজায় কয় কতা
আরে ওহে
কইন্যারো সামোনে
কাকে থ্যাকি হাস্‌লেন কইন্যা
আরে ওহে
বলোতো আমারে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কবারে[১৪] না পায় কইন্যা
আরে ওহে
খোয়াজের নেষোদ আচে
বাহোনা করি কতো কতা
আরে ওহে

সোয়ামীর আগোত্‌ বলে
পত্তেক[১৫] না কবে সোয়ামী
আরে ওহে

১৪. বলতে। ১৫. বিশ্বাস

ভাবে মোনে মোনে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
অসতি অইচে কইন্যা
আরে ওহে
পাইনু বুজিবারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
আত্রি গ্যালো দিন গ্যালো
আরে ওহে
কলি আজা উটিয়া বেয়ানা
জাপোর আজার আগোত্ কতা
আরে ওহে
কয়বা গরোম জবানে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
শোন বাওয়া জাপোর আজা
আরে ওহে
কার বা মুকে চাও
সকাল সকাল দুষ্টা বউয়োক্
আরে ওহে
পুরীর বাইর করিয়া দ্যাও।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
এ্যাতেক শুনিয়া কইন্যা
আরে ওহে

শইষ্‌রের পাউয়োত্‌ পড়ি
বেনোয়ভাবে কান্দে কইন্যা
আরে ওহে
শইষ্‌রে পাও ধরি।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কলি আজায় কয় কতা
আরে ওহে
জাপোরের আনে
কমিনা বইতালী মাগী
আরে ওহে
এ্যাতো ঢংগো জানে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দেও জাতি কইন্যা
আরে ওহে
আনিচোঁ বিয়া করে
মরা লাশ খায় কইন্যা
আরে ওহে
থাকিনু নজোরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাতেক শুনিয়া জাপোর
আরে ওহে

গোস্বায় কইন্যাক ধরে
জমের মতোন ধরে কইন্যাক
আরে ওহে
দয়া নাই শরীলে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হ্যান সোমে সতি কইন্যা
আরে ওহে
আল্লা ভাবি দেলে
হাতে পায়ে ধরিয়া কান্দে
আরে ওহে
দয়া করো মোরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

তা শ্যাকি কলি আজা
আরে ওহে
আইগ্‌নের নাহান জলে।
শাও দিলো কলি আজা
আরে ওহে
অমিচা বালীর তরে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

তুলা উপে[১৬] যায় কইন্যা
আরে ওহে

১৬. তুলা হয়ে যান।

সর্‌গোপুর শওরে
আসমান জমিন না পায়
আরে ওহে
যেরে শুইন্নো নৈরাকারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বারো বচ্চোর ঘুরবে কইন্যা
আরে ওহে
সরগোপুর শওরে
সকা আচে খোয়াজ জেন্দা
আরে ওহে
ভয় কি তোর অন্‌তোরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এও শাও দেওয়ার পরে
আরে ওহে
কইন্যা উড়িয়া চলিলো
সরগোপুরোত যায়া কইন্যা
আরে ওহে
ঘুরব্যারে নাগিলো ।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এই দেবোসে সতি কইন্যা
আরে ওহে

তাঁই ভাবে মোনে মোনে
জ্যাপোর আজার কতা কইন্যা
আরে ওহে
পড়িয়া গ্যালো মোনে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আল বজ্জোক হাড়
আরে ওহে
আচিলো কইন্যার সাতে
সেই হাড়ো নিয়া কইন্যা
আরে ওহে
ধরিলো চউকোতে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ধরার সাতে সাত পাতাল
আরে ওহে
ভ্যাদ করিয়া গ্যালো
খোয়াজ খিজির জ্যাপোর আজা
আরে ওহে
অ্যাকিবারে পাইলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শুতিয়া আচেন জ্যাপোর আজা
আরে ওহে

সোনারো পালংগে
সুকের নিদঁ বা গেইচেন সোয়ামী
আরে ওহে
পাইলো স্থাকিবারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আল বজ্রাক হাড় কইন্যা
আরে ওহে
এ্যাক ভাগ কাটিয়া নিলো
গোসাঁই গোসাঁই করিয়া কইন্যা
আরে ওহে
কানদিবারে নাগিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

নাম ধরিয়া সতি কইন্যা
আরে ওহে
এ কান্‌দোন জুড়িলো
খোয়াজের আসন খানি
আরে ওহে
ঢুলব্যারে নাগিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজে কয় হায় মোর আল্লা
আরে ওহে

না পাওঁ বুজিব্যারে
এই বুলিয়া খোয়াজ জেন্দা
আরে ওহে
বসিলো ধেয়ানে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আসমান পাতাল ধেয়ান করে
আরে ওহে
পাইলু জানিবারে
অমিচ বালী কাইদব্যার নাইগ্‌চে
আরে ওহে
সর্‌গোপু শওরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ওরে খোয়াজে কয় সতি কইন্যা
আরে ওহে
কান্‌দেন্‌ কি লাগিয়া
কি দুক্কে পইড়চেন কইন্যা
আরে ওহে
তাক কওনা খুলিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দইবো বাণী শুনিয়া কইন্যা
আরে ওহে

জওয়াব ভালা দিলো
আল বজ্জোক হাড় নিয়া কইন্যা
আরে ওহে
দরিয়াত ফিকিয়া দিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
দরিয়ায় সে বজ্জোক হাড়
আরে ওহে
খোয়াজ জেন্দা পীরে
আইতোতে থুইয়া আইলো
আরে ওহে
জাপোর আজার বুকেরো ওপোরে ।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
আল্লার হুকুমত্ আত্রি
আরে ওহে
গ্যালো যে পোষাইয়া
উটিলো জাপোর আজা
আরে ওহে
আল্লাজির নামোঁ নিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
যকনে উটিলো জাপোর
আরে ওহে
গাওবা মোড়া দিলো
বক্কো হাতে বজ্জোক হাড়
আরে ওহে

বিচনাতে পড়িলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হাতোত্ তুলিয়া নিলো হাড়
আরে ওহে
বিচমিল্লা বুলিয়া
নজোর করিলো হাড়
আরে ওহে
আদোরো করিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যকোন ড্যাকিলো হাড়
আরে ওহে--
দুই চৌক ম্যালিয়া
টগমগ করে কইন্যা
আরে ওহে
অমিচা ব্যাড়ায় রে কান্দিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলূ বিদি আরে ওহে)

কইন্যাকে ড্যাকিয়া জাপোর
আরে ওহে
উটিলো কান্দিয়া
আহা মোরে সতি কইন্যা
আরে ওহে
ব্যাড়ান্ ক্যান্ কান্দিয়া।

(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বি:দি আরে ওহে)

কিবা জিনিষ দিলে মোরে
আরে ওহে
বুকোতে তুলিয়া
সয়াল সংসার ছ্যাকা যায়
আরে ওহে
বিচনাতে বসিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কইন্যা কইন্যা বুলিয়া জাপোর
আরে ওহে
দেওয়ানা হয়া গ্যালো
বাপো মাকে না কয়া
আরে ওহে
বাইর বা হয়া গ্যালো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আইত্রো যোগে জাপোর আজা
আরে ওহে
ছ্যাশ ছাড়িয়া গ্যালো
আপনার আইজ্জো ছাড়ি
আরে ওহে
আর এ্যাক ছ্যাশোত্ গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ওপোনীত হইলো যায়া
আরে ওহে
পাহাড়েরো ধারে
শুতিয়া নিদঁ বা গ্যালো জ্যাপোর
আরে ওহে
সেমাক দরোকের তলে।

(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সেইনা গাছোত্ আছিন্ পকি
আরে ওহে
ছিয়া মুরুগ নাম তারে
দইবো কতা কয়বা পকি
আরে ওহে
মাদায় আরো মাদি।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মাদায় কয় শোন মাদি
আরে ওহে
জবান শোন মোরে
বুড়া বুড়ি হইনোঁ দোনোঁ
আরে ওহে
এলাহী বচ্চো না দ্যায় ক্যানে?
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এই কতা শুনিয়া মাদী
আরে ওহে
কান্দে জারে জারে
যার কপালোত্ দুক্কো আচে
আরে ওহে
তাক ক'াই খণ্ডাবার পারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মাদায় কয় শোন মাদী
আরে ওহে
কওঁ যে তোমারে
মোর নাহান দুক্কি বলো
আরে ওহে
কয়জোন বাহির হবে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মাদী কয় শোন মাদা
আরে ওহে
জবান দ্যাওঁ যে তোরে
হামার থাকি দুক্কি এ্যাকজোন
আরে ওহে
জাপোর আজা নাম তারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সেমাক দরোকতের তলে
আরে ওহে

ব্যাহুস্রোতে আচি পড়ি
মাশুক তাল্লাশোতে ফেরে
আরে ওহে
পাহাড়ো জংগোলে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হাজারো মারিলে মোন্ডো
আরে ওহে
তারে না পারিবে
যে কাম করিলে পাইবে
আরে ওহে
সে কাম না করিবে।
(ও মোর বিদাতা...
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মাদায় কয় শোন মাদী
আরে ওহে
কি কাম কর‍্যা নাইগ্‌বে
খুলিয়া কওনা কতা
আরে ওহে
চ্যাওঁ মুই শুনিবারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শোন মাদা ভ্যাদ তারে
আরে ওহে

কওঁ বা তোমারে
বারো বচ্ছোর এবাদত করা নাইগ্‌বে
আরে ওহে
সেমাক গাছের তলে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মাদা মাদী এই কতা
আরে ওহে
কবার যে নাগ্‌চিলো
এ্যাকে এ্যাকে জাপোর আজা
আরে ওহে
সউগে শুনিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওরে)

সেত্তেই[১৭] হাতেই উটি আজা
আরে ওহে
আসোন করিয়ায় নিলো
মন্নোন ভাবিয়া আজা
আরে ওরে
ধিয়ানোত্‌ বসিলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাকোন এইগ্‌লা কতা
আরে ওহে

১৭. সেখান থেকে।

ছাড়ান দিয়া যাই
কলি আজার কতা কিছু
আরে ওহে
দশের আগোত্ জানাই।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বিয়ানা উটিয়া আজা
আরে ওহে
তক্তোত্ বাইরো দিলো
পাইক পেয়াদা উজির নাজির
আরে ওহে
হাজুর হইলো।
(ও মোর বিদাতা ..
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কলি আজা কয় বা কতা
আরে ওহে
নগোর বাসীর আগে
আইজকা হাতে জাপোর আজা
আরে ওহে
বসামোঁ তক্তোতে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শোন দেওয়ান আরজ করি
আরে ওহে

তোমার কদোমে
নউতোন আজা নউতোন দেওয়ান
আরে ওহে
তৈয়ার করিতে হইবে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মাস মাহিনা বেতোন পত্রো
আরে ওহে
ঘরোত্ থাকিয়া পাইবে
বিচারো আচারো দেওয়ান
আরে ওহে
আর না আসিবে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যাও যাও পানের দেওয়ান
আরে ওহে
মহোল্লোত্ চলিয়া
সোনার. বেটা জাপোর আজাক
আরে ওহে
আনোঁ না ধরিয়া
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হুকুম পায়া যায় বা দেওয়ান
আরে ওহে

খুশিতে ভরিয়া
ঘরে ঘরে তাল্লাশ করে
আরে ওহে
না পায় রে উটকিয়া[১৮]।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দাসী বান্দি আনীর আগোত্
আরে ওহে
খবোর জানাইলো
মহোল্লোত্ কানদা কাটি
আরে ওহে
সোরগোল পড়িলো।
(ও মোর বিধাতা --
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বাইরোত্ আছিন কলি আজা
আরে ওহে
পাইলো শুনিব্যারে
মহোলোত্ গ্যালো আজা
আরে ওহে
কান্দিতে কান্দিতে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ৎপোনীত হইলো আজা
আরে ওহে

---
১৮. খুঁজিয়া।

পয়লা তেওড়ীর মাজে
খবোর শুনিয়া আজা
আরে ওহে
গেইলেন বাগানে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বাগানেরো চাইরো পাকে
আরে ওহে
উটকাইতে লাগিলো
যাদুকে না পায়া আজা
আরে ওহে
কান্দিতে নাগিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মোনের দুক্কে কলি আজা
আরে ওহে
পোষাগ ফ্যালেয়া দিলো
গালায় মালা হাতে আসা
আরে ওহে
সইন্নেসি সজিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দ্যাশ্ ছাড়িয়া যায় বা আজা
আরে ওহে

সইন্নেসিরি উপে
মোচোলমান না খাবার স্থায়
আরে ওহে
হিন্দুর গোঁসাই বলে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কানদিয়া কান্‌দিয়া আজা
আরে ওহে
সউগে ছিড়িয়া ফ্যালাইলো
ছিড়া কাপড়া মাথায় টুপী
আরে ওহে
ফকিরো সাজিলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ছিড়া ঝোলা ঘাড়োত্‌ নিয়া
আরে ওহে
ব্যাড়াইতে নাগিলো
ঘরে ঘরে উটকিয়া খানা
আরে ওহে
খাবারে নাগিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দিন গ্যালো আত্‌রি হইলো
আরে ওহে

শুতিয়া নিদ্ঁ বা গ্যালো।
সরগে থাকিয়া অমিচা বালী
আরে ওহে
থ্যাকিবারে পাইলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদ্দি আরে ওহে)

আল বস্থোক হাড় কইন্যা
আরে ওহে
এ্যাকনা না কাটিয়া
খোয়াজের মারফতে হাড়
আরে ওহে
দিলো হাজুর করিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সেইনা হাড়ো দিলো খোয়াজ
আরে আরে
কলি আজারো ঝোলাতে
শেওরোত্ বসিয়া সপ্পোন
আরে ওহে
নাইগ্চে থ্যাকাইবারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শোন বাশ্শা হতোভাগা
আরে ওহে

নিজের কপালের দোষে
হারাইচোঁ অমুল্যো অতোন
আরে ওহে
খবোর দিনু তোরে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বিয়ানা উটিয়া বাশ্‌শা
আরে ওহে
ঝোলাত্‌ হাতো দিবে
যে জিনিষ পাইবে বাশ্‌শা
আরে ওহে
চউকোতে ধরিবে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এই সপ্‌পোন গ্যাকেয়া খোয়াজ
আরে ওহে
কলি আজার মুত্তি ধরে
আজা হয়া বসিল যায়
আরে ওহে
কলি আজার তক্‌তোতে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

পোঙ্কা গুলায় গ্যাকিয়া তাকে
আরে ওহে

জোড় হাতে বলে
এ্যাতো দিনে̐া কটই আইচ্লেন
আরে ওহে
ছাড়িয়া সবারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজে কয় শোন পোজ্জাগোন
আরে ওহে
যাদু ধনের শোকে
পাহাড় জংগোল ঘুরিফিরি
আরে ওহে
না পানু তাহাকে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজে বাশ্শাই করে তক্তে
আরে ওহে
শোন ভাই সকলে
কলি আজার কতা কিচু
আরে ওহে
কই দশের আগে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বিয়ানা উটিয়া কলি
আরে ওহে

ঝোলায় হাতো দিলো
নিয়া বজ্জোক হাড়
আরে ওহে
চউকোতে ধরিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সরগো মত্তো আকাশ পাতাল
আরে ওহে
মজরোতে থাকিলো
জাপোর আজাক আমিচাবালী
আরে ওহে
সরগোপুরে থাকিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ব্যাটাকে থাকিয়া কলি
আরে ওহে
কান্দে ধূলাতে নুটিয়া
আহারে সোনার যাদু
আরে ওহে
আইলেন ভুলিয়া।
(ও মোয় বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

পাগোলের হালে আজা
আরে ওহে

গড়াগড়ি যায়
ত্যাকোনা তামোশা পয়দা
আরে ওহে
করিলো খোদায়।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দিনোঁ গ্যালো আত্রি হইলো
আরে ওহে
কি দশা ঘটিলো
এলাহী আলমিন আল্লা
আরে ওহে
কি খ্যাল খেলিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আচিলো নাটকি কইন্যা
আরে ওহে
সংরগোপুরে শওরে
বার এলাহীর হুকুমে কইন্যা
আরে ওহে
আইলো দরিয়ার কেনারে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সুরুজের নাহান জলে কইন্যা
আরে ওহে

তারায় ঝিকিমিকি
পাগোল হইলো কলি আজ্ঞা
আরে ওহে
সেই কইন্যাকে দ্যাকি।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ধেরে ধেরে হাটে কইন্যা
আরে ওহে
নাচি নাচি রে যায়
কমোর সরু মান্জা মোটা
আরে ওহে
কমোর ঢুলিয়া যায়।
(ও মোর বিদাতা ..
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হাইস্তে হাইসতে কইন্যা
আরে ওহে
চউকে ইশারা করে
মুচকি হাসি পায়ের নাচোন
আরে ওহে
বগোলে চাপি বইসে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কইন্যায় কয় শোন নাগোর
আরে ওহে

এ্যাকলা ক্যান জংগোলে
কার জন্নে পাগোল হইলে
আরে ওহে
ফেরো বোনে বোনে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শুনিয়া সে কলি আজা
আরে ওহে
চায়া ভালা অইলো
কইন্যায় কয় চলোনাত
আরে ওহে
আমার বাসোর ঘরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আগে আগে কইন্যা চলে
আরে ওহে
পাচে কলি আজা
ডগমগ কইরব্যার নাইগ্চে
আরে ওহে
এচাই তার চেহারা
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দেইখ্তে দেইক্তে কইন্যা
আরে ওহে

নিজ্জোন বোনে গ্যালো
অজগুবি সে পাহাড়খ্যানি
আরে ওহে
আদাঁর হয়া গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

গায়েব হয়া গ্যালো কইন্যা
আরে ওহে
বার এলাহীর কাচে
তামান আইতে হাটে কলি
আরে ওহে
কিনার নাইরে তারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আইত্ বা গ্যালো দিন হইলো
আরে ওহে
ভ্যাকে ভাকাইয়া,
ঝলমল করে পুরী
আরে ওহে
ভ্যাকে যে তাকাইয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বিরাট এ্যাক পাচি আচে
আরে ওহে

দুয়ার নাইরে তারে
বসি আচে এ্যাক অপধুত্
আরে ওহে
পাহাড়ের নাহান স্থাহে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হুংকার মারিয়া দানোব
আরে ওহে
কলি আজাক বলে
ক্যানেরে দুষ্টা বালাই
আরে ওহে
ভয় নাই তোর শরীলে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দানোবের পুরী আরে ওহে
দানোবের বসোতি
নিজ পাওয়ে হাটিয়া আলু
আরে ওহে
কিবা তোরে গতি।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাতেক বলিয়া দানোব
আরে ওহে
উটিয়া হুংকার ছাড়ে
নাকে নাকে দেও দানোব
আরে ওহে

আসিলো ঝাকে ঝাকে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সালাম করিল সগ্‌লে
আরে ওহে
দানোবেরো পায়ে
কি দুক্কে পড়িচো পড়িচো
আরে ওহে
গোসাঁই বলোতো আমারে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দানোবে কয় শোন্ পাত্‌বো
আরে ওহে
ডাকোঁ যে কারোনে
কাটো বালাই খামোঁ সগলে
আরে ওহে
ডাকোঁ সেই কারোনে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাতেক শুনিয়া সগলে
আরে ওহে
তলোয়ার নিয়া হাতে
কাইটব্যার গ্যালে কলিক
আরে ওহে

হাসিতে হাসিতে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আচিলো কলিরো কাচে
আরে ওহে
আল বজ্জোকের হাড়
সেই হাড় জ্বাকিয়া দানোব
আরে ওহে
চম্‌কিয়া না উটে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজ খিজিরের হাতে
সপিয়া দিচে হাড়
আরে ওহে
সতি অম্বিচার কইন্যারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

চোর বুলিয়া কলি আজাক
আরে ওহে
নিলো যে বানদিয়া,
পাহাড়ের তলোত্‌ আকে কলিক
আরে ওহে
হাতে পায় বানদিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করি বিদিলু আরে ওহে)

জিবাটা টানিয়া কলির
আরে ওহে
সাড়ে তিন হাত বাইর করিয়া
নোহার শিকোতে জিবা আরে
আরে ওহে
আইকলেন রে ফুরিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যেনা মুকে সতি কইন্থা
আরে ওহে
শাও বা দিয়াছিলো
সেই না মুকের পাপো যাদু
আরে ওহে
আইজকা খ্যাতো[১৭] হয়ায় গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজে কয় শোন কলি
আরে ওহে
মোর শিশ্‌শো হেইরে জন
তাকে মারিতে পারে ওহে
আরে ওহে
আচে বা কোনজোন
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

---

১৭. খতম।

খোয়াজে কয় শোন কলি
আরে ওহে
স্থাকোনা ভাবিয়া,
কিবা দোষে সতি কইন্সা
আরে ওহে
দিলেন যে উড়াইয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যেনা বারো বচ্চোর কইন্সা
আরে ওহে
আমার হাত ছাড়া করিলে
তোমার সোনদোর্ আনীক
আরে ওহে
স্থাকিতে না পাবে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

থাকো থাকো কলি আজা
আরে ওহে
বন্দিতে পড়িয়া
যিদিন আইস্পে সতি কইন্সা
আরে ওহে
সরগের মুক্তি পাইয়া
এ্যাতেক কয়া খোয়াজ
আরে ওহে,
হাঁত পাত্তিয়া দিলো
সরগোপুরে অমিচা বালীক
আরে ওহে

সাড়ীর আচোঁল ধরিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যেও পতে খোয়াজ খিজির
আরে ওহে
তইয়ার হইচে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সেই না সড়ক ধরিয়া কইন্যা
আরে ওহে
পাও বাড়েয়া দিলো
নিষ্পাপী আচিলো কইন্যা
আরে ওহে
দরিয়ার ধারে আইলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ছালাম করিলো কইন্যা
আরে ওহে
খোয়াজের চরোন ধরিয়া
ভিজাইলো খোয়াজে পা-ও
আরে ওহে
চউকের পানি দিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজের কয় সত্যি কইন্যা
আরে ওহে
হতোদিন সতি ঠিক আইক্‌পে[১৮]
ফাম করিলে সতি কইন্যা
আরে ওহে
সামনোতে পাইবে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হাটো হাটো সতি কইন্যা
আরে ওহে
শইষরেরো খাশে
তোমার তক্‌তো পাওরা[১৯] দিচি
আরে ওহে
মানুষেরো উপে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

তোমাকে বসেয়া তক্‌তে
আরে ওহে
আমি বিদায় হবো
ওরে কলির আজার উচিত্‌ সাজা
আরে ওহে
জোগাইয়া দিবো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

১৮. রাখিবে। ১৯. পাহারা

এ্যাতেক শুনিয়া কইন্সা
আরে ওহে
নরোম জবানে বলে
বেটি ছাওয়া হয়া ক্যাম্‌নে গোসাঁই
আরে ওহে
বসিমে'া তকতোতে।
(ও মোর বিধাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজে কয় শোন কইন্সা
আরে ওহে
ভয় নাই যে অন্তরে
কলি আজার উপ ধরো
আরে ওহে
নারী উপ ছাড়িয়া
(ও মোর বিধাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এই বুলিয়া খোয়াজ খিজির
আরে ওহে
কইন্সার মাতায় হাতো দিলো
বেটি ছাওয়ায় উপ ছাড়িয়া
আরে ওহে
কলি উপ ধরিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আত্‌রি যোগে গ্যালো কইন্সা
আরে ওহে

বালা খানার ঘরে,
বিয়ানা উটিয়া কইঙ্গা
আরে ওহে
বসিলো তকতোতে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

তক্‌তোতে বসিয়া আমিচা বালী
আরে ওহে
আইন করিয়ায় দিলো
শোন শোন পোজ্জাগণ
আরে ওহে
নউতোন আইন শোন
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শোন শোন পোজ্জাগোন
আরে ওহে
এ্যাকটা কতা শোনো
শ্বশুর থাইকলে বেটি ভাসতিক
আরে ওহে
সে ঘরে দিবের না পারিবে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাতেক শুনিয়া পোজ্জাগোন
আরে ওহে

ভাইববধ্যার নাগিলো
এ্যাতো দিনে কলি আজা
আরে ওহে
কি আইনোঁ করিলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শোনো শোনো পোজ্জাগোনোঁ
আরে ওহে
হুকুম আমার
যিদিন হইবে বয়েস
আরে ওহে
হিসাবে চল্লিশ আর।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জগোত্ জুড়ি আইন অইলো এই
আরে ওহে
মোনোতে আকিবে
নিজ হাতে ধরিয়া তারে
আরে ওহে
সাজাই যে করিবে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ওরে আজা পোজ্জা নারী পুরষ
আরে ওহে

সক্কলে সমান

করিনে ! নউতোন আইন

আরে ওহে

সগ্‌লের বিদ্দমান

(ও মোর বিদাতা

এই করিলু বিদি আরে ওহে)

একখ এসব কতা

আরে ওহে

অইলো ভালে ভালে

স্তাকোনা খোয়াজ খিজির

আরে ওহে

কোন বা ফন্দি করে

(ও মোর বিদাতা

এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দেওয়ানের উপ ধারণ করি

আরে ওহে

দানোবের পুরীত্‌ গ্যালো

খোয়াজে কয় শোন দারুয়ান

আরে ওহে

দার ছাড়ি দেও মোরে ।

(ও মোর বিদাতা

এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যকোনে স্তাকিলো দারোয়ান

আরে ওহে

দেওয়ানোক সামোনৈ
দার ছাড়ি দিলো দারোয়ান
আরে ওহে
হাসিতে হাসিতে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হাতের স্যাকোন[২০] নিয়া ব্যালদার
আরে ওহে
পড়িতে নাগিলো
স্যাকোন পড়িয়া ব্যালদার
আরে ওহে
জানিতে পারিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জিবাতে নাগেগা জিন্‌জির
আরে ওহে
কলি আজাক বান্দে
নটকেযা আকিলো ব্যালদার
আরে ওহে
কলি আজার তরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বন্‌দি উপে কলি আজা
আরে ওহে

২০. লেখা।

গাছের আগালোত্ ঝোলে
খোয়াজে কয় স্থাখ্রে কলি আজা
আরে ওহে
খোদায় কিবা বিচোর করে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সতি বউ তোর অমিচা বালী
আরে ওহে
সগ্গে যেমোন ঘোরে
না পায় আস্মান, না পায় জমিন
আরে ওহে
মইদো খ্যানে ফেরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

অই গতোন আইজ দানোব আজা
আরে ওহে
আকিলো শুন্নে নটকে
এ্যাতেক করিয়া খোয়াজ
আরে ওহে
দরিয়ায় চলিয়া গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিল্ বিদি আরে ওহে)

ধরিয়া আলেমের মুত্তি
আরে ওহে

সাজিতে লাগিলো
আসা হাতে খড়োম পায়
আরে ওহে
টুপী দিয়া মাতে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিল্ বিদি আরে ওহে)

তসবি হাতে গ্যালো খোয়াজ
আরে ওহে
গ্যালো জাপোর আজার আগে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিল্ বিদি আরে ওহে)

ছালামোঁ আলেক দিয়া
আরে ওহে
জাপোরের আগোত্ খাড়া হইলো
হাত ধরিয়া খোয়াজ কতা
আরে ওহে
শোনাইতে নাগিলো
শোন বাওয়া জাপোর আজা
আরে ওহে
বাপের নাম তোর কলি
সাক্রামপুর শওরে বাড়ী
আরে ওহে
এ্যালা ছ্যাকো চউকো ম্যালি।
(ও মোর বিদাতা
এই করিল্ বিদি আরে ওহে)

বারো বচ্চোর করিলে এবাদত
আরে ওহে
ছেগাক দরোদের নীচে
হক আল্‌লা দরবারে দোওয়া
আরে ওহে
কবুল হইয়াচে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আর না বসিয়া থাকো
আরে ওহে
বাড়ী যাও চলিয়া
তোমার ইবাদত আল্লা
আরে ওহে
নিচে কবুল করিয়া
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মাতা তুলি জাপোর আজা
আরে ওহে
স্থাকিলো নজোরে
চরোন ধরিয়া জাপোর
আরে ওহে
পায়ে চুমা দিচে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বাপের নামেঁা কলি আজা
আরে ওহে

শাক্‌রামপুর শওরে বাড়ী
জাপোর আজা মোর নাম
আরে ওহে
জাইন্‌লে ক্যামোন করি।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজে কয় শোনো জাপোর
আরে ওহে
মুঁইয়েঁা আল্লার অলি
খবোর দিতে পাঠাইলে
আরে ওহে
তক্‌তের হক্‌ আল্‌লাজি।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জাপোর কয় শোন সাহেব
আরে ওহে
হও যদিল আল্লার অলি
কি উপোধি দিবে মোরে
আরে ওহে
কও তাক সইত্তো করি।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজে ওরে জাপোর
আরে ওহে

উপোধি দিনু তোরে
আউলিয়া হবু তুই
আরে তুই
শাক্‌রামপুর শওরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যে কতা কবু মুকে
আরে ওহে
তকনে কবুল হবে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাতেক শুনিয়া জাপোর
আরে ওহে
উটিয়া খাড়া হইলো
থ্যাকিতে থ্যাকিতে খোয়াজ
আরে ওহে
গায়েব হয়া গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আল বজ্জোক হাড়
আরে ওহে
জাপোর চউকোতে ধরিলো
সগে্গা মত্তো আকাশ পাতাল
আরে ওহে

কইঞ্চাক থাকিতে না পাইলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাকে এ্যাকে সাতো বারো
আরে ওহে
চউকে চাপিয়া ধরিয়া ধরিলো
তাতে সে সতি কইঞ্চাক
আরে ওরে
থাকা না পাইলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জাপোর কয় হায় হায় মোর আল্লা
আরে ওহে
কি হইলো কপালে
আস্‌মান জমিন ছাড়িয়া কইঞ্চা
আরে ওহে
পলাইলে কোনখ্যানে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

থাকে বাপো নটকি আচে
আরে ওহে
আইনা গাচের ডালে
পোঙ্খাগোন হাজুর আচে
আরে ওহে

শাকরামপুর শওরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ইচঁরিয়া[২১] বিচঁরিয়া জাপোর
আরে ওহে
নিলোরে থাকিয়া
হায়রে অমিচা বালী
আরে ওহে
উটিলো কান্দিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কান্দিয়া কান্দিয়া কইন্যা
আরে ওহে
কপালে চড় মারে
আহারে কমবক্তার কপাল
আরে ওহে
এই আচিল কপালে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সোয়মীর করুণ কান্দোন
আরে ওহে
না পাওঁ সহিবারে
ক্যানে সোয়ামী কাইদব্যার নাইগ্‌চে
আরে ওহে

২১. খোঁজাখুঁজি করিয়া।

পাহাড়ের বোগোলে।

(ও মোর বিদাতা

এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কইন্যায় শোন দেওয়ান

আরে ওহে

হুকুম আমারে

সাজায় সুন্নো বাজাও ডংকা

আরে ওহে

যামোঁ শীকারো করিতে।

(ও মোর বিদাতা

এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হুকুম পায়া আজার দেওয়ান

আরে ওহে

হাতি ঘোড়া সাজেয়া নিলো

হাজার হাজার পাইক পেয়াদা

আরে ওহে

সাজিয়া তইয়ার হইলো

(ও মোর বিদাতা

এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সাজিলো অমিচা বালী

আরে ওহে

হাতিরো পিঠেতে

শুন্নো সেনা নিয়া যায়া

আরে ওহে

শিকারের বাওনাতে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দিনে আইতে চলে শুয়ে
আরে ওহে
আরাম নাইযে করে
কতো দিন হাটিয়া গ্যালো
আরে ওহে
জাপোর আজা যে পাহাড়ে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ঘিরাও করিয়া নিলো পাহাড়
আরে ওহে
ধনু সইগ্ গইরে হাতে
মইদো জংগোলে যায়া সগলে
আরে ওহে
জাপোর আজাক ছাকে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শুয়োগনে কয় কতা
আরে ওহে
অমিচা বালীর আগে
শোন বাশ্শা আলোমপনা
আরে ওহে

থ্যাকিনু নজোরে
(ও মোর বিদাতা
    এই করিলু বিদি আরে ওহে)

তোমার ব্যাটা জাপোর আজা
    আরে ওহে
জংগোলের মাঝখ্যানে
গড়াগড়ি যায়া বাচা
    আরে ওহে
চউকের জলে নদী চলে।
(ও মোর বিদাতা
    এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাতেক শুনিয়া কন্যা
    আরে ওহে
শরোম নিন্দ হইলো
গোপোনের কতা বুঝি কইন্যা
    আরে ওহে
গোপোনে আকিলো।
(ও মোর বিদাতা
    এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জোর কদোমে দউড়ায় কইন্যা
    আরে ওহে
শুশ্রোগনের পাটে
ও:পানীত হইলো যায়া
    আরে ওহে

জাপোর আজার আগে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আকে জাপোর কাইদব্যার নাইগচে
আরে ওহে
ধূলাতে পড়িয়া
আহা আহা বুলি কইন্যা
আরে ওহে
কোলায় নিলো তুলিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কইন্যায় কয় শোন কুমার
আরে ওহে
আরজ আমার
কিসের জন্নে কান্দেন কুমার
আরে ওহে
জংগোলের মাঝার।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এই কতা শুনি জাপোর আজা
আরে ওহে
চউক ম্যালিয়া চায়
গালার আওয়াজ শুনিয়া জাপোর আজা
আরে ওহে

চিনব্যারে তাঁই পায়।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জাপোরে কয় শোন বাশ্‌শা
আরে ওহে
আরোজ আমার
সইত্য করি কও কতা
আরে ওহে
কি নামে॑া তোমার।
ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাতেক শুনিয়া কইন্যা
আরে ওহে
কান্‌দিয়া উটিলো
গালার আওয়াজ শুনিয়া সোয়ামী
আরে ওহে
দিশ বুজি পাইলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শোন শোন কওঁ কুমার
আরে ওহে
পরিচয় দেওঁ তোরে
অ-ম-ছ তিন অক্কোর
আরে ওহে

কোন নাম থ্যাকিতে নাগে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জানিবে সেই নাম মোর
আরে ওহে
আকিবে গোপোনে
এ্যাতেক শুনিয়া কুমার
আরে ওহে
বুজিয়া পাইলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ধরিয়া কইন্যারো হাতে
আরে ওহে
কানদিতে লাগিলো
হাতির পিটিতে চড়িয়া জাপোর
আরে ওহে
বিথ্যায় ভালা অইলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মহোলোতে যায়া কইন্যা
আরে ওহে
নিজের উপ ধরিলো
কইন্যাকে থ্যাকিয়া জাপোর
আরে ওহে

খুশিতে ভরিয়া গ্যালো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কতোদিন মহোলে কুমার
আরে ওহে
সেই জাগাতে অইলো
দইবো দশা যার কপালে
আরে ওহে
বিদাতায় ন্যাকিয়া দিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সুকোতে থাকিতে সেইজন
আরে ওহে
ভাবিতে নাগিলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাক দ্যোবেসে জাপোর আজা
আরে ওহে
ফজরে উটিয়া
বাপের তল্লাশে বাটা
আরে ওহে
গেইলেন চলিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ওপোনীত হইলে জাপোর
আরে ওহে
ছেমাক দারোকতের নীচে
স্থাকে বাপ তার নটকি আচে
আরে ওহে
ছেমাক গাছের নীচে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বি'দি আরে ওহে)

পইরব্যার না পারে বাচা
আরে ওহে
গাচোত চইড়ব্যার না পারে
হ্যানসোমে দুরাচার দানোব
আরে ওহে
হুংকার মারিয়া বলে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কোন জনো হও বাচাঁ
আরে ওহে
বাড়ী কোন শওরে
কি সাওসে আইলে বাচ
আরে ওহে
বাড়ী কোন শওরে ?
(মোর বিদাত
এই করিলু বিদি আরে ওহে)
লাফ দিয়া বান্দি নিলো
আরে ওহে

জাপোর আজার তরে
মহোলে থাকিয়া কইন্যা
আরে ওহে
পাইলো জানিবারে
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যকোন জাপোরের হাতে
আরে ওহে
এই অশি বান্দিলো
কইন্যারো চুলের খোপা
আরে ওহে
খসিয়া পড়িলো ।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আল বঙ্কোক হাড়খানি
আরে ওহে
চউকেতে ধরিলো
জাপোর আজার হস্তে দড়ি
আরে ওহে'
দ্যাকিতে পাইলো ।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হাত পাও বান্দিয়া দানোব
আরে ওহে

জাপোরক নিয়া ঘাড়ে
ফিক্ মারি ফ্যালেয়া দিলো
আরে ওহে
হেশ্শাম ধরিয়ার ধারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজে কয় হায় মোর বিদি
আরে ওহে
এই আচিল কপালে
অমিচার সোয়ামী জাপোর আজা
আরে ওহে
মরে যদিল পাতালো নগোরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আর না আইস্পে কইন্যা
আরে ওহে
মোর পূজা করিব'র
এ্যাতেক ভাবিয়া খোয়াজ
আরে ওহে
হাত বাড়েয়া ধরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জাপোরক ধরিয়া খোয়াজ
আরে ওহে

নিজের আস্‌নোত্‌ নিলো
আরামেতে জাপোর আজা
আরে ওহে
সেই জাগাতে অইলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এই জাগাতে কলি আজা
আরে ওহে
বন্‌দি হালে অইলো
আল্লারো হুকুমে বিদি
আরে ওহে
দানোবের নিদেঁর সোমোয় হইলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

দানোবের এ্যামোন নিদঁ
আরে ওহে
কওয়া নাহিন যায়
ছয় মাসো চ্যাতোন থাকে
আরে ওহে
ছয় মাসো বা নিদঁ যায়।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

নিদেঁর আগে আজা পোজ্জা
আরে ওহে

সবা কইরা বইসে
যতেক করাদি আচে
আরে ওহে
সগ্ গইরে বিচের করে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাকে এ্যাকে বিচের করে
আরে ওহে
নাজীর উজির নিয়া
কলি আজার বিচের করে
আরে ওহে
শোন মোন দিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ষাইটমুনি নোয়ার গুজ্জো
আরে ওহে
ওপোরে তুলিয়া
ষাইটবার মাতাতে মারে
আরে ওহে
হুকুম দিলো যে করিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে

তার পাচে হাতের বান্দোন
আরে ওহে

খসেয়া না দিবে
কলি আজার খ্যাশোত্ নিয়া যায়া
আরে ওহে
হাজুর করিয়া দিবে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিল্ বিদি আরে ওহে)

হুকুম পায় ব্যালদার
আরে ওহে
গুচ্ছো তুলিয়া নিলো
মহোলো থাকিয়া কইন্যা
আরে ওহে
তাক দ্যাকিবার পাইলো।
(ও মোর বিধাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কান্দিয়া কান্দিয়া কইন্যা
আরে ওহে
খোয়াজের আগোত্ বলে
বুজিল শ্বশুর মারা যায়
আরে ওহে
দুষ্টো দানোবের হাতে !
(ও মোর বিদাতা
এই করিল্ বিদি আরে ওহে)

কায়া বদ্লেয়া কইন্যা
আরে ওহে

চলিলো উড়িয়া
সতি কইন্যার শাড়ীর আচোলে
আরে ওহে
কলি আজায় মাতা দেয় তুলিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সতি আনার গুণে বিদি
আরে ওহে
খোয়াজের বরকতে
হক্ আল্লা হইয়া আজি
আরে ওহে
বাচায় কলি আজার তরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যতো মাইর মারিল ব্যালদার
আরে ওহে
শাড়ীর আচোলেতে অইলো
শোলা হ্যান[২২] কলি আজা
আরে ওহে
মালুম না হইলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ছাড়ি দিলো কলি আজাক
আরে ওহে

২২. সোলার মত।

দানোবের আদেশ হইলো
নিজ স্থাশ বুলিয়া কলি আজা
আরে ওহে
যাইবারে নাগিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বাওভরে অমিচা বালী
আরে ওহে
শইষরের স্থাশোত্ গ্যালো
কলি আজার উপ ধারোন করি
আরে ওহে
তক্তোতে বসিলো।

(ও মোর বিদাতা ..
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

উজির নাজির পোস্থাগোন
আরে ওহে
সগ্গই হাজুর হইলো
ভরা সবায় বসি বাশ্শা
আরে ওহে
আইন জারি করিলো
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বিদেইশা নাগোর বদিল
আরে ওহে

আমার ত্থাশোত্ আইসে
ত্থাকার সাতে সাতে হাজুর করিবেন
আরে ওহে
আমারো দরবারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এই না ভাবে দিনা চারি
আরে ওহে
গতো হয়া গ্যালো
শাক্রামপুরে শওরে আজা
আরে ওহে
ওপোনীত হইলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

পোজ্জাগোনক ডাকিয়া বলে
আরে ওহে
সগ্গই ক্যামোন আচোঁ ?
বিরান হইচে কি আজ তক্তো
আরে ওহে
সইত্তো করি বলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

পোজ্জাগণে কয় কতা
আরে ওহে

শোনরে বিদেশী
হাত পাও বান্দিয়া তোরে
আরে ওহে
দেমোঁ হাজুর করি।
(মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খানিকবাদে তোমার পাগলামী
আরে ওহে
সগলে থাকিমোঁ
হাত পাও বান্দি কলির
আরে ওহে
টানি নিয়া রে যায়।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

হাতে পায় ধরিয়া কলি
আরে ওহে
পোজ্জাগনক কয়
আজার কতা কইলে পোজ্জাগণ
আরে ওহে
গোস্বায় জ্বলিয়া উটে
কিল জুতা নাটি সোটা
আরে ওহে
মোনের মতোন মারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

মাইরতে মাইরতে পোঙ্ক্ষা
আরে ওহে
কলিক নিয়া গ্যালো
ত্থাকিয়া অমিচা বালী
আরে ওহে
মুচকিয়া হাসিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

যে গাড়া যে খোড়ে বিদি
আরে ওহে
অইন্নক মারিবারে
সেই গাড়াতে[২৩] সে নিজে পড়ে
আরে ওহে
ত্থাকো ভাই সকলে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সতি কইন্যাক শাও দিলো
আরে ওহে
শুন্নে ব্যাড়ায় যে ঘুরি
এলাহীর অভিশাপে
আরে ওহে
নিজে হইলো বন্দি।

২৩. গর্তে।

(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

অমিচা বালী কয় বা কতা
আরে ওহে
দেওয়ানোরো আগে
নানাভাবে করে সাজা
আরে ওহে
এই না চোরার তরে।

(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কতোভাবে করে সাজা
আরে ওহে
সাজার নাই ঠিকানা
অপমান হয়া কলি
আরে ওহে
কয় এলাহী অবোনা।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাক দেবোসে অমিচাবালী
আরে ওহে
কলি নিলো মহোলো
কায়া বদ্‌লেয়া কইন্যা
আরে ওহে
নিজের মুত্তি ধরে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

চলিয়া গেইলেন কইন্যা
আরে ওহে
গ্যালো খোয়াজের পুরীতে
খোয়াজেরে সেবা দিলো
আরে ওহে
ফুলের ডালা হাতে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে

জাপোর আজাক ত্যাকি কইন্যা
আরে ওহে
বসিলো ব্যাজার হইয়া
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

ত্যাকিয়া সে জাপোর আজা
আরে ওহে
হাতে পাওয়ে ধরে
মেলোন হইলো দোন
আরে ওহে
খোয়াজের পুরীতে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বিয়ানা উটিয়া কলি আজা
আরে ওহে

চাইরোপাকে চায়
খাট পালংকে পুরীখ্যানা
আরে ওহে
সউগে দেইকব্যার পায়।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শুতিয়া আচেন আনী
আরে ওহে
আজারো বোগোলে
মিটা কতায় কয় আনী
আরে ওহে
আজারো সামোনে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

শোন বাশ্‌শা আলোমপানা
আরে ওহে
কওঁ বা তোমার আগে
বারো বচ্চোর হইলো গতো
আরে ওহে
না আইসেন ক্যান পালোংকে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বেটি ছাওয়ার যৈবনখানি
আরে ওহে

উড়াওঁ পাড়াওঁ করে
আর কতোদিন আইক্‌মো যৈবোন
আরে ওহে
পতির মেলোন বেহোনে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আজায় কয় শোন আনী
আরে ওহে
এ বারো বচ্চোর
ছেমাক গাচের তলোত্‌
আরে ওহে
গ্যালো অকারণ।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

আনী কয় শোন আজা
আরে ওহে
পাগোল হইলে বুজি
তক্‌তে বসি বিচের কইরলেন
আরে ওহে
সউগের আমি থ্যাকি।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

কি অপবাদ কচ্চিনু
আরে ওহে

তোমার খেজমতে
সেইনা অপরাদে বিদি
আরে ওহে
না আইসেন পালোংকে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাতেক কয়া বুলিয়া আনী
আরে ওহে
গালা জড়েয়া ধরিলো
বারো বচ্চোরের টিয়াস দোন
আরে ওহে
নিবারোন করিয়া নিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এ্যাক দুই করিয়া বিদি
আরে ওহে
কতো দিনেঁা গ্যালো
জাপোর যাদুর কতা মোনে
আরে ওহে
জাগিয়া উটিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

এক ছাবোসে খোয়াজ খিজির
আরে ওহে

আইত্রো নিশি যোগে
বজ্জোক হাড় খানি
আরে ওহে
চুরি করিয়া নিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিল বিদি আরে ওহে)

নিরুপায় হয়া কলি
আরে ওহে
কাঁইদব্যারে নাগিলো
কাঁইদতে কাঁইদতে কলি আজা
আরে ওহে
চউকে ঘাও করিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

অন্দো হয়া কলি আজা
আরে ওহে
আইজ্জো ছাড়িয়া দিলো
দেওয়ানে চালায় আইজ্জো
আরে ওহে
বসিয়া তক্তোতে
পাতাল হাতে অমিচা বালী
আরে ওহে
পাইলো জানিবারে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

খোয়াজেরো আগে কতা
আরে ওহে
কবারে নাগিলো
বিস্থায় স্থাহো খোয়াজ খিজির
আরে ওহে
কোলের ছাওয়াল বুলিয়া।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সদায় সদায় আইস্‌পো হামি
আরে ওহে
তোমার সেবারো নাগিয়া
খোয়াজ খিজির খুশি হয়া
আরে ওহেঁ
এই দোয়া করিলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

বাগ ভাল্লুক দেও দানোব
আরে ওহে
পরী আর এনচান
সগ্‌লে চইলবে তাবে
আরে ওহে
হবে সবারে গোঁসাই।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

জাপোর আজার অমিচা বালী
আরে ওহে
শাক্‌রামপুরে গ্যালো
থ্যাকিয়া যে কলি আজা
আরে ওহে
ব্যাটাক তক্‌তোক বসাইলো।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

অমিচাক ছাড়িয়া দিলো
আরে ওহে
মহোলের বার বারে
মহোলোত্‌ বসিয়া চালায় জাপোর
আরে ওহে
আইজ্জর বিচার আচার।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)

সমাপ্ত

মানিক পাল রাজা

কাহিনী শুরু

দিশা :

কিছুই জানিনারে ভাই
    শ্যাষে কি হবে ।।

বাওয়া উজানী নগোরোত্‌ আছিল শ্যাকো রে
মানিক পাল আজা নাম
ওরে তারে[1] ঘরোত্‌ আছিল কইন্যা এ্যাক
    বুকে আজোল নাম ।।

বারো বচ্ছোর হইছেরে কইন্যার
আরো নাইরে পোরে
মাথাত্‌ হইলো দিগলা চুল রে কইন্যার
    কমরোত্‌ গেইচে পড়ে ।।

এ্যাতো উপ দিচে আল্লায়
আজোলেরো গায়
যেঁই দ্যাকে তাঁই পস্তায়
    তামরা[2] খালি করে হায় হায় ।।

চাদে আস্তাব চাদে মাওাব
সুজ্জে ঝলমল করে
শইল্লোত্‌ না ধরে উপ কইন্যার
    উচলি উচলি পড়ে ।।

ওরে পেদোঁনেতে চেকোন কাপড়
সওগে[3] দেখা যায়

১. তার ২. তারা ৩.

ওরে উত্তোরা বাতাসে কাপড় খ্যান
উড়িয়া ব্যাড়ায় ।।

ওরে হাইট্ব্যার ধল্লে বুকের মাই
কাপে থরো থরো
ওরে ছ্যাকিলে অসিক চেংড়ার মোন
পাগোল হয়া যায় ।।

এই মত হালে এইগলা কতা
অইলো বা ভালে ভালে
ওরে মানিকনাল আজার দুই চাইর কতা
শুইন্যা ন্যাও সক্কলে ।।

এ্যাকদিন ছ্যাকো মানিকনাল আজারে
উজীরোকে কয়
ওরে শোনেক প্রাণের উজীর রে
কয়া বা বুজাঁও তোরে ।।

বেটি এ্যাক আচে উজীর
হামারো ঘরোতে
ওরে দেইক্তে দেইকতে সেইনা বেটি
সেয়ানা ভালা হইলো ।।

ওরে বিয়া দেওয়া নাইগ্বে এ্যালা
বর উটকি দেও মোকে
এই কতা শুনিয়া উজীর ছ্যাকো
হাত জোর করিয়া কয় ।।

ওরে শোন শোন প্রাণের আজা গো
ও আজা কয়া বুজাঁও তোরে

ওরে ঢোল পিটিয়া দেও আজ্ঞা গো
ওরে শওরে শওরে ॥

ওরে ঢোলাই পায়া সউগ মানুষে
জাইনবার যে পাইবে
ওরে যার ঘরোত য্যামোন ব্যাটা
এত্তেই সগ্‌গই আইস্‌পে।

দোতাল হাতে[৪] বেটি
তামার[৫] সগ্‌গইকে ড্যাকিবে
ওরে যাক মোনে করবে বেটি
ওরে তাক ধরিয়া নিবে ॥

(বাওয়া) এই কতা শুনিয়া আজারে
বেলোম[৬] নাই যে করে
ঢুলি ব্যাটাক ডকনে আজায়
নাইগ্‌চে ডাকাইবারে ॥

(মরি হায় রে হায়)
শোনেক শোনেক ঢুলি ব্যাটা
কয়া বা বুজাওঁ তোরে
ঢোলাই করি এ্যালায় দেও ঢুলি
শওরে বন্দোরে।
(মরি হায় রে হায়)

এই কতা শুনিয়া ঢুলি
বেলোম নাই যে করে
ঘাড়ে মইদোত ঢোল নিয়া

৪. তাদের ৫. হতে ৬. বিলম্ব।

নাইগ্‌চে ডাংগাইবারে।
(মরি হায় রে হায়)

বাওয়া এইস্থান করি ঢুলি ব্যাটারে
ঢোলাই করিয়া দিলো
ঢোল পায়া আইজ্জের মানুষ
সাজিবার নাগিলো।
(মরি হায় রে হায়)

শা-শুড়ি ঢুলি মালি
নাগিলো সাজিবারে
ছত্তিশ জাইতের মইদে বাপধন
বাকী কেউ না আচে।
(মরি হায় রে হায়)

ওরে মোচোলমান সাজিলো ভাইরে
মাতায় নম্‌বা টুপী
ওরে হেন্দুগণ সাজে বাওয়া
পেদ্দোঁনোত্‌ নম্‌বা ধুতি।
(মরি হায় রে হায়)

ডোম ব্যাটা সাজে স্থাকো
মাতাত নিয়া ডালি
মুচি বেটা সাইজব্যার নাগিলো
মাতাত ঢালুয়া পাগড়ী।
(মরি হায় রে হায়)

স্থাতোরগণ[৭] সাজে ভাইরে
হাতোত কোদাল খানি
এ্যাক এ্যাক করি কবার গেইলে

৭. মেথর।

হয়া যাইবে দেরী।
(মরি হায় রে হায়)

এইখান করি ছত্তিশ জাইত
সাজিয়া তইয়ার হইলো
মানিক পাল আজার বাড়ীত্ আসি সগ্লে
ওপোনীত হইলো।
(মরি হায় রে হায়)

আজায় কয় শোনরে দেওয়ান
মুই বা কওঁ তোমারে
বইস্পার দেও যতো মাইনষোক
যার যে মিচালে
(মরি হায় রে হায়)

মহোলোতে যায়া আজা
বেটিক ডাকেয়া কয়
বর আইল্চে বাইরা বাড়ীত্
তামাক খ্যাকা দিতে হয়।
(মরি হায় রে হায়)

যে জনে:ক পচোন্দ মাগো
কইর্বেন আপোনি
সেই জনোক করমুঁ মাগো
তোমার সোয়াগের সোয়ামী।
(মরি হায় রে হায়)

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
(হায়রে) বেলোম নাই যে করে
ওরে দাসীর ঘরোক নিয়া কইন্যা চড়ে

দোমালার ওপোরে।
(মরি হায় রে হায়)
ইতি উতি ছ্যাকে কইন্যায়
নজোর বা করিয়া
নিজের উপের সাতে না মেলে কাকো
সেই জন্নে গ্যালো তাঁই ঘুরিয়া।
(মরি হায় রে হায়)
ওরে সেক্তেই হাতে গ্যালো কইন্যা
বাগান খ্যানার পরে
দাসীর ঘরে হাত ধরি কইন্যা
নাইগচে কান্‌দিবারে।
(মরি হায় রে হায়)

দিশা ঃ

পাকি এ্যাকবার উড়াও ছ্যাকিরে
আরে উড়িয়া যায় রে ময়না পাকি।
ছোট্ট হাতে পাইল্‌চোঁ পাকিরে।
দুদভাতো খিলিয়া
কোন বা ছ্যাশে আচে মোর সোয়ামী
খবর পটে দেও যাহিয়া।।
একতা শুনিয়া প্যাকি
কয় বা ধেরে ধেরে
দক্কিনোঁ মুল্লুকে আচে মা
ওরে নিচানী নগোর ধারে।
সেই ছ্যাশোত্‌ আচে তোমার সোয়ামী মা
সে কতা কয়া বা দিনু তোরে
কইন্যায় কয় শোনেক পাকিরে
ও প্যাকি দয়া বা করেক মোরে।।

তুই ছাড়া আর কঁাই যাইবে
নিচানী নগোরে
এ্যালায় যায়া শোনেক ময়নারে
ও ময়না সোয়ামীক খবোর দিবে ।।
ওরে পাকি কয় শোনেক দুদু মা
ও দুদুমা ছবি ছাহো মোরে
ওরে সেই নিয়া যায়া দেইম
তোমার সোয়ামীর হাতে ।
এই কতা শুনিয়া কইন্যা
তকোন নিজের ছবি কোনা তুলিয়া
পাকির গালাত্ ছবি কোনা
দিলো তাঁই বানদিয়া ।।
ওরে দোনহাতে দুদভ্যাত ময়নাক
খিলায় পেট ভরিয়া
ওরে কপালোতে সোনার ফোটা দিয়া
ময়নাক দিলো রে উড়িয়া ।
ওরে কইন্যার পাওয়োতে ময়না
ছালামো করিয়া
ওরে দক্কিনো মুল্লুক বুলিয়া
ময়না যায় বা উড়াও দিয়া ।।

দিশা ঃ

ময়না উড়িয়া যায় রে ভাই
যায় ময়না হামার শ্বশুর বাওয়ার ছাশে ।
দিনে আইতে যায় ময়নারে
ময়না এ্যাকনাও আরাম নাই যে করে
তিনেঁা দিনে গ্যালো ময়না
এ্যাক পাহাড়ের উপরে ।

ওপারোত নামিয়া ময়না
আদার৮ ভালা করে
আল্লার কাচোত্‌ অইনা ময়না
কান্দিয়া কান্দিয়া কয়
ওগো আল্লা মাবুদ মওলা
বোঝা নাহি যায়॥

কাঁইবেন হয় কইন্যার সোয়ামী
তাকে চিনিয়ায দেও
পাক্কিরো কাদনোত্‌ হাযরে
আল্লার আরোশ ঢোলে॥

ওরে আল্লায় ডাকিয়া কতা
জেবরাইলোকে কয়
ওরে পাহাড়োতে যাযা মইনা পাক্কি
দৈবো কতা•দেও॥

এই কতা শুনিয়া জিব্‌রিল
কায়া বদোল যে করিযা
মাচির নাহান উপ ধরিযা
খবোর দ্যার আসিয়া।।

ওরে খবোর পায়া যাবার নাগিল ময়ঃ
আরাম নাইযে করে
ওরে কতোদিন বাদে গ্যালো ময়না
নিচানী নগোরে।।

বাওয়া এ্যালা ত্থাকো এইগ্‌লা কতা
অইলো ভালে ভালে
(অই আহা রে)

ছিল ভর আজার দুই চাইর কতা
শুনিয়া নেও সকলে।
(অই আহা রে)

নামোতে ছিল ভর আজা
ভাইরে নিচানী নগোরে
(অই আহা রে)

হায়রে ছোট্ট কালোতে বাপ মাও তার
মরি ভালা গেইচে।
(অই আহা রে)

ওরে ইতিম হয়া ছিল ভর আজা
বইসে সিংগাসনে
(অই আহা রে)

ধাই মা ছাড়া এই জাগাতোত্
আর কেহ তার নাই
(অই আহা রে)

হায়রে উপায় না দেকিয়া আজা
কাদে মাইরে মাই
(অই আহা রে)

দিনে দিনে বস দ্যাকো তার
এ্যাক কুড়ি বচ্চোর ধরে
(অই আহা রে)

হায়রে নেরোলে বইস্লে আজার
মুকের কতা নাইসে সরে
(অই আহা রে)

এ্যাকদিন স্থাকো কয় যে আজা
উজীরে রো তরে।
(অই আহা রে)

বিয়া করা নাইগ্‌বে উজীর
পাত্তুরি উটকিয়া দেও মোরে
(অই আহা রে)

নিয়া আইস্‌পেন সোন্‌দোরী কইন্যা
কওঁ বা তোর আগে
ওরে বিয়া না কল্লে মোর এই আইজ্জো
কোন কামে নাইগবে।
(অই আহা রে)

এই কতা কয়া আজা
বাগানের ভেত্‌রোত গ্যালো
হ্যান সোমে ময়না পাকি
স্থাকিবারে পাইলো।
(অই আহা রে)

পাকি কয় শোনেক আজা
না কানদিস তুই আর
পাবু তুই সোন্‌দোরী কইন্যা
খবোর বা শোনেক তার।
(অই আহা রে)

ওরে উজানী নগোরোত্‌ ঘর
মানিকপাল আজা হয়
ওরে তারে ঘরোত্‌ সোন্‌দোরী কইন্যা

বুকে আজোল নাম
(অই আহা রে)

ওরে আইনচোঁ মুই কইন্যার ছবি
দ্যাকেক তুই তাকিয়া
ওরে এই ছবি নিয়া তোমার ছবি আজা
ছ্যাহো না তুলিয়া।
(অই আহা রে)

ওরে এ কতা শুনিয়া আজা
ভাইববার যে নাগিলো
ওরে বোনের পাকি হয়া আইজ মোক
কইনার খবোর দিলো।
(অই আহা রে)

আইসেক আইসেক বুলিয়া পাকিক
নাগাইল ডাকাইবারে
ডাক শুনিয়া পইলো পাকি
আজার মুক্কের আগে।
(অই আহা রে)

ওরে পাকির গালা হাতে ছবিকোনা
নিলো তাঁই খসেয়া
ওরে ছবি ছ্যাকিয়া পড়ে আজা
ধ্যাহুসোতে টলিয়া
(অই আহা রে)

(হায়রে) ওরে বুকে আজোল কইন্যা তুই
তোর ছবিকোনা ছ্যাকাইয়া
কোনবা খ্যাশোত্ অলু তুই

মোক পাগোল যে করিয়া।
 (অই আহা রে)

ওরে খানিক বাদে ছ্যাকো আজা
হুসোতে আসিলো
পাকির কাচহাতে যতো কতা তাঁই
শুনিয়ায় ভালা নিলো
 (অই আহা রে)

দিশা ঃ
হামি বইরেগী হমোঁ
যে দেশোত্ আজোল আচে
হামি সেই ছ্যাশোত্ যামোঁ।
(বাওয়া) এই কতা কয়া আজা
কানদে তাঁই জারে জারে
শোনেক শোনেক বনের পাকিরে
জবান না শোনেক মোরে।

ছবিকোনা নিয়া যায়া অই
কইন্যার হাতোত্ দিবে
ওরে দয়া করে সেই কন্যাক
যদিকেল দিতে পারো
ওরে দুদ ভাত যতো সউগ ময়না
পেট ভরে খাবার পারো।।

ওরে ছবিকোন নিয়া ময়না পাকি
বিদ্যায় হয়া গ্যালো
হ্যানসোমে আজার উজির রে
অই বাগানোত্ আইলো।।

উজিরের পাও দুকনা ধরি
আজা কাদবার নাগিলো
শোনেক শোনেক শোনেক রে উজীর
কতা বা শোনেক রে মোরে ।।

মোর সাতে যাওয়া নাইগবে তোক
উজানী নগোরে ।।

ওরে সেই স্থাশোত্‌ আচে এ্যাক কইন্যা
সেই কইন্যায় হামাক পাগোল করিলো ।।

কতা শুনি ভকোন উজিরে কয়
অই মহোলোতে হাটো
অই পোজ্জার কাচ হাতে বিস্থায় নিয়া
অই উজানী নগরোত্‌ হাটো ।

ধেরে ধেরে যায় আজারে
আর ছবির দিকে স্থাকে
ওরে কাচারী ঘরোত্‌ যায়া আজা
পাগলা ঘন্‌টাত বাড়ি দিলো ।।

পাগলা ঘণ্টার ডাং শুনিয়া
তামান পোজ্জাগোনে আইলো
আজায় কয় শুনরে পোজ্জাগণ
হামার কতা শোন ।

আইজ্জা হাতে নিচানীর বাশশাই
দেওয়ানের হাতোত্‌ দিনো
শোন তোমরাগুলা ওরে পোজ্জাগোণ
দেওয়ানোক জাইনবে মোর সমান ।।

ওরে কপাল পোড়া আজা হনু
সুকোত তোমারগুলাক না আকিনু
জন্মের মোত্ হয়া যাই এ্যালা
ফকিরো হয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

শোনেক দেওয়ান কওঁ বা তোর আগে
পাল্‌বু পোজার ঘরোক ব্যাটা বরাবরে,
কোন সোমে পোজ্জাগোন
দুক যেন না পায়রে।
(হায় হায় রে)

এক কতা আজায় যক্‌নে কয়
চউখের পানিত্ আজার বুক বিজি যায়
শোরপোটা[১] নাগিয়া আজা পড়ে
ভরা সবার মাজে রে
(হায় হায় রে)

ওরে খানিক বাদে স্তাকো আজা
হুস পায়া তাঁই হইলো খাড়া
পোজ্জাগনোক কয় খালি
কান্‌দিয়া কান্‌দিয়া রে।
(হায় হায় রে)

ভাই ভাস্‌তা কেউ নাই মোরে
কনটই গেইলে হামার কইল্‌জা জুড়াই রে

১. চিন্তিত হইয়া।

এ্যালা হেটেই হাতে যাওঁ মুই
উজেনী নগোরে রে।
(হায় হায় রে)

দোয়া করেন তোমরা সগলে
পাচ বচোরের খাজনা দিনু মাপ কইরে
খুশি হালে থাকো সগলে
নিচানী নগোরে রে।
(হায় হায় রে)

ধনমাল থ্যাকো সউগে দিনু
উজীরোক খালি সাতে নিনু
না হইবে আর কোন কালে
হামার সাতে থ্যাকা রে।
(হায় হায় রে)

দিশা ঃ
দিন মোর গ্যালো রে
ও ব্যালা গ্যালো।

সগ্‌গইর কাচ হাতে বিদ্যায় নিয়া
ও আজা উজিরোকে কয়
হাটেক হাটেক হাটেক উজীর
বেলোম আর না সয়।।

ওরে হুকুম দিলো ঘাসিয়ারোক তকোন
ঘোড়া সাজাইবারে
ওরে এ্যাক নিকাশে সাজাও ঘোড়া
নিয়া আইসেক মোর আগে।।

ওরে হুকুম পায়া ঘাসিয়ার তকোন
বেলোম না করিলো।

ঘোড়ার পিটির সাজগোজ নিয়া দেওয়ান
তক্‌নে ঘোড়ার ঘরোত গ্যালো
সোনার লাগাম দিলো রে মুকে
উপার লাগাম হাতে।।

চাঁদির গদি তামার ডোরা
নিলোরে সাজেয়া
আজার আগোত্‌ সেই না ঘোড়া
আনে খাড়া খাড়া।।

সেটেই হাতে যায় বা আজা
দাই মায়েরো আগে
বিদ্দায় দেও মাও কালানী গো
বিদ্দায় বা দেহ মোকে
এ্যালায় হামি চলিয়া যাই মা
উজানী নাগারে।।

বিদ্দায় নিয়া আইলো দ্যাকো আজা
দেওয়ানেরো আগে
মাতাত্‌ আচিল মাইনকের তাজো
দেওয়ানের মাতাত্‌ দিলো।।

হাত বা ধরি তাকে আজায়
তক্‌তে তুলিয়ায় দিলো
বাওয়া হ্যানসোমে উজ্জীর দ্যাকো
আসিয়ায় খাড়া হইলো।

দিশা ঃ
উজির কি উজির হে
হাটো যাই হামরা বইস্থাশে
আল্লার নাম নিয়া উজিররে
ঘোড়াত্ শোয়ার হইলোরে।
বাওয়া মহা ব্যাগোত্ গ্যালো দুইজোন
আল্লা আল্লা বইলো
দিনে আইতে যাবার নাগিল ভাইরে
বেলোম নাই যে করে ।।

কতোদিন বাদে গ্যালো দুইজোন
এ্যাক বেরবোন জংগোলের মাঝে
ওরে ভোকের জ্বালায় অইনারে আজা
না পায় আর থাকিতে
ভোকের জ্বালায় আজা তকোন
উজীরোক নাগিলো ডাকিতে।
ওরে ভোকের জ্বালায় না বাচে পান
উজির, খিলাও কিছু মোকে
ওরে দুইজোনে নামিয়া বইসে
এ্যাক গাচেরো তলোতে।।

হ্যানসোমে উজির ব্যাটারে
কোন বা বুদ্ধি করে।
পাহাড়ের ওপোরোত্ নেওয়া ফল কতো
পাইলো ত্থাকিবারে
ওরে সেত্তেই ত্থাকো সোন্দোর বেটি ছাওয়া
ফুলের মালা গাতে।।
আজার কয় শোনেক পানের উজীর গো

জবান বা শোনেক মোরে
চলিয়া যাও জংগোলের মাজে
ভালো ফল আনো তুলিয়া ।।

এই বাড়ীত্ বসি খামেঁা দুইজোনে
ওদ্দোরো ভরিয়া
যকোন কালে গ্যালো উজীর
জংগোলের মাঝখানে ।
কটই হাতে[১০] দারুণ ছ্যাও এ্যাক
নিলো তাক ধরিয়া ।
ঘাড়ো করি নিয়া গ্যালো উজীরোক
অই কইলেশ বুলিয়া
বাওয়া ইতি ছ্যাকো ছিলভর আজারে
কোন বা কামেঁা করে
ধেরে ধেরে যায় বা আজারো
মাইলেনীরো আগে ।।

দিশা ঃ
ফুলের মাইলেনী সই
আরে ফুলের ঝুনুয়া হে ।।

কিবা কামে বসিয়া আচো
এই না অঘোর বোনে
বাপ মাও ছাড়িয়া তোমরা
এ্যাকলা হেটেই কেনে ।।

কতা নাহি শোনেরে মাইলেনী
ও মাইলেনী মাতা তাঁই না তোলে

১০. কোনখান থেকে ।

বাওয়া এ্যাকো ডাকো দুইরো ডাকো
তিনেঁা ডাকো রে দিলো ॥

ওরে চাইর বা ডাকের কালে মাইলেনীটা
উটিয়ায় খাড়া হইলো ॥

মাইলেনী কয় শোনরে ব্যাহেয়া
ওরে হেটেই কি তোর কাম
জানিস না এই জাগাকোনা হইলো
পরীর ঘরে মোকাম ॥

ওরে পরীস্থানে থাকে পরী
গুলবাহার তার নাম
ওরে সাতদিন বাদ বাদ আসিয়া পরী
এই বাগানোতে বাতাস খান।

তারে জন্নে গাতোঁ মুই মালারে
সেই পরীর মাইলেনী মুই হওঁ
ওরে তোকে দ্যাকিয়া হইলোরে দয়া
তোক মুই মারিবারে নওঁ।
জেবোনের যদিকেল আশা থাকেরে
ও মানুষ হেটেই হাতে ভাগিয়া পালায়
আরে ওই কতা শুনি ছিলভর আজারে
ভাবে বা মোনে মোনে ॥

ওরে আগে মরোন পাচে মরোন মোর
ওরে হেটেই[১১] মরোন হবে।
ওরে তেহইলে মুই কি পলেয়া যাইমু রে
না দ্যাকি পরীরে।

১১. এই ঠাঁইয়েই।

ত্থাকিম মুই ক্যামুন পরী জাইত্
ঝিগলা আচে কপালে ।।

ওরে এই কতা কয়া আজায়
মাইলেনীর পাও সাপটিয়া ধরে ।।

দিশা ঃ
গুণের মাইয়ারে
এইবার তরেয়া ত্থাহো মোরে ।
আসিয়া বেপোদোত পড়ছি
তোমারো বাগানে
ওরে হাত পাও ধরিয়া মাইলেনী
কানদে কানদে জারে জারে ।
ওরে কানদোন ত্থাকিয়া মাইলেনী বুড়ি
আজাক তুলিয়া নিলো কোলে ।।

ওরে যকোন ত্থাকো তুলিয়া নিলো কোলে
আজাকে মাইলেনী
ওরে মাও মাও বুলিয়া ডাকায় আজা
ও হায় ব্যাটা হইচে হামি ।।

হায়রে, এই কতা শুনিয়া মাইলেনী
বড়োই খুশী হইলো
ওরে হাটুর ওপোর হাতে আজাক
কোলোত বা তুলিয়া নিলো ।।

থাকেক থাকেক থাকেক বাচা
ও বাচা ভয় বা কি তোমারে
ওরে মুই বুড়ি থাইকতে রে বাপধন
কাই মারে তোমাকে ।

ওরে কি কামে বেঁন কনটই যাইস
ও বাচা কওতো হামারে
ওরে গোট গোট করি যতো কতো
মাইলেনীর আগে বলে ।।

ওরে এ্যালা মুই যাবার চাওঁ মা
উজেনী নগোরে
ওরে দয়া করি দ্যাকাও মাগো
সেই না পরী মোকে ।।
ওরে ক্যামোন বা সেই পরী জাইত মা
দ্যাকো নাই কোনো কালে
ও বুড়ি কয় থাকেক ব্যাটা
মোরে কোলেতে বসিয়া ।।

ওরে আল্লা যদিকেল দয়া করে
তে হইলে সেই পরী সাতে দেইম তোর বিয়া
সেই পরীর জেবোন আচে দ্যাকো
মোর বা হাতের পরে
ওরে তুই যে কতা কইমরে
সেই কতা পরী মানিয়া
ভালা নিবে

ওরে ছয়দিন বাদে আইস্‌পে পরী
মোর যে বাগানে
ওরে একতা শুনিয়া আজা
ওরে থাকে তাঁই সেইখানে ।।

ওরে দ্যাখ দ্যাগ্‌ করতে ছয়দিন দ্যাকো
গতো বা হয়া গ্যালো

ওরে দাসী বান্দি সাতে নিয়া পরী
আসিয়ায় হাজুর হইলো ॥

ওরে পরীক ছ্যাকি মাইলেনী বুড়ি
আজাক ঘুসিয়া[১২] আকিলো
ওরে ইতি ছ্যাকা গোলবাহার পরী
মাইলেনীকে কয় ॥

ওরে আইজ কেনে ফুলের মালা মোর
ও মালা ওছ্যান ছ্যাকা যায় ॥
ওরে সারা মালায় গন্দ করে
ও মালা হাতো নেওয়া নাইরে যায় ॥
মাইলেনী কয় শোন পরী
কয়া বুজাওঁ তোরে
ওরে ক্যামোন ক্যামোন করে গোন্দ
সেই কতা কওনা হামারে ॥

ওরে দিন গ্যালো সইন্ঝা[১৩] কালে
বসিলো নেরোলে
শোনেক পরী কওঁবা কতা
ও মোর মোন মানে না ॥

আইলচে এত্তেই সোন্দোর আদোম এ্যাক
দিন চারি পাঁচ হয়
আদোম এ্যামোন রে জাতি
তাক দেইক্লে লোভ হয় ॥

১২. আড়াল করিয়া।

১৩. সাঁঝ।

বাওয়া এই কতা শুনিয়া পরী
হাসিয়ায় উটিলো
ওরে মাইলেনীকে কতা স্থাকো
কবার যে নাগিলো।
(ও আহা রে)

ওরে স্থাকাও স্থাকি সেই আদোম
আদোম বা ক্যামোন
দুই চউকে স্থাকিয়া তারে
করিমোঁ যত্তোন।
(ও আহা রে)

হায়রে মহোলোতে আচে আদোম
হাতো যে ধরিয়া
ও পরীর সবাতে দিলো
হাজুর করিয়া।
(ও আহারে)

ওরে পরীক স্থাকিয়া আজা
পইলো স্নে টলিয়া
ওরে মোনে হয় ছিলভর আজা
গেইচে বুজি মরিয়া।
(ও আহা রে)

মাইলেনী কয় শোনেক পরী
কি কামোঁ করিলে
পরী হয়া নবীর বংশোক
মারিয়া ফ্যালাইলে।
(ও আহা রে)

আদম ছপি আচিল নবী
দুনিয়ারো পরে
তারে বংশোক মারিলু তুই
তোক নরোকোত্ জলা নাইগ্বে।
(ও আহা রে)

এ্যালায় বাচাও আদোমোক তুই
যদিকেল ভালাই চাও
ওরে ভালা চায়া ঔষধ আনি
তারে না খিলাও।
(ও আহা রে)

ছোলেমান নবীরে পরী
ভয় বা করিয়া
হাত ধরি তোলে অদোমোক
পড়ে তাঁই টলিয়া।
(ও আহা রে)

ধরি ধরি বসায় আদোমোক
টলি টলি পড়ে
মচ্চে কি বাচে আচে
না পায় বুজিবারে।
(ও আহা রে)

ওরে যকোন কালে নাকোত্ হাত পরী
দিলো রে তুলিয়া
ওরে গালা শাপটে ধরি উটিল আদোম
হাসিয়া হাসিয়া।
(ও আহা রে)

গালা শাপটে ধরি কয় আজা
গোলবাহারের সাতে
ওরে তোমার সাতে হইলো মোর বিয়া
আদোমের শাসত্রো মোতে।
(ও আহা রে)

ওরে যে কোন জিনিস যদিকেল
মুক্কোত ছ্যায় তুলিয়া
ওরে তাঁই ছাড়া সোয়ামী নাই তার
ছ্যাকো না খুঁজিয়া।
(ও আহা রে)

ওরে এছ্যান কতা শুনিয়া পরী
মাতা বা হ্যাট করে
ওরে বুচ্চো[১৪] মুই এই আদোমে বুঝিকেল
মোর জাইত বুঝিকেল মারে
(ও আহা রে)

বাওয়া বারের ছোরা নিয়া পরীরে
আজাক যায় মারিতে
আকো আকো বুলিয়া মাইলেনী
নাইগচে ডাকাইতে।
(ও আহা রে)

সোয়ামীক মারো যদিকেল
তে হইলে গোনাগারো হইবে
য্যামোন মারিল সোয়ামীক
বিবি জায়েদায়।
(ও আহা রে)

১৪. বুঝেছি।

সেইস্থান পাপিনী যদিকেল
তুমি হবার চাও
শুঙ্গিয়া স্থাকো নিজের গাওখ্যান
আদোম আদোম গোন্দায়।
(ও আহা রে)

ওরে এই মাইনষের গায়ের গোন্‌দো
তোর গাওয়েতে নাগিচে
আর কি খাবার পাবু তুই
পরীর ঘরে সমাজে।
(ও আহা রে)

এই কতা শুনিয়া পরী
আগ বা ক্ষেমা করে
ওরে মাতা হালেয়া অইনারে পরী
নাইগ্‌চে ভাবিবারে।
(ও আহা রে)

হায়রে যকোন কালে মাইনষের গোন্‌দো
পরীর গাওয়োত্‌ পাইলো
অতোতে চড়ি সাতের পরীরা
পরীস্থানোত্‌ গ্যালো
(ও আহা রে)

এ্যাকলায় অইলো গোলবাহার
বাগানেরো পরে
ওরে মাইলেনীরো হাতো ধরি পরী
নাইগ্‌চে কান্‌দিবারে।
(ও আহা রে)

পরীর ঘরে মইদে গাও মোর
সোয়ামী না আচে
আদোমের সাতে জোড়া বুজিকেল
মোর কপালোত লেখিচে।
(অই আহা রে)

শ্যাষ কতা ভাবিয়া পরী
আদোমোক নিয়া কোলে
বইসে যায়া দোনোজোন তকোন
নেরালা পালোংগে।
(অই আহা রে)

ওরে কত্পা করে আলাপ দুইজোন
এ্যাক সাতে শুতিয়া
কেউ কয় কেউ শোনে
নেরোলে বসিয়া।
(অই আহা রে)

চউকোতে আচিল কইন্যার
চউকের কাজল খ্যানি
টানিয়া ছিড়িল আজায়
গালার মালা খ্যানি।
(অই আহা রে)

ককনো পরীক কোলোত্ ল্যায় আজায়
ককনো বইসে তার কোলে
কতো ধেরান[১৫] খ্যালা খ্যালায়

১৫. ধরণ।

নেয়ালা বাগানে।
(অই আহা রে)

এইস্থান হালে থাকে পরী
আদোমোক যে নিয়া
কতো ধেরান অংতামোশা
বিচনাতে শুতিয়া।
(অই আহা রে)

এইস্থান ভাবে কতোপা দিন ভাই
গতো বা হয়া গ্যালো
দ্যাকোনা তামোশা পয়দা
খোদায়ে করিলো।
(অই আহা রে)

এ্যাকদিন দোপোর আইতোত
সোয়ামীক নিয়া কোলে
নিদেঁাতে ব্যাভোলা পরী
সোয়ামীক নিয়া বুকে।
(অই আহা রে)

হ্যানকালে বুকে আজোল কইন্যাক
খোয়াবে দ্যাকিলো
ওরে কাইন্‌তে কাইন্‌তে অইনা কইস্থা
পাওয়োতে পড়িলো।
(অই আহা রে)

ওরে কাইনতে কাইনতে সেইনা কইস্থা
কতো কতায় কয়

ওরে পরীক পায়া পাশ্রি অইলেন
হতভাগী আমায়।
(অই আহা রে)

ওরে তোমরা না করিয়া কড়াল
ছবি দিচ্লেন তুলি,
ওরে তোমরা ছাড়া এই জগোতোত্
কেহ নাই মোর পতি।
(অই আহা রে)

এই খোয়াব যকোন দ্যাকো আজা
পাইলো দ্যাকিবারে
ওরে কান্তে কানতে পইলো টলি তাঁই
জইম্নের ওপোরে।
(অই আহা রে)

দিশা ঃ
কপালে এই ঘ্যাকিচো
দারুণ বিদি কপালে
ওরে নিদ্ হাতে উটিয়ায় পরীরে
ও পরী কান্দে জারে জারে।
ওরে কি দোষ পায়া সোয়ামী মোর
ধুলাত্ পড়ি আচে।।

ওরে ধেরে ধেরে যায়া কইন্যারে
তুলিয়া নিলো কোলে।।

ওরে কি হইলো কি হইলো নাতো
কি হইলো তোমারে
ওরে সেইক্না কতা শুনিয়া আজা

কান্‌তে কান্‌তে বলে।
ওরে শোনেক কইন্যা দুক্কের কতা
ওরে পরাণ মোর ফাটে
বিদ্যায় করিয়া দেহ্ মোরে
যাইম মুই উজেনী নগোরে ।।

ওরে উজানী নগোরোত্ আচে
আজা মানিক পাল
তার ঘরোত্ আচে কইন্যা
নাম থইলো তার বুকে আজল।

সেই কইন্যার ছবি দ্যাকি
মোনে না মোর মানে
এই কতা শুনিয়া রে কইন্যা
সোয়ামীর পাউয়োত্ পড়ে।

ওরে না যান না যান নাতো
সাগোরোত্ ভাসেয়া
তোমরা মোক ছাড়িয়া গেইলে
কি যেন গতি হইবে।

ওরে ছাইড়চোঁ মুই বাপ আর মাও
ছাইড়চোঁ দাসীবান্দিগণ
তোমার দিকি দ্যাকিয়া নাতো
আচে মোর এ জেবোন।

ওরে আজায় কয় শোনেক পরী
যতো বা বুজাওঁ মোরে
এই দন্‌ডে চলি যাইম মুই
আজোলেরো ঘরে ।।

ওরে কাদাকাটি শুনিয়া মাইলেনী
আইলো বা ধেরে ধেরে
ওরে ঝাড়িয়া গাওয়ের ধূলা
ব্যাটাক তুলিয়ায় নিলো কোলে ॥

কিসোক ব্যাটা কাইদবার নাগচিস তুই
পড়িয়া জইম্‌নের পরে
ওরে সুন্দরী পরী দ্যাকিয়া যাদু রে
বিয়া বা দিচোঁ তোরে ॥

ওরে কিবা কতা কইচে পরী
কওবা মোরো আগে
ওরে মোনে যদিকেল করিয়া থাকিস
দো-বিয়া করিতে ॥

ফির তে হইলে বিয়া দেইম্‌ তোকে
সোন্‌দোরী কইন্যা আনি
ওরে হাত জোড় করিয়া রে আজা
কয় মাইলেনীরো আগে ॥

বিত্থায় করি দেও মাগো
যাওঁ মুই আজোলোক উট্‌কাইতে
ওরে সেই কইন্যা না পাওঁ যদিকেল মা
তে হইলে মরি যাইম তোর আগে ॥

ওরে চালাকি আচিল মাইলেনী
সউগে কতায় জানে
পরীর হাত ধরি কয়বা কতা
চাতুরালী ভাবে।

কও কতা মা

এ্যালা কি করা নাইগ্‌বে
ওরে সোনার যাদুক মোর
নিয়া যা তুই উজেনী নগোরে ।।

এই কতা শুনিয়া পরীরে
কয় বা ধেরে ধেরে
ওরে হাটেক এ্যালা নিয়া যাওঁ গো
উজেনী নগোরে ।।

ওরে খোপা ধরি আনি দেইম মানীক
তোমার পাউয়ের তলে
ওরে মাইলেনীর নেকোট হাতে বিস্থায় হয়া
দুইজোন যায়বা ধেরে ধেরে ।।

(বাওয়া) আজার হাত ধরিয়া পরীরে
শূন্নে উড়াও দিলো
(ওই আহা রে)

এ্যাক পাজলানে[১৬] উজেনী নগোর
দ্যাকিবারে পাইলো
(অই আহা রে)

খানিক দূর বাকী আচে রে
উজেনী নগোরো
ওরে নামিল যায়া দুইজোন দ্যাকো
জইমনের ওপোর ।
(অই আহা রে)

(বাওয়া) খাওয়া দাওয়া করি
দোনোজোন আরাম করিলো

১৬. নিমিষে ।

হায়রে জমের নিদঁ আসিয়া আমার
চউকেতে চাপিলো।
    (অই আহা রে)

দ্যাকো ভাইরে খোদার খ্যালা
ক'াই বুজিবার পারে
ওরে সেই জংগোলোত্ অচিন এ্যাক পাখি
নজোরে দ্যাকিলো
    (অই আহা রে)

ওরে আগে দ্যাকো যে ময়না কোনা
খবোর পটে দিচলো
সেইদিন হাতে সেই ময়না দ্যাকো
পত্ তাকেয়া অইলো।
দ্যাকিয়া আজাকো পাকি
যায় বা বাও ভরে
যেটেই আচিল আজোল কইন্যা
পাকি গ্যালো তারো আগে।

ওরে ক'াইদবার নাইগ্চে আজোল কইন্যা
মাও জননীর আগে
হ্যান সোমে ময়না পাখী যায়া
বইসে তার বুকে।

দিশা ঃ
কাইদোনা কাইদোনা লো
মায়ের চাদ বদনে।।

শোন শোন শোনরে জননী
কতা বা শোনেক মোরে।।

আইলচে এত্তেই[১৭] তোমার সোয়ামী
তুলিয়া নেও তাক কোলে ।।

ওরে দুই কোশ তপাতে আজা
বইনোক নিয়া সাতে।
বরিয়া যায়া আনো তাক জননী
আনো সেই খবোর দিতে ।।

পাকীর কতা শুনিয়া কইন্যা
আউলা ঝাউলা ভ্যাসে
ওরে কনটই হাতে[১৮] আলু মোর পাখি
আলু তুই এ্যাতো দিনে।

কোনটই আছে মোর পানের পতি
দ্যাকাও আগে মোরে
ওরে একা যকোন আনী
পাইলো শুনিবারে ।।

ওরে কইন্যার সাতে কয় কতা
ক্যামোন সোয়ামী হয় তোরে
ওরে হাটে যায়া দ্যাকি
কোনটই আছে তোর সোয়ামী
আনি তাক মহোলে :

ওরে হাত বা ধরি মাও আর বেটি
যায় বা ধেরে ধেরে
ওরে চাইরো পাকে দাস আর দাসীগণ
সগ্‌গইরে চাইলোন বাতি সাতে ।।

১৭. এখানে আসিয়াছে। ১৮. কোন ঠাই হইতে আসিলে

ওরে ধেরে ধেরে যায় বা কইন্যা
সোয়ামীক থাকিবারে
ধেরে ধেরে যায় কইন্যা
পাকি যায় তার সাতে ॥

গেইতে গেইতে গ্যালো সগ্‌গই
আজারো সামোনে
ওরে দূর হাতে দউড়ি যায়া থাকো
গালা শাপটিয়া ধরে।

দিশা ঃ
ওরে ভাবের কোড়া কি কোড়া রে
কোড়ার ডাল ভাংগি পড়ে ॥

এই বুলিয়া অসের কইন্যা
নাইগ্‌চে কানদিবারে
আইসেক আইসেক পানের পতি
আইসেক মোর কোলে
তোমার জন্নে আইকচোঁ মদু
কাইচের বোতোলে।

ওরে এ্যাতো দিনে আইলেন নাতো
অবাগিনির কোলে
ওরে দিনে দিনে যৈবন কোনা মোর
নাইগ্‌চে বাড়িবারে ॥

ওরে তোমার জন্নে মোর ফুলের মদু
পড়ে টোপে টোপে
তোমরা হইলেন আসিক নাগোর

হামরা হইনেঁা পেয়ালা
এই পেয়ালা ধরিয়া তোমরা
করেন অসের খ্যালা ।।

কি কইরমেঁা কনটই যামেঁা
না ছাকি উপেয়
শরমে না কবের পারি
মঁাও বা গোসা হয় ।।

মঁাও জনোনী আচে কাচে
কবার না পারি
খিলামেঁা ডাইল্মের কলি
হাটো আমার বাড়ী ।।

নয়া ডালিম গাচোত হামারে
ডগ মগ ডগ মগ করে
তোমার জইন্নে আইকচেঁা মদু
এই না যত্তোন করে ।।

এ্যাতেক ছাকি আনী ছাকো
ভাবে মোনে মোনে
সেক্তেই হাতে যায় আনী
আজাক খবোর দিতে ।।

ওপোনীত হইলো আনী
আজারো আগোতে
পাওয়োত্ ছালাম করিয়া আনী
কয়বা ধেরে ধেরে

ওরে আইল্চে সোদ্দোর জামাই এ্যাক
বেটিরো সামোনে ।।

দিশা ঃ
আনী কি বাইক্য শুনাইলেন আইজ হামারে।
এ্যাতো দিনে ভাতারের মর্মো
বেটি মোর পাইলো জানিবারে ।।

বড়ো সাদ আচিলো মোনে
বেটিক বিয়া বা দিতে
ধুম ধাম করিয়া দেমোঁ গো বিয়া
বেটি গো যে মোরে ।।

এ কতা শুনিয়া আজা
দেওয়ানোকে কয়
ওরে হামার জাইত যতোগুলা আচে দেওয়ান রে
তামার ঘরোক জিয়াপোত্[১৯] দেওয়া যায়।
বেটি হামার নিচে বরো
ওরে তাতে মুই ব্যাজার[২০] হইম বা ক্যান ।।
মুল্লুকেতে আচে যতোরে
ভেন্ন ভেন্ন জাতি
সগ্গইকে দিমু জিয়াপোত
করিয়া কাকোতি।

বাওয়া ঢুলি মালি ডোম হ্যাতোর
চান্ডাল আর জাল্লাদ
হিন্দু মা[illegible] কই [illegible]রি[illegible]

১৯. [illegible]াওয়া[illegible]।

কেউ না রইলো বাদ
(আরে অই আহা রে)

শা-শুড়ি নাউয়া ধোপা
কেউ বাকি না যে অইলো
ছত্তিশ জাইত্ গনিয়া দেওয়ান
জিয়াপোত্ করিলো।
(আরে অই আহা রে)
যাবার নাগিল সগলে ত্থাকো
জিয়াপোত্ যে পায়া
মানিকপাল আজার কতা সগলে
শোন মোন দিয়া
(আরে অই আহা রে)

গান বাজনা অংতামশা
চলিবার নাগিলো
বড়ো ধুমধাম আজার বাড়ীত্
পড়িয়ায় যে গ্যালো
(আরে অই আহা রে)

কাঁইও বাজায় ঢোল বা খানি
কাঁইও বাজায় কন্নাল
শানাই কোনা কাঁইও বাজায়
ভো ভো আওয়াজ তার।
(আরে অই আহা রে)

কাঁইও বাজায় ডাইনা ঢুলি
কাঁইও হারমোনি ব্যাহালা

ওরে এ্যামোন বাজোন বাজায় তামরা
কানোত্ নাগে তালা।
(আরে অই আহা রে)

ওরে বন্দুকের হিড় হিড়
গাঁদের ধাম ধুমো পড়িলো
ওরে প্যাট অওলি ব্যাটিছাওয়ার কতো
হামেলা পড়িলো।
(আরে অই আহা রে)

ওরে এ্যাত্ ধুম্ধাম করে ছ্যাকো
আজা মানিক পাল
ওরে আজাক নিয়া আজোল কইন্যা
হইলো পাগোল
(আরে অই আহা রে)

নাচের জন্নে গিদেলী নিলো
সাতোতে করিয়া
বইরেতি আর আইয়ো নিলো
গাঁদেরো নাগিয়া
(আরে অই আহা রে)

হাতির পিটোত চড়ি যাবার নাগিল আজা
দায়ান্দোক আনিবারে
ওরে ওপোনীত হইলো যায়া
ছিলভর আজার আগে।
(আরে অই আহা রে)

বাওয়া আইয়োর ঘরোক হুকুম দিলো
গাও ধোয়াইবারে
আতোর মিশি পানি আনে আইয়োয়
কাকের কলসি ভইরে
(আরে অই আহা রে)

গাও ধোয়া ছ্যাকো তারে
কাপোড় পেদেঁয়ায় দিলো
আরে ভালো ভালো জামা জোড়া
মাতাত্ পাগড়ী দিলো।
(আরে অই আহা রে)

আজার নাহান সাজেয়া তারে
হাতির পিটোত্ তুলিয়া
যাবার নাগিল মানিক পাল আজা
জামাইক সাতে নিয়া।
(আরে অই আহা রে)

ভরা সবার সাজোত্ যায়া
তাঁই কবার যে নাগিলো
ওরে আকোন্দে আসি বিয়া কোনা
পড়েয়ায় ভালা দিলো
(আরে অই আহা রে)

বাওয়া হয়া গ্যালো বিয়া কোনো
ঘুচিলো জঞ্জাল
খবোর পায়া বুকে আজোল কইয়া
হইলো যে খোশাল
(আরে অই আহা রে)

আমোদ আল্লাদে অদ্দেক আইত্
গ্যালো গুজরিয়া,
বাসোর ঘরোত আকিয়া আইলো
দাসীগনে যাইয়া
(আরে অই আহা রে)

আমোদ আল্লাদের মইদে কতো দিন
কাটেয়ায় যে দিলো
এ্যাক দিন ষ্যাকো গোলবাহার পরী
কবার যে নাগিলো
(আরে অই আহা রে)

কানোর কাচোত মুক আনি কয়
আউটালোত[২১] বসিয়া
হাটেক এ্যালা যাই হামরা
ষ্যাশোতে চলিয়া।
(আরে এই আহা রে)

দ্যাশের কতা যকোন আজায়
পাইলো তাঁই শুনিবারে
ওরে নিজের আইজ্জের কতা তার
পড়ি গ্যালো মোনে।
(আরে অই আহা রে)

দিশা ঃ
হামরা যাইগো কুল বোনোবাসে
জল্‌মের মতোন হে।।

২১. আড়ালে।

বিয়া উটি ছিলভর আজারে
শ্বশুরের আগোত কয়
বিদ্যায় দেও শ্বশুর বাওয়া গো
নিজ দ্যাশে যাওয়া খায় ।।

ওরে কতোদিন হইলো আইলচোঁ মুই
নিজের আইজ্জো যে ছাড়িয়া
ওরে তাড়াতাড়ি দেও মোক বাপধন
বিদ্যায় যে করিয়া ।।

ওরে কতা শুনি আজার আনী রে
কানদিয়া কানদিয়া কয়
বিদ্যায় দিতে ওরে বাপধন
মোনে মোর নাইরে চায় ।।

এ্যালা তোমরা যদিকেল-যান চলিগো
আপোন বা দ্যাশের পরে
বুকে আজোল নামে বেটি মোর
কি হইবে তাহারে ।।

ওরে আজায় কয় শোনেক জননী
কয়া বা বুজাওঁ তোরে
তোমার বেটি হামার সাতে যাইবে
হুকুম বা দেও তাকে ।।
ওরে নেওয়া দেওয়া খোদার খ্যালা মাগো
এই জগতের পরে
ওরে পরাকে না দিয়া বেটি
কাঁহবা আকে ঘরে ।।

ওরে এই কতা শুনি আজার আনীরে
দেওয়ানোক ডাকেয়া কয়,
ওরে হাতী ঘোড়া নয় বা নস্‌কোর
নাজোন করিয়া দেও।
(আরে অই আহা রে)

দাসী বান্দি থরে থরে
দিলো কইন্যার সাতে
কানদি কানদি বেটি জামাইক্‌
দ্যায় বা বিদ্যায় করে
শ্বশুর শউরিক ছালাম করি আজা
চড়ে তাঁই হাতিতে
দিনে আইতে যাবার নাগিল তাম্‌রা
বেলোম নাই যে করে।
(আরে অই আহা রে)

ওরে আর কতেক দূর হাতে নোকজন
আর কতেক দূর যায়
আম গাচে পাইকচে আম এ্যাক
কইন্যার দেইকপার পায়।
মাতার কাপড় টানিয়া কইন্যাটায়
সোয়ামী নেকোটে কয়
শোনেক শোনেক পানের পতি মোর
মোর বা এ্যাক হাউস হয়।
(আরে অই আহা রে)

আম গাচোত্‌ ঝুলবার নাইগ্‌চে আম
পাড়িয়া দেওয়া নাইগবে

এই কতা শুনি বা আজা
নাইগ্লো তাঁই ভাবিতে।
আজা হয়া পরার গাচোত্ মুই
চড়িম বা ক্যামোনে
ওরে আগ হয়া কয় বা কতা
আনীরো সামোনে।
(আরে অই আহা রে)

ওরে নারী হয়া লজ্জা দেও বুজিমোক
মাইনষেরো আগে
ওরে বাড়ী যায়া খিলাইম আম
যতো ন্যায় তোর মোনে
এই কতা শুনিয়া আনী
আজার বা আগোত্ কয়,
আম না দিলে তোমার সাতে
যাওয়ায় হবার নয়।
(আরে অই আহা রে)

ওরে নয়া সোয়ামী নয়া নারী
মুই আদেশ কুরু ভারী
ভালো যদিকেল চাও আজা
আম দেও মোক পাড়ি
আজায় কয় কালসাপিনী নারী
কয়া বা বুজাওঁ তোরে
তোক বিয়া করি বুজিকেল মোর
জাইত্ কুল সউগে যাইবে।
(আরে অই আহা রে)

এহি কতা শুনিয়া আজোল
হায়রে ভাবে বা মোনে মোনে
জবান খুলিবা কইম কতা আর
দুরাচার আজার সনে।
বারো বচ্চোরের জন্নে আজোল
তওবা করিয়ায় নিলো
মুক ঘুরিয়া আজোল কইন্যা
অইন্নদিকি বসিলো।
(আরে অই আহা রে)

দিশা ঃ
চেংড়ি আয় মোরে সাতে
এ্যামোন ছাপোন কিনি দেইম তোক
তাঁই জলোতে ভাসে ।।

ওরে হাত বা ধরিয়ায় টানে আজারে
ও কইন্যা না আইসে বোগোলে
ওরে টানাটানি করিয়ায় আজারে
অই আজা উজীরোকে ডাকে ।।

ওরে তাম্‌বু টাংগাও অইনারে উজির
অই থাকিমোঁ এইখ্যানে
অই তামবু টাংগেয়া বা থাকে আজারে
কইন্যাক বুজায় দিনে আইতে ।।

কতো মতো বুজায় আজারে
ও কইন্যায় কতা নাইযে বলে
এই জাগার কতাগুলা ভাইরে
ভাইরে অইলো এই জাগাতে ।।

ছিলভর আজার উজিরের কতারে
তোমরা শুনিয়া ন্যাও সকলে
যেদিন ছ্যাকো নিয়া গ্যালো উজিরোক
দুরাচার দেওয়োক ধরে ।।

দিশা ঃ

ওরে বাওয়ার দেশের কাগা
ক্যানরে কাগা আইসাচো।
দানোবের আজায় ডাকেয়া কয়
উজিরোকে তারে
সাতে করি আইনচেন মানুষ
কি কইরমোঁ তারে ।।

উজিরে কয় শোন বাশ্‌শা
কয়া বুজাওঁ তোরে
ওরে তোমার এ্যাক বেটি আচে
বইদ্যাশে নগোরে ।।

আরে তাকে আনিয়া খামোঁ মানুষ
বসিয়া এ্যাকো সাতে
ওরে এই কতা শুনিয়া আজা
হুকুম বা করিয়ায় দিলো ।।

ওরে তকনে ছ্যাকো দুই দানোব গ্যালো
দেউনীক আনিবারে
ওরে বাওয়াভরে যায় সেই দেওরে
কইলাশো নগোরে ।।

ওরে ওপোনীত হইল যায়া
অই দেওনীরো যে আগে

স্থাকিয়া দেওয়ের বেটি
কয় বা ধেরে ধেরে
এ্যাতো দিনে ক্যানে আলু ভাইধন
মোক বা স্থাকিবারে ।।

ওরে বহুদিনেঁা গতো বা হইলো
থাকো এই জংগোলে ।।

উজীরে কয় শোনেক মাও মোর
তোক আনু বা নিয়া যাইতে
মানুষ এ্যাক আনচি ধরি
খামেঁা এ্যাকো সাতে ।।

বাওয়া এই কতা শুনিয়া দেউনীরে
কিবা কামেঁা করে
সাইজবার নাগিল অইনা দেউনী
ত্যাড়োং ব্যাড়োং করে ।।
(আরে ও আহা রে)

আশীগজ ছালা এ্যাক দেউনী
শাড়ী বা বানাইলো
বড়ো বাড়ো হাতির মাতা
নাকোত্ সদেঁয়া দিলো ।

গাতিয়া স্থাকো গরুর কাল্লারে .
গালাত বা তুলিয়া দিলো
দ্যাকিয়া সেই গজোমোতি হার
দেউনী হাইস্‌বার নাগিলো ।
(আরে ও আহা রে)

মরা কুত্তার মাতা দুইটারে
কানে তুলিয়ায় দিলো
ওরে দ্যাকিয়া তাঁই কানের কানফুল
দেউনী হাইস্‌পার নাগিলো
ওরে ঢেকির নাহান দাতগুলারে
ক্যাড়া ব্যাড়া হইলো
কতো ধেরান কিড়া পোকা
তাতো বসিয়া অইলো।
(আরে ও আহা রে)

বাওয়া বুকের দুই পেস্তান হইলোরে
মটকা বরাবরে
বুকের উপর ঢোলে বা দুইটা
কিবা শোবা করে।
এইদ্যান করি সাজিয়া দেউনীরে
উটিয়ায় খাড়া হইলো
ওরে বাপের চাকরের আগোত্‌ যায়া
কবার তাঁই নাগিলো।
(আরে ও আহা রে)

হাটো হাটো হাটো ভাইধন গো
যাইবা নিজো দ্যাশে
মোর জন্নে দয়ার বাপধন
আচে ঘাটা[২২] তাকে[২৩]।।
দানোবের এ্যাক বেটি আচিল রে
নামে যে সোনদোরী
নওবা বচ্চোর হইলো বস তার

২২. পথ ২৩. তাকাইয়া।

নিলো তাক সাতে করি ॥
(আরে ও আহা রে)

দ্যাগ্ দ্যাগ[২৪] কইরতে যায় বা দেওরে
করিয়া দৌড়া দৌড়ি
ছয় দিনের আস্তা গ্যালো তাম্রা
ছয় বা দণ্ডে চলি ।
হাজুর করিয়া দিলো বেটিক রে
আজারো সামোনে
ওরে এই দ্যানভাবে কতো দিনেঁারে
গতো বা হয়া গ্যালো ।
(আরে ও আহা রে)

ওরে মানুষ দেইক্তে দেউনীর মনোত্
বড়ো আশা হইলো ।
এ্যাক দিনো বেটি ত্থাকো
বাপের আগোত্ কয়
মানুষ দেইক্পের জন্নে মোর
মোনোত সাদ হয়
আনিয়া ত্থাকো দিলো মানুষ
বেটিরো আগোতে ।
(আরে ও আহা রে)

ওরে ত্থাকিয়া মাইনষের ছবি
তাঁই হায় হায় করে
ওরে দেউনী যকোন তার বেটিক
সাতে বা করিয়ায় নিলো ।

২৪ দেখিতে দেখিতে ।

ওরে মানষের ছবি হাকিয়া তাঁই
আশোক হয়া গ্যালো।
(আরে ও আহা রে)

দিশা ঃ
বিক্ক শিমিলা হে আসমানে বান্দো ডাল
বেটি ছাওয়া হয়া সোনার যৈবোন
আইকমে্ঁা কতোকাল।
ওরে কি করিমে্ঁা কনটই যামো রে
না হাকি উপেয়
বাপো মাও হইলো বরি রে
ককোনবেন ধরিয়া খায়।
মোনের মইদে আশা আচিল রে
সোয়ামী করিমো মানুষে
ওরে ককোনবেন দয়ার বাপো মায়
তাক ধরিয়ায় খায়।।

ওরে যে আচে কপালোত্ মোর
না ছাড়িমে্ঁা তারে
নিয়া যাইম মাইন্ষোক মুই
ছাড়িয়া বাপ আর মায়ে।।

এইকতা ভাবিয়া রে দেউনী
ভাবে বা মোনে মোনে
যায়া কয় মাইনষোক তাঁই
হাটো হামার সাতে।।

তোমাক হাকিয়া মোন মোর
মজিয়ায় ভালা গ্যালো

বাইচপার যদিকেল থাকে আশা
তে হইলে হাটো হামার সাতে ।।
খেইল্মেঁা অংগের খ্যালা
বসিয়া নেরোলে
এই কতা শুনিয়া রে উজীর
ভাবে বা মোনে মোনে ।।
দুই বা দিকি গ্যাকি দুক্কো
সুখ না পাওঁ মুই মোনে
এই জাগাতে থাইকলে মইরমেঁা হামি
অত্তুই গেইলে দেউনী ।
বাচিপার আশা মোনে বা করিয়া উজির
দুইজোনে করিয়ারে বুদ্ধি
শুতিল যায়া বিচনাতে ।।
দোপোর আইতে উটিয়া রে দোনজোন
তামরা যাবার নাগিল বাওভরে
গ্যাগ্ গ্যাগ্ কইরতে বাপের আইজ্জো ছাড়িয়া
আর এ্যাক মুল্লুকোত্ গ্যালো ।
আর কতেকদূর হাতে দুইজোন
আর কতেকদূর গ্যালো
সামনে গ্যাকো কাটোম বা পাহাড়
নজরোতে পড়িলো ।
খোরাক বিনে দেউনী গ্যাকো আর
না পায় যে হাটিতে
ওরে দেউনী কয় শোনেক নাতো
জবান বা শোনেক মোরে
অইনা গাচে থাকেন তোমরা গো
মুই যাওঁ আহারো করিতে ।।

গাচোত আকিয়া দেউনী গ্যাকো যায়
আহার বা করিবারে
ওরে দেউয়ের চলোন হইলো উল্টা
উজীরে তাক জানে ॥

ওরে কাচোত্ গেইলে দূরোত্ যায়
আর দূরোত্ কইলে কাচে
ওরে কাচের কতা কয়া দেউনী
চলিয়ায় যা গ্যালো দূরে ॥

যে গাচোত আচিলো উজীর
সেই গাচের কতা শোন
সেই না গাচোত আচিল ভাষা রে
অই বোন বা মানুষের ॥

অল্পে খানিক বাদে গ্যাকো বোন মানুষ
আইস্পার নাগিলো-.
ওরে গ্যাকিয়া মানুষ তাম্রা
হাইস্বার যে নাগিলো।
ওরে ঘাড়োত্ করি উজীরোক তামরা
নাইচপার নাগিলো।
ওরে নাইচ্তে নাইচ্তে বোন বা মানুষ
অষ্টোম শওরোত্ গ্যালো ॥

ওরে নাইচ্পার নাইগ্ছিল' বোন মানুষ
এ্যাক ঠেংগিয়ায় পাইলো গ্যাকিবারে
দ্যাকিয়া দুই ঠেংগি মানুষ
এ্যাক ঠ্যাংগিয়া হাইস্পার নাগিলো ॥

ওরে এ্যাক ঠেংগিয়ায় কয় বা কতা
সাতের সাতির ঘরোক

ওরে হাটা যায়া দুই ঠেংয়িয়াক ধরি
দৌড়িবার না পাইবে।
দুই ঠেংগে দেই বড়া বাজিয়া
উল্টিয়ায় পড়িবে
এই বুলিয়া ঝাকে ঝাকে দ্যাকে
এ্যাক ঠেংগিয়ার দল
পাচে পাচে দৌড়িয়া সগলে
কয়বা ধরো ধরো।

ভয় বা পায়া দৌড়ায় রে উজীর
ধরা তার না পায়
ওরে তাক দ্যাকিয়া ডাকিয়া কয়
এ্যাক ঠেংগিয়ার দল
দুই ঠেংগিয়া দৌড়ায় এ্যাতো
মরি হায় রে হায়।।

তাতো দ্যাকো না ফেরে সগলে
তামরা দৌড়ায় পাচে পাচে
কতো এ্যাক ঠেংগিয়ায় মইলো দ্যাকো
ঘাটার আরো পতে।।

ওরে এই দ্যান করি দশো দিনোঁ রে
দউড়ায় পাচে পাচে
দউড়াইতে দউড়াইতে আইলো উজীররে
উজেনী নগোরে।
এ্যাতো দিনোর দুক্কো গেলো উজীরের
মাইনষের বসোত্ দ্যাকি
ওরে ঢুলতে ঢুলতে যায় বা দ্যাকি
পাগোলেরো হালে।।

ওরে দূর হাতে আজার বা নোকজন
পাইলো দ্যাকিবারে
ওরে খাবার কিছু পাইবে বুলি
জোরে হাটিয়া চলে ।

দিশা ঃ
ফকির চেনা যায় নারে
ওরে ভাই নউতোন খেলুকা যার গলে

যাই আচিল আজার উজীররে
তাঁই ফকিরের উপ ধরে
ওরে আশা হাতে টুপি মাতে
ঝোলা ঢোলে তার ঘাড়ে ।।

ওরে ধেরে ধেরে যায় বা উজীর
যেটেই আজা বইসে ।।
বসিয়া আচিল ছিলভর আজা
পাইলো দ্যাকিবারে
উজীর যায়া চিনিল আজাক
আজায় নাইরে চেনে ।।

ফকিরের হালে যায়া উজীর
আজাক ছালাম করে
ম্যালাদিন[২৪] হাতে ওপোবাসী আজা
খাবার বা দেও মোরে ।।

ওরে এই কতা শুনিয়া বাশশা
কিছু নাই রে বলে

২৪. অনেকদিন।

ওরে এ্যাকে তো বিবির শোকে
মোন মোর হুতাশন আচে ৷৷

হেটেই হাতে যাওরে ফকির
গেরামের ওপোরে
মোর বিবি বসিয়া রে আচে
ভাবি তারো জন্নে ৷
কোন বা ওগে আসি ধরিল বিবির
আও ক্যান বা না কাড়ে
এই কতা শুনিয়া রে উজীর
কয় বা কন্দো ভরে ৷৷

যার অচিলায় পালু বিবি
না চিনিলু তাকে
ওরে কিচুদিন থাকো রে বাশ্শা
বসিয়া এই জাগোতে ৷৷
তে হইলে তোমার মোনের সাদ
পুরা বা হয়া যাইবে
ওরে এই কতা শুনিয়া রে আজা
ভাবে মোনে মোনে
আহা রে ফকির ব্যাটা
কি শোনালু মোরে ৷
(আরে ও আহা রে)

ওরে কার অচিলায় পানু বিদি
জানিলু ক্যামোনে
ওরে উজীর হামার আচিল সাতে
তাঁই গ্যালো বেন কন্টই রে ৷
(আহা ও আহা রে)

তুই কি জানিস রে ফকির
উজীর কনটই আচে
এই বেপোদে উজীরোক হামার
কাঁই বা আনি দিবে
(আহা ও আহা রে)

উজীর কয় শোন রে বাশ্‌শা
খাবার মোক না দিলে
তোমার সাতে আসিয়া হামার
জাইত্‌ কুল সউগে গেইচে
(আহা ও আহা রে)

তোমরা হইলেন তক্‌তের বাশ্‌শা
নিচানী নগোরে
ওরে ছিলভর আজ বুলি তোমার নাম
ধাইয়ে মানুষ করে
(আহা ও আহা রে)

ওরে সেই বা আজা হয় তুমি
মোকে না চিনিলে
ওরে যাত্‌রার সোমে কাঁইবেন তোমার
সাতোতে আচিলে
(অই আহা রে)

মুই দ্যাকো উজীর ছাড়া
সিদিন কেহু না আসিলো
ওরে আইজা হামাক খাবার না দেও
কি বেন দোষ হইলো
(অই আহা রে)

ওরে এ কতা শুনিয়া রে আজা
কান্‌দিয়া কান্‌দিয়া
হাত্‌বা ধরি কোলোত্‌ তুলি ন্যায়
আদোরে করিয়া
(অই আহা রে)

ওরে সেই জাগাতে কত্‌পাদিন দ্যাকো
গতো হয়ায় গ্যালো
ওরে তাম্বু উক্‌রিয়া আজা
শওরোতে চলিলো ॥
(অই আহা রে)

ওরে ঘাটায় ঘাটায় কতো মোতে
বিবিকে বুঝায়
ওরে ভালো মন্দ কতো কতার
এ্যাকনারো উত্তোর নাহি পায় ।।
(ওই আহা রে)

দ্যাগ দ্যাগিতে গ্যালো আজা
নিচানী শওরে
ওরে দেওয়া আইজের আচা হচিল
পাইলো তাঁই শুনিতে
(অই আহা রে)

আগ্‌বাড়েয়া আনিলো আজাক
বসাইলো সিংগেসনে
ডাইনে উজীর হয়া আজা
বিচের আচার করে ।।
(অই আহা রে)

পোজ্জাগোন হইলো খুশি
আজাকে যে পাইয়া
য্যামোন মরা গাচোত্ পাতা
ধরিলো আসিয়া ।।
(অই আহা রে)

ওরে এ জাগার কতাগুলো
অইলো এ্যাকোন
বুকে-আজোল কইন্যার কতা
শোন দিয়া মোন
(অই আহা রে)

দিশা :
সোনদোরী নাকে ডোলাইম তোর
সোনার ফুরফুরি ।।

দিনে আইতে বুজায় বাশশা
আজোলের হাত ধরি ।।

কোন কতা না কয় কইন্যারে
থাকে তাই চুপ করি
ওরে কামের কতা কয় তাঁই বাশশা
করে তাড়াতাড়ি ।।
ওরে এই ভ্যান ভাবে দ্যাকো বচ্চোর
গতো বা হয়া গ্যালো
ওরে এ্যাক বচ্চোরের ভেতর বাশ্শা
না শোনে কইন্যার আও ।।

ওরে দিনে দিনে বাশ্শার মোনোত্
চড়িয়া গ্যালো আগ

ওরে এ্যাকোদিনে া দেওয়ানোক রে
কয় বা ডাকো দিয়া
ওরে বাইশ্‌মোনী নোয়ার ঢেকি রে
দেওতো মোক আনিয়া ॥

ওরে এ্যালায় যায়া আনো ঢেকি
দেইম্‌ মুই আজোলের নাগিয়া ॥

ওরে এইবার দেকিম মুই আজোল
আও কাড়ে কিনা কাড়ে
হুকুম পায়া যায় বা দেওয়ান
কামারের বাড়ী বুইলে ॥

বাওয়া কামারোক ডাকেয়া কতারে
কয় বা ধেরে ধেরে
শুনিয়া কতা কামারে তকোন
হাত জোড় করি কয় রে ॥

শোন শোন শোন আজোল
এ্যালাও বোজো মোনে
সকাল সকাল বানো বা বারা
এই না ঢেকির পরে ॥

পাবু কিনা পাবু আজোল
কওতো মোর আগে
ভালো মোন্‌দো না কয় কইন্যা
আজারো সামোনে ॥

ওরে আল্লার নাম নিয়া কইন্যা
ঢেকির পাড়োত্‌ গ্যালো

ঢেকির পাড়োত্ ধান বানিয়া
নাগিল কান্দিবারে ।।

দিশা ঃ
কলেমা বিনে
আর ভশশা নাই হে
আহা আল্লা মাবুদ মওলা গো
পরোবদিকার ।।

কাঁই বুঝবার পারে আল্লা গো
মহিম্যে তোমার
তুমি যদিকেল এই বেপোদে গো
না করো উদ্ধের ।।

ইতি হ্যাকো পানের স্বোয়ামী গো
বরি বা হইচে মোর
দয়া করো দয়েল বারি গো
আজোলের তরে ।

ওরে সতিয়ানার দোয়াইতে আল্লা গো
ঢেকিক করো সোলা বরা-বরে
বেটি ছাওয়া হয়া সতিয়ানা গো
ঠিক আকিনু ভয়ে ।

ওরে তার বদোলে ওগো আল্লা
তরেয়া বা ন্যাও মোকে
আল্লা নবীর নাম নিয়া
আজোলে পাও বা তুলিয়া দিলো ।।

ওরে আল্লার হুকুমে ঢেকির ওজোন
সোলার সোমান হইলো

সেই ঢেকিত্ ছ্যাকো বুকে আজোল রে
নাচিয়া বারা বানে ।।

ছ্যাকিয়া ছিলভর আজা রে
হায় হায় করিয়া কান্দে
না জানোঁ মুই বুকে আজোল রে
কতো বেন শক্তি ধরে ।।

বাইশ মোনি ঢেকি তোলে আজোল রে
সোলা বরাবরে
ওরে ফির আজায় হুকুম করে দ্যাখো
দেওয়ানেরো তরে ।।

ওরে তেইশমোনি কুলা এ্যাকনা দেওয়ান
আনিয়া বা দেও মোরে ।

ওরে সেই কুলাত্ ঝাইড়বে বারা গো
দেকিম আও কাড়ে কিনা কাড়ে ।।

ওরে হুকুম পায়া যায় বা দেওয়ান রে
অই না ডোমের ঘরে
শোনেক শোনেক অইনা ডোমরে
কয়া বা বুজাওঁ তোরে ।।
তেইশমোনি কুলা এ্যাকো রে
বানেয়া দেওয়া নাইগবে
ডোমে কয় শোনেক দেওয়ান
কিবেন কতা কও মোরে ।।

বাপ দাদায় সকলে বল্লে
নড়বার না পাইবে

কোন বা জনে সেই কুলার রে
এর বারা ঝাড়িবে ।।

বাওয়া এ্যাতো শুনিয়া কয় বা দেওয়ান
চউক যে গরোম করি
গরোম দেকি ডোমেরা সগগই
গুষ্টি সুদ্দায় নাগে ।।

ওরে তিন বা মাসে বানাইল কুলাখ্যান
অই নিয়া বা যাইবে কে ?
ওরে কতো মানুষ আনিয়া দেওয়ান
কুলা বা সাঁই দিলো ।।

ওরে আজোলেরো আগোত্ লিয়া যায়া
কুলা হাজুর করিয়া দিলো
কুলা দ্যাকিয়া বুকে আজোল কইন্যা
কাইদবার নাগিল কপালোত্ হাত মারি ।।

ওরে কিনা দোষের জন্নে অইনা আজামোক
কইরবার নাইগচে জলাজলি
ওরে কাইনতে কাইনতে কয়রে আজোল
হক আল্লার দরবারে ।।

ওরে আজোলের দোয়া দ্যাকো কবুল হইল
হক আল্লার দরবারে
ওরে তেইশমোনি নোয়ার কুলা কল্লিস খোদায়
সোলা বরাবরে ।।

ওরে আজালের দোয়া কবুল হইলো দ্যাকো
আল্লারো দরবারে

ওরে সেই কুলা তুলিয়া রে আজোল
হাসিয়ায় বারা ঝাড়ে ॥

হায়রে সেই বারা বানিয়া আজোল
চাউল ঝাড়িলো পচিলো
ওরে সেই চাউল আদিয়া ভাত
আজাক খাবার করি দিলো ॥

ওরে ভাতের পাতোত্ বসিয়া আজা
আজা কানদে জারে জারে
আহারে বুকে আজোল কইন্যা মোর
আও ক্যান বা কাড়ে ॥

ওরে বেটি ছাওয়ার কতা হুন্‌লে তুষ্টি হয়
ব্যাটা ছাওয়ার মোন
বেটি ছাওয়ার জন্নে বেটা ছাওয়ার হয়
হায়াত্ থাক্‌তে মরোন ॥

ভাতের থালি আকিয়া আজা
আজোলের হাত ধরে
কতো মতে বুঝায় তাক
তাতো আও দ্যাকো না কাড়ে ॥

ওরে গোস্বা করি হুকুম দিলো
আজায় দেওয়ানেরো তরে
ওরে পচিশ মোনি নোয়ার ঝাটা
আনিয়া দেহ মোরে ॥

দ্যাকিমো এ্যাবার আজোল বিবি গো
কিবা কামেঁা করে

ওরে হুকুম পায়া যায় বা দেওয়ান
কামারের বাড়ীতে ।।

ওরে পঁচিশ মোনি নোয়ার ঝাটা কামার
বানেয়া বা দেও মোরে
আজোলের শামটিরে আইগ্না
সকালে বৈকালে ।।

ওরে পঁচিশ মোনি নোয়ার ঝাটা কামার
বানায় বা ধেরে ধেরে
পাঁচ মাসে শ্যাষ হইলো কাম
শোন ভাইরে সবে ।।

ওরে নোকজোন নিয়া রে দেওয়ান
সেই ঝাটা আনে ঘরে
বসি আচিল বুকে আজোল কইন্যা
দিলো তারে আগে ।।

বাওয়া এ্যালা ছ্যাকো এইগ্লা কতারে
অইলো বা ভালে ভালে
ক্যামোন বা করি বুকে আজোল কইন্যা
সেই ঝাটা দিয়া আইগন্য শাম্টে ।।
(আরে ও আহা রে)

ঝাটা কোনা ছ্যাকিয়া কইন্যা রে
গড্গড়েয়া কাইপতে থাকে
কাইনতে কাইনতে কয় খালি তাঁই
বাপ মায়ে দিতে মোক জমের হাতে ।।
(আরে ও আহা রে)

ওরে এ্যামোন নিদয়া আজারে
কতা তাঁই না বোঝে
পঁচিশ মোনি নোয়ার ঝাটা
কাঁই নড়েবার পারে ।।
(আরে ও আহা রে)

ওরে আগে মরোন পাচে মরোন রে
ওরে মরোন এ্যাক দিন আচে
ধরিম যায়া মুই সেই ঝাটা
মোর যা কপালে আচে ।।
(আরে ও আহা রে)

যকোন কালে ঝাটা কোনা রে
কইন্যায় হাতোতে ধরিলো
পাত্‌রের নাহান ভর বা আসি
ঝাটাতে যে হইলো ।।
(আরে ও আহা রে)

নড়বার না পারে ঝাটারে
কইন্যা কান্দে ঝারে ঝারে
ওরে দূর হাতে ছিলভর আজারে
পাইলো তাক দ্যাকিবারে ।।
(আরে ও আহা রে)

ছিলভর আজায় কয় কতা
নিজের মোনে মোনে
এইবার দেকিম আজোল কইন্যাক
কাঁইবেন অক্কা করে ।।
(আরে ও আহা রে)

যকোন কালে আজোল কইন্যারে
খোদার নাম ছাড়িলো
ওরে আরোশ হাতে ধনি আল্লা
ব্যাজার হয়া গ্যালো ॥
(আরে ও আহা রে)

আল্লায় কয় শোনেক রে জিব্‌রিল
কয়া বা বুজাও তোরে
ঠিক সাজা দিম মুই আইজ
আজোলো কইন্যারে ॥
(আরে ও আহা রে)

দুইবার খ্যাহো নাম নিয়া তাঁই
গেইচে যে বাচিয়া
এইবার দ্যাকো দুষ্ট আঁজালোক
কাঁইবেন ন্যায় তরাইয়া ॥
(আরে ও আহা রে)

বাওয়া পনচাশ মোন ভর করিলো
খ্যাকো অইনা ঝাটার পরে
হালবার না পারে তাঁই ঝাটা
আজোল কান্দে বসি জারে জারে ॥
(আরে ও আহা রে)

হায়রে ছিল ভর আজায় যায়া তকোন
আজালোকে কয়।

আইগনা শামটিতে দেরী করিস ক্যান্
সেই কতা মোক কও ॥
(আরে ওই আহা রে)

জবান খুলিয়া কওবা কতা
হামারো আগোতে,
না কইলে শির কাটি তোর
নটকে দেইম দরবারে ।।
(আরে ওই আহা রে)

ভালো মোন্দ না কয় আজোল
থাকে তাঁই হ্যাট মাথাতে
বুক ভিজিয়া চউখের পানি
টোপ টোপ করি পড়ে ।।
(আরে ওই আহা রে)

ওরে আগ হয়া কয় বা আজা
বেলদারের তরে
মাতা কাটিয়া আনো এ্যালায়
যা হয় হইবে পাচে ।।
(আরে ও আহা রে)

বাওয়া ইতি ডাকো অইনারে আজা
দেওয়ানোক নিলে তাঁই মাতে
চুপ করিয়া কয় তাঁই কতা
বসিয়া নেরোলে ।।
(আরে ও আহা রে)

না কাটিস না কাটিস বেলদার
আজোলেরো তরে
খুলিয়া কমু গোর জেবোন আচে
আজোলের ভেতোরে ।।
(আরে ও আহা রে)

ছোরা হাতোত নিয়া কইন্যাক
ভয় বা দ্যাকাইবে
ওরে মাপ চাওয়ার কতা কোনা
শিকিয়ায় ভালা দিবে ।।
(আরে ও আহা রে)

ঘুরিয়া আইনবে ফিরতাক
হামারো সামোনে
ওরে ঘুরিয়া আইলে পুচ করিম তাক
মোর কতা মানে কিনা মানে ।।
(আরে ও আহা রে)

ওরে এই কতা শুনিয়া বেলদার
কোষ্টা[২৫] পাকেয়া হাতে
কটকটা করি বান্.দ কইন্যাক
প্যায়ে আরো হাতে ।৮.
(আরে ও আহা রে)

মাপ চাও যদ্দিকেল আনী
আজারো সামোনে
তে হইলে তোক না কাটোঁ মুই
হাটেক এ্যালা যাই ঘুরে ।।
(আরে ও আহা রে)

শোনেক শোনেক ওরে বেলদার
পাও বা ধরোঁ তোরে
মায়ের সমান খিলাইচোঁ তোক

---

২৫. পাট পাকাইয়া ।

অতি আদোর কইরে ॥
(আহা ও আহা রে)

না মাইরো না মাইরো বেল্‌দার
ঘুরিয়া যাওরে বাড়ী
আনীকে দ্যাকিয়া আজা
আইস্‌পার নাগিল তাড়াতাড়ি ॥
(আহা ও আহা রে)

কিসোক তুই ওরে বেলদার
কইন্যাক ঘুরিলে আনিলে
হামার হুকুম বুজিকেল
মানিয়া ও না মাইন্‌লে ॥
(আহা ও আহা রে)

শোনেক বাশশা আলোম্‌পনা
দয়া হয় মোর মোনে
এ্যামোন সোন্‌দোর আনীক
কাইট্‌পে কোন জোনে ॥
(আহা ও আহা রে)

ওরে ক্ষমা যদিকেল চায় আনী
ক্ষমা করিয়ায় দিবে।
সেই জন্নে ঘুরিয়া আনু
তোমারো গোড়োতে ॥
(আহা ও আহা রে)

বাওয়া এই কতা শুনিয়া আনী
খুশি ভালায় হইলো

ওরে হাত বা ধরি আনীক তকোন
কোলোত্ তুলিয়ায় নিলো ।।
(আহা ও আহা রে)

কও দেকি পানের আনী
কিবেন চাও মোর কাচে
মাপ চাইলে মাপ করিম তোক
কইনোঁ সত্তো করে ।।
(আহা ও আহা রে)

চউখের পানি মোচায় আনীর
হাতেরো উমালে
কতো মোত্ বুজায় তাকে
আও না যে কাড়ে ।।
(আহা ও আহা রে)

হায়রে গোস্বা হয়ে দ্যাকো আজা
হুকুম বা দিলো করে
বাইশ্মোনি পাতোর এ্যাক কইন্যার
দিলো যে বুক্কোতে ।।
(আরে ও আহা রে)

যাবার না দিবে আনীক
কতা বা শোন মোরে
খাওয়া ব্যাগরে[২৬] মারা যাইবে
দোষপোন হামারে ।।
(আহা ও আহা রে)

---

২৬. বিনে ।

হায়রে আঁদার ঘরোত রাখিয়া আনীক
বুক্কোতে চাপা দিলো
হায় হায় করি আনী ক্যাবোল রে
কান্দিবার নাগিলো ।।
(আহা ও আহা রে)

ওগো আল্লা মাবুদ মওলা
দয়া বা করো মোরে
তোমার দয়া ছাড়া আল্লা
উদ্ধের কাঁইবেন করে ।।
(আহা ও আহা রে)

কতো কতো নবীকে তুমি
উদ্ধের করিয়া দিলে
য্যামোন কল্লে উদ্ধের
এব্রাহিমের তরে ।।
(আরে ও আহা রে)

মুই বা অদেম[২৭] বুকে আজোল
নাম বা নিনু তোরে
উদ্ধের করো ওগো আল্লা
এই বেপোদ হাতে মোরে ।।
(আহা ও আহা রে)

এ্যাকে হইলো পাতোরের চাপা
এ্যাকনাও ভাত নাই মোর প্যাটে
এ্যাতো দুক্কো তাতো আল্লা

২৭. অধম ।

জেবোন যায় না মোটে ।।
(আহা ও আহা রে)

যকোন কালে আল্লার নাম রে
আজোলে মুকোত্ নিলো
আল্লায় কয় তোর দুক্কো এবার
শ্যাষ হয়া বা গ্যালো ।।
(আহা ও আহা রে)

ইতি দ্যাকো ছিলভর আজা
আনীকে না থাকি
ওরে বিচ্নাত শুঁতলে নিদঁ না আইসে
বিচ্নাত বসি ভাবে গারা আতি ।।
(আহা ও আহা রে)

হায়রে আজায় কয় শোনরে দেওয়ান
আনীক আনিয়া দেও মোরে
তেনাইলে এই দন্ডোতে
কাল্লা ছ্যাও[২৮] দেইম্ তোরে ।।
(আহা ও আহা রে)

কতা শুনিয়া অই নারে উজীর
বেলোম না করিলো
তয়দণ্ডে আজার সামনোত আনীক
হাজুর যে করিলো ।।
(আহা ও আহা রে)

২৮. ছেদন।

আজায় কয় শোনেক আনীক
জবান বা শোনেক মোরে
কি অপরাধ কচ্চো আনীক মুই
ভাংগিয়া কওবা মোরে ।।
(আরে ও আহা রে)

ট্যাকা পইসা সোনাবানা
কম নাইযে মোরে
একবার আও কাড়েক কইন্যা
সউগে দেইম্ তোরে ।।
(আহা ও আহা রে)

ওরে পাজতা করি ধরি আজায়
কতো যে বুজায়
ওরে মাতা হালে থাকে কইন্যায়
এ্যাকনা কতাও যে না কয় ।।
(আহা ও আহা রে)

আগ হয়া ছিলভর আজা
ত্যাকো কোন কামো করে
দশ বিশ্টা ছাগোল আনী ত্যায়
কইন্যাক চরাইবারে ।।
(আহা ও আহা রে)

শোনেক আনী শোনেক কতা
হুকুম বা ধরেক মোরে
খ্যাত্ যদিকেল খায় আনী
মাতা না আকিম তোরে ।।
(আহা ও আহা রে)

ওরে আউলা ঝাউলা বেশে আনী
যায় হ্যাকো ছাগোল চরাইবারে
ওরে সারা দিনো চরায় ক্যাবোল ছাগোল
চইত[২৯] মাসিয়া অইদে[৩০] ।।
(আহা ও আহা রে)

এ্যাকদিন হ্যাকো কাতোর অইলো আনী
দারুণ টিয়াসোতে
পানি খাবার বুলি গ্যালো আনী
অই কোটালের বাড়ীতে ।।
(আহা ও আহা রে)
ওরে হ্যান সোমে ছিলভর আজা
আজা কোন বা কামোঁ করে
সউগ ছাগোলে দ্যাকো আনীর
চুরি করিয়া আনে ।। ..
(আহা ও আহা রে)

ওরে আতার দিকে চায়া থাকে আজা
আনী আইস্‌পে কতোক্ষোণে
সইনজের সোমে আইসে কইন্যা
আর ভাবে মোনে মোনে ।।
(আরে ও আহা রে)
দিশা ঃ
দয়া করো হে ও দয়াল খোদা
দয়া করো হে
ওরে কইন্যায় হ্যাকে এ্যাকনা ছাগোল নাই তার
ময়দানের ওপোরে ।।

২৯. চৈত্র। ৩০. রৌদ্রে।

ওরে কাইন্‌তে কাইন্‌তে ব্যাহুস হয়া কইন্যা
পড়ে তাঁই জইম্‌নোতে
আইজা বুজিকেল নিদেরুণ আজা মোক
কাটিয়া ফ্যালাইবে ॥

ওরে সারা দিনোঁ থাকে কইন্যা
আর কান্দে জারে জারে
ওরে সাঁজের সোমে ছাগোলের দড়ি সউগ
গোটেয়া নিলো হাতে ॥

কাইন্‌তে কাইন্‌তে কয় কইন্যা
আজ বাড়ীরো পরে
অই বাইরা খুলিত্‌ যায়া আজোল
খাড়া হয়া থাকে ॥

আগ হয়া কয় আজা
ছাগোল কি হইলো তোমারে
কও দ্যাকোঁ সেই কতা
ছাগোল কেটা নিচে ?

ওরে আইজ তামান আইত্‌ থাকা নাইগবে কইন্যা
খুলির মইদোতে
এ্যাকে হইলো ভোকের জ্বালা
তাতে হইলো শীতের কাল
ওরে খুলিতে পড়িয়া অইলো কইন্যা
হয়া তাঁই ব্যাহাল ॥
ছাগোলের দড়ি মাতাত্‌ দিয়া কইন্যা
শুতিয়া নিদঁ বা গ্যালো ॥

যকোন দ্যাকো শুতিল কইন্যা
ছাগোলের দড়িগুলা দিয়া মাতে

আল্লায় কয় এ্যালায় যাও জিব্রিল
নিচেনী নগোরে ।।
সোনার পুরী অই জাগাতে যায়া
এ্যালায় তুলিয়া দিবে
সোনার খাট উপের পালং
মাইন্কের বালিশ মাতে ।।

আইপ্কে যায়া বুকে আজোল কইন্যাক
তারে যে ওপোরে ।।

দিশা ঃ
হাটোরে কামেলা ভাই
পুরীত্ গইড়তে হাটো হামরা যাই ।।
নাকে নাকে সাজোরে কাম্লা
পুরী বানাইবারে
ওরে আইত্ দোপোরে আইলে সগগই
আজোলেরো কাচে ।।

ওরে শুতি আচে বুকে আজোল কইন্যা
পাইলো তাগ্রা দ্যাকিবারে
ওরে সোনা উপা দিয়া পুরী এ্যাক
তইয়ার করিয়া দিচে ।।

ওরে হাওয়া বালাখান যাদু
তোস্সাই খ্যানার ঘর
থ্যাকিতে থ্যাকিতে সউগে
হইলো যে তইয়ার ।।

সোনার খাটো উপের পালোং
মাইন্কের বালিশ্খ্যানি

তারে ওপরোত্ ত্থাকো
কইন্থাকে দিলে তাঁই তুলি ॥
ওরে বিয়ানা উটিয়া রে বাশশা
ত্থাকিবারে পায়
ওরে সোনার পুরী এত্তেই তুলিল কাঁই
এ্যাকো আইতের পর ॥
তার ভেতোরে বুকে আজোল বিবি মোর
শুঁতিয়া বা নিদঁ যায় ॥
দিশা ঃ

নারী কি নারী হে
এঁ্যাতো ময়াপি[৩১] জানো হয়া ॥
ধেরে ধেরে যায় বা আজা
আজোলেরো কাচে
গাও ধরিয়া ডাকায় কইন্থাক
তোলে বিচনাত হাতে ॥

ওরে হাত পাও তুলিয়া আজা
কোলোত নিলো তুলি
ওরে আল্লার কসোম নাগে বিবিরে
কওবা কতা খুলি ॥

কাঁই তোকে এই পুরী দিলো
তইয়ার ভালা করি
মানুষ তঁাই না জেন পরী
কাঁই গড়াইচে পুরী ॥

ওরে ধরমের দোয়াই
বাপ মায়ের কিড়া মোর মাতা খাও

---
৩১. মায়া।

যদিকেল না কাড়িস আও
তে হইলে তোমার ধরমের মাও ।।

এই কতা শুনিয়া রে কইন্যা
হাসিয়া উটিয়া কয়
ভাতার হয়া অই মুকোত ক্যান্
এ্যাদান্ কতা কয় ।।

এই কতা শুনিয়া রে আজা
আকুল ভালা হইলো
গাল মুকোত চুমা রে দিয়া
কইন্যাক কোলোত তুলিয়া নিলো ।

ওরে দাসী দাসী বুলিয়া আজা
ডাক্‌পার যে নাগিলো--
এই দন্‌ডোতে খাবার তোমরা
জোগার করিয়া আনো ।।

হায়রে হুকুম পায়া তকোন দাসীগণ
খাবার করি আনিল তড়াতাড়ি
নিজ হাতেোত খিলিয়া আজায়
মুকোত দেয় রে তুলি ।

খাওয়া দাওয়া সারিয়া আজায়
আনীক বসাইলো পালোংগে
ওরে কও স্থাকি এ্যাতোদিন আনীগো
হামার সাতে আওনা কাড়ুল ক্যানে ।।

শোনেক সোয়ামী কঁও মুই কতা
সেই দুক্কোতে ওটে মোর পান জলি

বিয়ার আইতে সেজে নাই কতা মোর
সেই দুক্কোতে মরি ।।

সেদঁরিয়া[৩২] আম বিয়ার আইতে
চাচনু এ্যাক মুই পাড়ি
নাই স্থান মোক সেই আম পাড়ি
মোনে থ্যাকো ভাবি ।।

আর কি সিজবে কতা
যতো কইনা কেনে হামি
সেই কারোনে নাই কাড়েঁা আও মুই
কনু কতা খুলি ।।

ওরে দেওয়ানোকে হুকুম দিয়া আজা
আম বা পাড়িয়া দিলো
যতো গোস্বা মোনোত্ আচিন দুইজনোর
সইগে মিটিয়া গ্যালো ।।

সমাপ্ত

৩২. পাকা।

জয়নুব বাদশা

কাহিনী শুরু

এ্যাকদিন জয়নুব বাশ্‌শা দরবারোত বসি দেওয়ান উজীর নাজীর সগ্‌গইকে ডাকেয়া কবার নাগিলঃ হে দেওয়ান কতোদিন হাতে মুই খালি পাটোতে বসি আচোঁ একদিনও তো মুই শিকার কইরবার যাওঁ নাই, তে এ্যালা এই বয়োসোত্‌ মুই শিকার কইরবার যাইম্‌, তোমরা সগ্‌গই মিলি এই দন্‌ডাতে হাতি-ঘোড়া নয়-নসকোর সউগে সাজোন করো।

এই কতা শুনিয়া দেওয়ান
বেলোম না করিলো
নগোরে নগোরে ঢোলাই
করিবার নাগিলো।
(আরে ওহে)

ঢোলাই শুনি নগোরবাসী
দেওয়ানোকে বলে
কিসের জন্নে ঢোলাই দ্যান দেওয়ান
শওরে বন্‌দোরে।
(আরে ওহে)

শোন শোন নগোর বাসী
জবান বা শোনেঁা মোরে
কাইল বিয়ানা জয়নুব বাশ্‌শা যাইবে
শীকার কইরবারে।
(আরে ওহে)
ওরে সাজোন করিয়া থাইকপেন তোমরা
বেলোম না করিবে

ঘন্টাতে বাড়ী
হাজীর ভালা হইবে।
(আরে ওহে)

এই কতা শুনি নগোরের নোকজন
সাইজবার যে নাগিলো
ঢুলিমালি খ্যাতোর জাল্লাদ
একজনো বাকী না থাকিলো।
(আরে ওহে)

বামোন জাতি সাজে থ্যাকো
হাতে পানজি পুতি
মলবী মুন্সী সাইজবার নাগিল
মাতাত্ নম্বা টুপি।
(আরে ওহে)

ফুলের মালা নিয়া মালি
সাজিয়ায় তইয়ার হইলো
ঢুলি ব্যাটার ঢোল খিচি
ঘাড়োত্ তুলিয়ায় নিলো।
(আরে ওহে)

এই ধ্যান করি যতপা নোক
সাজিয়ায় তইয়ার হইলো
ওরে হিসেবোতে ছত্রিশ হাজার
গনিয়ায় থ্যাকিলো।
(আরে ওহে)

ওরে তার পাচোতে জয়নুব বাশ্শা
সাজিয়া তইয়ার হইলো

হাতির পিটিত সোয়ার হয়া
যাবার যে নাগিলো।
(আরে ওহে)

হ্যানকালে দেওয়ানে ডাকি
বাশ্শার আগোত্ কয়।
কোন বা দিকি যাইবেন বাশ্শা
খুলিয়া কন আমায়।
(আরে ওহে)

যেটেই নাই মাইন্ষের আও
পশু পংকির বোল
ছয় মাস জুড়ি আচে যেটেই
ক্যাবোল বেরবোন জংগোল।
(আরে ওহে)

দিশা ঃ
কিছুই জানিনারে ভাই
শ্যাষে কি হবে ?

দিনে আইতে জয়নু বাশ্শা
অই যায় বা ধেরে ধেরে
কতো দিন বাদে গ্যালো বাশ্শা
বেরবোন জংগোলে।
ওরে ওপোনীত হইলো বাশ্শা
আইত বা নিশি যোগে
পানিরো টিয়াসে বাশ্শা
না পায় তাই থাকিতে।

কাইন্তে কাইন্তে কয় কতা তাঁই
দেওয়ানেরো আগে
এই না গাচোত উটিয়া দেওয়ানরে
কান বা আরে দিয়া শোন।

কোনদিকি শোনা যায় নাকি দেওয়ানরে
পশু বা পংকির বোল
ওরে গাচোত চড়িয়া শোনে দেওয়ানরে
দক্ষিণো তরোপে।

দোপোর আইতে কুরুক পাখী এ্যাক
কুরুক কুরুক ডাকে।

কথা ঃ—

বাশ্‌শা নামদরে দক্ষিণ দিকি গেইচনোঁ। সিতি কান আড়ে থাকি এ্যাকটা কুরুক পাকির আওয়াজ শুনবের পাইচি তাতে মোনে হয় নেশ্চয় অতি নদী আচে। দেওয়ান তেহইলে হাটো যায়া ভাকি সেতি নদী আচে না নাই।

আজার হুকুম পায়া দেওয়ান তকোন
বেলোম নাই যে করে
ড্যারা তাম্‌বু ভাংগি দেওয়ান যায়
দক্ষিনোঁ মুল্লুকে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

অনেক দূর যায় দেওয়ানরে
নজোর করিয়া ভাকে
সামনোতে পোরকানডো নদী এ্যাক

পাইলো তার নজোরে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

পানি খাকিয়া জয়নুব বাশ্শা
সইন্নোক খাকিয়া পাচে
দেইকতে দেইকতে গ্যালো বাশ্শারে
অই নদীরো যে কাচে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

যকোন কালে জয়নুব বাশ্শা রে
গ্যালো নদীর পাড়ে
নদীত আচিন দুরজন দানোব
তাঁই পাইলো খাকিবারে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

ওরে ডাইনে বামে এ্যাক হাজার হাত
চউখ সুজ্জের মোত্
ওরে বিকট মুত্তি ধরিয়া দানোব
আইসে আজার আগোত।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

ওরে কাঁই তুই, কন্টই বাড়ী রে
কিনাম বেন হয় তোর
ওরে আইজা ধরি খামোঁ তোমাক
না ছাড়িমোঁ তোরে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

এই কতা শুনি জয়নুব বাশ্শা
কান্দে খ্যাকো জারে জারে

না খাইস না খাইস দানোবরে
না মারিস তুই মোরে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

ওরে ব্যাটা এ্যাক আচে মোর ঘরে
জয়কুদ্দি নাম হইলো তারে
সেই ব্যাটা দিনু তোক
খাইস বা ওদোর ভরে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

ওরে জয়নুব বাশ্শা মোর নাম
না মারিস তুই মোকে
এই কতা শুনিয়া দানোবরে
কয় বা ধেরে ধেরে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

ওরে কাগোজে ল্যাকিয়া দেও ব্যাটাক তোর
অই পটেয়া দিবে পরে
মিত্যা কদিকেল হয় কতা বাশ্শা
তে হইলে ঠেইক্পে পরকালে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

কাগোজে ল্যাকিয়া বাশ্শারে
ব্যাটা বা জয়কুদ্দি
তিসিন সেন যাবার পাইলে তাঁই
সইন্যাগণের মদ্দি।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

সইন্যসেনা নিয়া জয়নুব বাশ্শা
যায় বা দ্যাশের পরে

ওরে এ্যাকাদিন দরবারোত বসি তাঁই
কয় বা দেওয়ানের তরে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

কিবা করোঁ স্যাকিয়া দিচো ব্যাটাক রে
দানোবেরো হাতে
ওরে না দেওঁ যদিকেল ব্যাটাক তাকেরে
ক্ষতি বা হইবে তাতে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

হ্যানকালে জিব্‌রিলে স্যাকো
কয় বা দইবো বাণী
জংগোলোত্‌ কি কল্ল্‌ বাশ্‌শা
তোমানে তাক জানি।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

সাত আকাত নামাজ কাজা কইরচেন
বেরবোন জংগোলে
তার বদোলে সাতকো বচ্চোর
দোজোগোতে জইলবে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

আর যুদিকেল জয়কুন্দিকে
কোরমানী কইরবার পাইস আল্লার আহে
এ্যাক্কেবারে সউগ গুণা তোর
সাপ বা হয়া যাইবে।
(মরি হায় হায়, হায় ওহে)

দিশা ঃ

কপালে এই নেইকাচে দারুণ বিদি কপালে।

এ্যাকনা ব্যাটা ছাড়া আল্লার মোর

না আচে সংসারে।

এ্যাকনা ব্যাটাক ক্যামোন করি দেইম মুই

দুই জোনারো হাতে

আগেতো স্থাকিয়া দিচোঁ ব্যাটাক মুই

দানোবেরো হাতে।।

ক্যামোন করি কোরমানী করিম মুই

বাপ হয়া ব্যাটাকে

যকোন কালে এই কতারে

দেওয়ানোকে বলে।।

বাইর হাতে কানদোন মালা তাক

পাইলো শুনিবারে

ওরে সোয়ামীর মরোন শুনিয়া মালারে

পাইলো তাঁই জমিনে।।

যুব্বা বয়সে কাচা ফুলের আড়ি

কইরে মোক শ্বশুরে

কাইল বিয়ানা কোরমানী কইরবে

সোয়ামীক বাচামোঁ ক্যামোনে।।

কাইনতে কাইনতে যায় মালা রে

আপোন বা মহোলে

ওরে খানিকবাদে জয়কুদ্দিরে

আইলো তাঁই মহোলে।।

স্থাকে কইস্থা কাইদব্যার নাইগচে

ওই পালোংগের ওপোরে

হাত ধরি বোগোলে বসিবে
জয়কুদ্দি কইন্যার আগে বোলে ।।

কিসোক তুই কাঁদিস কইন্যা
পড়িয়া মাটিতে
কইন্যায় কয় পানের সোয়ামী
আর কি দেইকপেন মোরে ।।

কাই বিয়ানা তোমার বাপে তোমাক
কুরমানী করিবে
নিজকানে শুনিয়া কতা মোর
মোর বুক বা ফাটিয়া গেইচে ।।

চেংড়ি বয়সে বিদুয়া হনু মুই
এ দুক্ক কি যাইবে
এই কতা শুনিয়া জয়কুদ্দি
কইন্যার আগোত্ বলে ।।

কাদোন শুনিয়া ওটো কইন্যা
কি বুদ্ধি করোঁ তারে
ওরে য্যামোন করিয়া পারো কইন্যা
বাচেয়া ন্যাও মোরে ।।

এই কতা শুনিয়া কান্চোন মালা
কয় বা সোয়ামীর আগে
ওরে ট্যাকা পইসা যতো আচে
ওরে ন্যাও বা গাটরি ভরে ।।

ওরে দুই ঘোড়াত চড়িয়া দুইজোনে
যায় মুল্লুক ছাড়িয়া

ওরে তারপাচে খ্যাকো জয়কুদ্দি
বেলোম নাই যে করে ।।

ওরে দুই বা ঘোড়া জেনবন্দি করে
পইবা ঘরার পরে
ওরে দুই ঘোড়াত চড়িয়া দুইজোন
যায় বা মহা ব্যাগে ।।

খ্যাকিতে খ্যাকিতে গ্যালো দুইজোন
বেবোন জংগোলে
ওরে দশো মাসের হামেল আচিল কইন্যারে
বিষে শরীল জ্বলে ।।

ওরে বিষের জ্বালায় কইন্যা ক্যাবোল
গড়াগড়ি করে
ওরে জংগোলের আউটালোত্ বসেয়া
কানদে হাউ হাউ কইরে ।।

পানি পানি বুলি কানচোন মালা
নাইগ্চে কানদিবারে
বিয়ানা উটি যাবার নাগিল জয়কুদ্দি
পানিরো তাল্লাসে ।।

নদীর পাড়োত যায়া দ্যাকো রে
ছাপড়িয়া পানি তোলে
লাপ দিয়া অইনা দানোব দ্যাকো
জয়কুদ্দিকে বলে ।।

কিবা নাম কার ব্যাটা তুই
কও মোক খুলি খালে

দানোবোক ত্থাকি জয়কুদ্দি তকোন
ভাবে মোনে মোনে ।।

ওরে হাতজোড় করি কয় বা কতা
দানোবেরো আগে
জয়নুব বাশ্‌শা বাপ হয় হামার
জয়কুদ্দি নাম মোরে ।।

এই কতা শুনিয়া দানোব
হাসি হাসি বলে
ভালো হইলো এ্যাতো দিনে
খোরাক হামার আইলো ।।

ম্যালিয়া ত্থাকো কাগোজেখ্যানি
কাঁই বা ত্থাকিয়া দিলে
ওরে এ্যাকনা বাদে যাওয়া নাইগবে তোক
জমেরো পুরীতে ।।

ওরে জয়কুদ্দি ত্থাকিয়া হায়রে
কান্দে জারে জারে
যার ভয়োতে আনু পলেয়া
তাঁইতো মোকনা ছাড়ে ।।

শোনেক ব্যাটা দানোব দুরজন
জুলুম না করিবে
হাতগুলা মালে দেও তোমার
যামোঁ প্যাটেরো ভেতোরে ।।

এই কতা শুনিয়া দানোব
হাত বা ম্যালেয়ায় দিলো

এ্যাক চোটোতে এ্যাক হাজার হাত
কাটিয়ায় ফ্যালাইলো ।।

শুড়া মুড়া হইলো দানোব
তাগোদ নাই তাই গায়
এ্যামোন করিয়া কার্‌রেয়া উটিল
সে আওয়াজ কইলে শোতে যায় ।।

কইলে শোতে থ্যাকো ভাইরে
দানোবেরো পালা
নাকে নাকে আইলো দইতো
হাতোত্‌ দাও কুড়াল নিয়া ।।

আসিয়া হাজুর হইলো
বেরবোন জংগোলে
জয়কুদ্দিকে নিলে সগলে
পিঠিরো ওপোরে ।।

জয়কুদ্দিকে নিয়া গ্যালো সগলে
কইলেশো নগোরে
কানচোন মালার কতা এ্যালো
শুনি থ্যাও সকলে ।।

ওরে বিষের জ্বালাতে কইন্যা থ্যাকো
গড়াগড়ি যায়
পানির টিয়াসে জেবোন থ্যাকো
বাইর বা হয়া যায় ।।

নাল পরী নীল পরী পরী ছয়জোন
থ্যাকিতে মানোবের থ্যাশ অতোত্‌ চড়ি যান

ওরে কানদোন শুনি দ্যাকো তকোন
নীল পরী কয় ।।

ওরে কিসের জন্নেবেন কাইদবার নাইগচে মানুষ
তার ক্যান বা কাদোন শোনা যায়
অতো হাতে নামি পরী
দেইকবার যে পাইলো ।।

ওরে সোনদোর ছুরত কইন্যা
এ্যাক কান্দিতে আচিলো ।।

দিশা ঃ
দসী বিষোতে শরীল মোর
যায় বুজি ফাটি ।।

দয়া করো দয়েল পরী গো
দয়া বা করো মোরে
এই বেপোদে দয়া করো যদিকেল গো
তে হইলে হামি বাচি ।।

ওরে কতা শুনিয়া দুই পরীর তকোন
দয়া বা হইলো দেলে
আস্তে আস্তে ধরিয়া কইন্যাক
বসাইলো জমিনে ।।

ওরে চানদের ধেরান উপ ছাওয়ার
কান্দে মাও মাও করি
ওরে ছাওয়া দ্যাকি দুই পরী তকোন
খুশিতে ভরিলো ।।

নিজের ব্যাটা বুলিয়া পরী
কোলাত্ তুলিয়া নিলো

ওরে নাড়ি কাটি গাওয়া ধোয়া
আচো'লোত্ নিলো ঢাকি ।।
ওরে কইন্যার কোলোত্ দিয়া রে পরী
কয় বা ধেরে ধেরে ।।

দিশা ঃ
ছাওয়া কানদিয়া মইলো রে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে ।।
শোন কইন্যাক কানচোন মালা
ব্যাটাক ন্যাও বা কোলে ।।

ওরে দুদ খিলাও সোনার যাদুক তোর
না কানদিস্ আর বোনে
ওরে হেটেই বসিয়া খাবার পাবু তুই
বিয়ানা বইকালে ।।

ওরে দুই ব্যালা করি আসিম তুই
তোর ব্যাটাক ন্যাকিবারে
কানচোন মালা কয় শোনে দিদি
মোর ব্যাটা না হয় ।।

ওরে আইজা হাতে তোমার ব্যাটা
জানবু তুই নেশ্চয়
দুই পরী কয় শোনেক মালা গো
নাম আকিয়ায় দেও ।।

নিজের ব্যাটা মোনে করি পরী
ছাওয়ার নাম আকিয়া দেয়
মল্লিক বাহাদুর নাম বুলিয়া রে
পরী যে থুইয়া যায় ।।

পানিতে না হইবে তল
আইগ্‌নে না যাইবে পোড়া
দরিয়া ঝাপ দিয়া পার হবার পাইবে
অইযে জয়কুদ্দিরো ব্যাটা ।।

বাগ ভালুকে ধরিয়া না যাইবে
বর দিয়াগেনু তারে
ওরে নিমরি হয়া থাইক্‌পে বাচা
এই দুনিয়ার পরে ।।

যতো খোয়াক জোগায় ত্যাকো পরী
বিয়ানা সইজাতে
দেইক্‌তে দেইক্‌তে ছাওয়ার বস
বারো বচ্চোর পোরে ।।

এ্যাকদিন ত্যাকো যায় বাহাদুর
দক্কিনোঁ তরোপে
ত্যাকে এ্যাক দানোব বসি আচে
মুড়া মুড়া হালে ।।

ওরে দানোব ত্যাকিয়া তকোন বাহাদুরে কয়
হাসিয়া হাসিয়া
ও কি শোন রে দানোব দুরজোন তোর
এ হাল বেন কইরচে কেটা ?

ওরে দেওয়ে কয় শোনরে বাপধন
কি নাম হয় তোমার
ওরে জয়নুব বাশ্‌শার বেটা এ্যাক আচে
জয়কুদ্দি নাম তার ।।

ওরে হাতগুলা কাটিয়া তাই মোক
ব্যাহাল[১] করি দিচে
ওরে এই কতা শুনি মল্লিক বাহাদুর
গোস্‌সাতে জ্বলিলো ।।

ওরে আগ হয়া দানোবের আইদ্‌রা দুই পাও
কাটিয়ায় ফ্যালাইলো
ওরে ঘাড় না ধরিয়া য্যাবগা মারিয়া
বসেয়া আকিলো ।।

ওরে মোর কাচে যায়া বাহাদুর
কয় বা ধেরে ধেরে ।।

কথা ঃ

ও মাও জনোনী তুই
সওগ দিকি যাবার পাবু
কেন্তু দক্ষিণ মুল্লুকোত্‌ তুই
কোনসোমে যাইস না ।
যদিকেল যাইস তে হইলে
বেপোদোত্‌ পড়্‌বু ।।
এই কতা শুনিয়া কানচোনের
মোনোত্‌ ছন্দে হইলো ,
দক্ষিণ মুল্লুকোত্‌ কোন সোমে
যাইবে তাঁই সেই কতা হাস্তাইতে নাগিলো ।।

দিশা ঃ

ক্যাবোল ডালিমের কলি
সেদুরের কটুয়ারে
ও ডালিম গাচে ।।

---

১. অকেজো

একদিনেঁ। কানচোন মালা যায়
দক্ষিনেঁা মুল্লুকে
তপাত্ হাতে দুরংজোন দানোব
পাইলো তাঁই ছ্যাকিবারে ।।

ওরে ছ্যাকি তাই কইন্যার উপ
মোনে মোনে ভাবে
ক্যামোন করি এই কইন্যাক পাইম
বিয়া করিবারে ।।

ধরিয়া জয়কুন্ডির উপ
কাইদবার নাগিলো
ওরে কানচোন মালা বুলিয়া দানোব
ডাক দিবার নাগিলো ।।

ছ্যাকি যা তোর খুট্টা ব্যাটায়
কোন বা কাম করিলো
তপাত্ হাতে সোয়ামীক ছ্যাকিয়া
কইন্যা দউড় দিবার নাগিলো ।।

ওরে সোয়ামী সোয়ামী বুলিয়া কইন্যা
দউড়ি যায়া গালা সাপটে ধরিলো
ওরে কেটা তোমার হাতপাও স্বামী
কাটিয়ায় ফ্যালাইলো ।।

শোনেক শোনেক কানচোন মালা গো
জবান বা শোনেক মোরে
পানি বুলিয়া যিদিন আনু মুই
এই জাগারো পরে ।।

ওরে কতোদিন দানোবে ওতেই মোক
বন্দো করিয়ায় আকে
ওরে নচোল্লা করি যকোন পানি
নিয়া যাবার ধরিনু ।।

সেই সোমে তোর খুষ্টা ব্যাটাক
নজোরে ভ্যাকিনু
ওরে তোর নাম আর তার নাম
আগোতে শুনিয়া নিনু ।।

ওরে বাপ বুলিয়া যেই ব্যাটাক মুই
পরিচয় বা দিনু
ওরে না শুনিয়া এইগ্লা কতা
এই দশা করিলো ।।

সেই জন্নে যাবার নাই পাওঁ কইন্যা
ভ্যাকিতে তোমাকে
এ্যালা যদিকেল বার্পার চাইস মোক
ঔষদ আনিয়া দে ।।

কথা ঃ

সোয়ামী তে হইলে কি ঔষোদ আনা নাগ্বে সেই কতা মোক কন। ভ্যাকেক কইন্যা শিন্নাত পুর শওরোত্ আচে শিন্নাত বাগের দুদ সেই সেই দুদ ছাড়া মোর হাত ভালা কইবার আর কোন উপায় নাই।

বাগের দুদ্। এইতো কমসম কতা নোঁযায় এই দুদ মুই কার ঠাঁই আনি নেইম। সেই কতা কবার পাইস্না তোর ব্যাটাক সেই দুই আনবার জন্নে পটে দে। তাঁই যদিকেল আইনবার পায় ভালো কতা আর যদিকেল না

আইন্‌বার পায় তেহইলে মুই আর ভালো হবার নওঁ ।।

ঃ মোর তো কোন ওপ নাই—মুই এ্যালা যায়া তাক কি কইম ?

ঃ শোন কইন্যা, বাড়ীত যায়া বিচনার তলোত্‌ শিন্না বিচাবু তার ওপরোত্‌ গুদাড়ি খ্যাতা পাড়বু তার পাচে তারে ওপরোত্‌ শুতি গউড় পাড়বু। গউড পাইড়তে আর মোতোন শিন্না মুড় মুড় করি ভাংগে, তুই অকরুণ সুরে কাদোন জুড়বু। তোর কাঁদোন শুনি মল্লিক বাহাদুর দউড় পাইড়তে পাইড়তে তোর বোগোলোত্‌[২] আইগ্‌সে। তুই কবু বাওয়া হাগার তোর ফরফরি ব্যারাম হইচে। শিন্নাত পুর শওরের শিন্নাত্‌ বাগের দুদ ছাড়া এ ওগ মোর ভালা হবার নয় ।।

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
ডেরাত চলিয়া গ্যালো
ওরে শিন্না বিচি কাদে কইন্যা
মাও মাও বুলিয়া ।।

তপাত্‌ হাতে মল্লিক বাহাদুর
সেই কাঁদোন শুনিয়া
মায়ের সামনোত্‌ আসিয়া ন্যাকো
কয় বা ডাকো দিয়া ।।

কও কও দুদু মাগো
কি ওগ ভালা হইলো
এই ওগের কিবা অউষোদ
তারে নাম মোক কহো ।।

২. নিকটে।

ওরে ছলনা করি কানচোন মালা
ব্যাটার আগোত্ কয়
এই ব্যারামোক ফরফরি ব্যারাম
সউগ মানুষে কয় ।।

দিশা ঃ
নারী কি নারী হে
এ্যাতই ময়াপি জানো নারী হয়া ।।

কতা শুনিয়া মল্লিক বাহাদুর
মাওয়ের আগোত্ বলে
এত্তেই শুতিয়া থাকেক জনোনী
যাওঁ মুই শিন্নাত্পুর শওরে ।।

মায়ের কাচে বিদ্বায় হয়া
বাহাদুর বেলোগ নাইঁ যে করে
ওরে কত পা দিনে গ্যালো বাহাদুর
বেরবোন জংগোল ছাইড়ে ।।

পরীর ঘরে নাম নিয়া বাহাদুর
কানদে জারে জারে
কাদেন শুনি দুইবা পরী
অতোত ভরে করে ।।

ওরে আসিয়া পঁচিলো দুইপরী
মল্লিকেরো আগে
কিসের দুক্কে কাইদবার নাগচিস বাপধন
মাও কিবেন[১] হইলো তোরে ।।

---

১. কি বা ।

ওরে মল্লিকে কয় শোন বা জনোনী
মোর মায়ের ব্যারাম হইচে
শিন্নাতপুর শওরোত্ যাইম মুই
বাগের দুদ বুলিয়ে ।।

থুইয়া আইসেক মোক শিন্নাতপুর শওরে
না থুইয়া আইলে যাইম মুই মরি
ওরে এই কতা শুনিয়া দুই পরীরে
অতে বা তুলিয়ায় নিলো ।।

সাত দিনোতে শিন্নাতপুর শওরোত্
হাজুর করিয়ায় দিলো
মোনতোর এ্যাক শিকি দিলো পরী
মল্লিকেরো তরে ।।

ওরে এই মোনতোর শিকি বাপধন গো
বাগের মুত্তি ধরে
যেটেই পাবু বাগ অওলি বাচ্চারে
সেত্তেই যাবু চলি ।।

ওরে ঘটি নিয়ায় বিত্থায় হইলো মল্লিক
পরী বা গ্যালো চলি
দিনে আইতে হাটিয়া মল্লিক ব
পাহাড়োত্ গ্যালো চলি ।।

ছ্যাকে এ্যাকজাগাত্ শুতি আচে বাগ
দুইটা বাচ্চা অউলি
ওরে ধরিয়া বাগের মুত্তি যায়
হ্যাটোর প্যাটোর করি ।।

ওরে বাচ্চা দুক্‌না বসিয়া আচে
পাইলো ত্থাকিবারে
ওরে বাচ্চা দুকনার কাচোত্‌ যায়া
ত্থালা খ্যালা করে ।।

ওরে খুব নিল হইলো হায়রে
বাচ্চা দুকনার সাতে
ভাইয়ের নাহান ত্থাকো বাচ্চারা
ডাকায় ভাই ভাই বুলি ।।

ওরে হ্যানকালে চ্যাতোন পাইলো
বাগিনী দুরাচার
জিবা বাইর করি খাবার চায় রে
বাহাদুরোক তার ।।

ওরে নিজের বাচ্চারাঁ মাতা আউগি দিয়া কয়
খাও হামাক দুটি ভাই
ওরে জল্‌মের মোত্‌ ভাই বুলিয়া
ডাকাইচোঁ তাক ।।

ওরে মাও ব্যাটা খাবার চালু
কোন বা শাস্ত্রোত্‌ কয় ।।

দিশা ঃ
আয়রে বাচা
আয়রে মোর কোলে ।।

ওরে এই কতা শুনিয়া বাগিনী
বাচ্চার আগোত্‌ কয়
ওরে কিসের জন্নেবেন আলু বাচা
মোক সে কতা লি খালে কও ।।

ওরে বাগের পাউয়োত্‌ ছালাম করি
তাঁই কাইনতে কাইনতে কয়
মোর মায়ের ব্যারাম হইচে
সগলে ফরফরি ব্যারাম কয় ।।

তোমার দুদ না হইলে
মাও বা যাইবে মইরে
দয়া করেক মাও জনোনী
দয়া বা করেক মোরে ।।

এই কতা কয়া বা বাগিনী
বাহাদুরোক বলে
যতগুলা নাগে ন্যাও বাওয়া
মোর বা থনো চিপে ।।

যদিকেল পাও তোমরায় জনোনী
ঘটি কোনা দ্যাও মোর ভরে
তেনা হইলে এ্যালায় যাইম মুই
ঘুরিয়া বাড়ীতে ।।

এই কতা শুনিয়া বাগিনী
বেলোম ন' করিলো
নিজ হাতে ধরিয়া থন
চিপিয়া ফ্যালাইলো ।।
(আরে ওহে)

দুদোতে ভরিয়া গ্যালো
ঘটি না সক্কোল
ওরে বিস্তায় দিয়া কয় বাগিনী

না হইবে বিফোল ।।
(আরে ওহে)

বাগিনীর পাউয়োত্‌ বাহাদুর
ছালামো করিয়া
সেতেই হাতে দ্যাশের দিকি
যায় বা দউড়িয়া ।।
(আরে ওহে)

ওরে পরীর ঘরে কথা দ্যাকো
মোনে বা ভুলিয়া গ্যালো
ওরে দুই পাওতে হাটিয়া মল্লিক
দ্যাশোতে চলিলো ।।
(আরে ওহে

ওরে ঝাড় জংগোল ছাড়িয়া কতো
মুল্লুকের বাশ্‌শাই
ওরে ছইয়োদ বাশ্‌শার দরবারোত্‌ যায়া
হাজুর হইলো তাঁই
(আরে ওহে)

শোন বাশ্‌শা আলোমপনা
মোত অতিত জানিয়া
এ্যাক সইন্ধ্যা[৪] খবার দেও
তেনা হইলে যাওঁ মুই মরিয়া ।।
(আরে ওহে)

৪. সন্ধ্যা।

ছইয়োদ বাশ্‌শায় কয় কতা
মল্লিকেরো আগে
বাশ্‌শার ব্যাটা হয়া ক্যামোন
ফেরো বোনে বোনে।
(আরে ওহে)

তোমাকে দ্যাকিবার পাই
বাশ্‌শারো নক্কোন
গরীব মাইনষের ঘরোত্‌ এ্যামোন ছাওয়া
না হইবে ক্‌কোন।
(আরে ওহে)

এই কতা শুনিয়া মল্লিক
কয় বা কান্দিয়া
শোন বাশ্‌শা মোর দুক্কো
নেরোলে বসিয়া।।
(আরে ওহে)

বাশ্‌শার ব্যাটা হওঁ মুই
কয় বা সববোজন
গোলাম কুলোত্‌ এস্থান দুকি
নাই কোনকোন।।
(আরে ওহে)

জয়নুব নামোতে বাশ্‌শা
দাদাজীরো নাম
জয়কুদ্দি বাপের নাম
কান্‌চোন মাওয়ের নাম।।
(আরে ওহে)

ওরে মা দুক্কিনি বোনোবাসি
জংগোলেরো মাজে
ওরে মোরে বাপোক খায়া ফ্যালাইচে
বিশাশও দানোবে ।।
(আরে ওহে)

এ্যাকে ব্যাটা আচনু মুই
মায়েরো কোলেতে
মল্লিক বাহাদুর বুলিয়া নাম
আকিয়া দিচে মোরে ।।
(আরে ওহে)

নামোতে ফরফরি ব্যারাম
মাও জনোনীর হইলো
তার দাওয়াই আনবার জন্নে
শিম্নাতপুর যাওয়া খাইলো ।।
(আরে ওহে)

এ্যাক বা মাসের ওপোবাসি
তোমারো দরবারে,
ফল পাকোড় খায়া মোরে
জেবোন বাচিয়া আচে ।।
(আরে ওহে)

একতা যকোনে মল্লিক
কবার যে নাগিলো
মহোল হাতে কইন্যা স্থাকো
তাক শুনিবার পাইলো ।।
(আরে ওহে)

দিশা ঃ
মোন মোর মজিল রে
আরে মায়া জালে আসি
মোন মোর মজাইলো রে ।।

বাওয়া ছইয়োদ বাশ্শার ঘরোত এ্যাক কইন্যা
উপে ঝলমল করে
ওরে বাপের আদোরের কইন্যা
মায়ের কইলজাখানি ।।

ওরে আদোর করি নাম আকিলো
নীলমোতি কইন্যা বুলি
ওরে নোরোলে নীলমোতি কইন্যা রে
শুনিলো সউগ কতা ।।

শুনিয়া তাঁই মল্লিকের দুক্ক
কানদে জারে জারে
দয়া করিয়া মেলোন করো আল্লা
পতি বা করিম তারে ।।

ওরে মল্লিক বাহাদুর আবানে পতি মোর
নাই এ জগোতে
ওরে কাইনতে কাইনতে যাদুর গড়ি
গইনবার নাগিলো ।।

ওরে বাহাদুরের সাতে জোড়া
আল্লায় ল্যাকিয়া দিলো
ওরে আগুমোনি কতা নীলমোনিরে
পারে গনিবার ।।

ওরে মরোন জেবোনের কতা
পারে তাঁই কবার
মল্লিকের গাও কানচোন মালা
দেওয়ের হাতোত্ ধনদি ।।

ওরে তারে দাওয়াই আইনবার যায়া
পতি মোর জেবোনে যাইবে মরি
বিয়ার আইতোত্ হইগ মুই আড়ি
সেই দুক্কোতে মরি ।।

ক্যান আল্লা নেকল্ জোড়া
সেই কতা ভাবিয়া যাওঁ মুই মরি
বাপ ভাইয়ে এই বিয়া মোর
অদলু[৫] কইরবার না পারে ।।

তার পাচে গনিয়া ত্থাকে কইল্যা
বাচে কিনা বাচে
ওরে শিন্নাত বাগের দুদ আরো
ছেপ্পল হায়াতের পাতা ।।

ওরে আমানতের ফলবা পাইলে
সোয়ামী যায় বাচিয়া
ওরে বাপের গোড়োত্ ত্থাকে পত্ রো
বিনোয় ধা করিয়া ।।

দিশা ঃ
হায় মোর আল্লা হায় হায় ।।
শোনেক শোনেক দয়াল বাপজান গো
ও বাপজান জানানু ত্থাকিয়া

৫. লঙ্ঘন ।

ওরে যে জোনোক আইনচেন সামনোত্ গো
শিন্নাতপুর শওর বা থাকিয়া
ওরে জয়নুব বাশ্শার নাতী বা হয় গো
অই মল্লিক বাহাদুর নাম
তাঁই ছাড়া এই জাগাতোত্ গো
সোয়ামী নাই মোর আর ।।

ও কি গনিয়া গ্যাকিনু বাপজান গো
অই হোস্কেয়াঙ আম্মাল
ওরে মল্লিক ছাড়া এই জগোতোত্
ভাতার নাই মোর আর ।।

ওরে ভাইগ্যের জোরে আইল্চে জামাই
যাবার না দেও তাক আর ।।

ওরে পাত্রো মিত্রো নাজীর উজরোক গো
ও বাপজান সগ্গইকে ডাকাইয়া
খুশিহালে আমার বিয়া গো
বাপজান দেও আইজায় পড়াইয়া ।।

না গ্যান যদিকেল বিয়া বাপজান গো
গইল্লোবো করিয়া
ব্যাজোড়া হইম তেহইলে মুই
গ্যাকোনা বুজিয়া ।।

কথা ঃ

দেওয়ান গ্যাকোতো চিটিত্ কি গ্যাকা আছে ?

দেওয়ান ঃ তোমার বেটি গনাপড়া করি দেইকচে এই

৬. খুলিয়া ।

মল্লিক বাহাদুর ছাড়া জগোতোত্ আর তার সোয়ামী নাই। খুশিহালে ইয়ার সাতে বিয়া পড়ে চায় ॥
আজা ঃ আস্তার ফইকরের সাতে বেটির বিয়া পড়ে দিতে হামি আজি নেঁায়াই ॥

এই খবোর পায়া কইন্যারে
কইন্যা ব্যাহুসোতে পড়িয়া
অনেক দুক্কোতে করে গান এ্যাক
নানা ধেয়ান ওপোমা[৭] করিয়া ॥

গান ঃ

জলোত্ বা কানদে জলো হংসোরে
আল্লা অরোনোত্ কান্দে টিয়া
ঘর যোবোতি বেট্টি ছাওয়া কানদে
বিচ্নাতে শুতিয়া ॥

মায়ের কোলোত্ টিপিল ছাওয়া কানদেরে
ছাড়িয়া মুকের দুদ
বাপো মায়ে বিবাদ করে রে
আল্লা হামার বুক করে ধুক ধুক ॥

বোনের হরিণ কান্দে গ্যাকোরে
আল্লা ছাড়িয়া মুকের ঘাস
আইজ হাতে গ্যালো সইগে রে
আল্লা মেলোনের বিশ্বাস ॥

এই ষ্যান ভাবে কান্দে কইন্যা রে
নেয়োলে বসিয়া
(আরে ও আহা রে)

---

৭. উপমা।

দিনে দিনে গ্যালো কইন্যা
কালা বরণ হইয়া ।।
(আরে ও আহা রে)
মাও জনোনী ত্যাকিয়া তারে রে
আপছোচ করে মোনে
(আরে ও আহা রে)
ওরে সোয়ামীর নাগিয়া বেটি বুজি
যায় জেবোনে মরে ।
(আরে ও আহা রে)
এ্যাকেদিনেঁা কয় বা আনী
আজারো সামোনে
এ্যাজোন বেটি ছাড়া নাই বেটি মোর
এ তিনেঁা ভোবোনে ।।
(আরে ও আহা রে)
ওরে আজার ব্যাটা মল্লিক বাহাদুর
দ্যাকিতে সোন্‌দোর
তার সাতে বিয়া দিতে বেটিক
ক্যানে করেন ওজোড় ।।
(আরে ও আহা রে)
না যদিকেল বিয়া আজা হে
মুই বা কওঁ তোমারে
গালাত্‌ দড়ি নাগেয়া মরিম মুই
বেটিরো মহোলে ।।
(আরে ও আহা রে)
এই কতা শুনিয়া আজারে
নরোম হয়া গ্যালো

ধুমধামের সাতে বেটির বিয়া
পড়েয়ায় ভালা দিলো ।।
(আরে ও আহা রে)

বসোর ঘরোত যায় নীল মোতিরে
হাসে মোনে মোনে
হায়রে সোয়ামীর কতা মোনে তুলিয়া কইন্যা
বসিয়ায় কান্দে তাই বোগোলে ।।
(আরে ও আহা রে)

ওরে কানদোন দ্যাকিয়া
মল্লিক না খায় বাটার পান
ওরে খুশির দিন্যোত ক্যানো কইন্যা
তোমার দুক্কের কাদোন ।।
(আরে ও আহা রে)

কইন্যায় কয় কিসের খুশি মোর
দুক্কোতে জেবোন গ্যালো
তোমার সাতে বিয়া বসি মোর
দুক্কোতে জেবোন গ্যালো ।।
(আহা ও আহা রে)

ওরে মল্লিক কয় কও কইন্যা
তাঁই আরো ক্যামোন
ওরে কইন্যায় কয় সেকতা কইলে
হবার নয় নেবাবন ।।
(আরে ও আহা রে)

ওরে কবার কতা নেঁায়ায়
কমেঁা যে তোমারে
অন্নেদিন বাদে তুমি
বুজবারে' পারিবে ।।
(আরে ও আহা রে)

মুইনা কইম তোমাক
মেনে আকেন পতি
যিদিন দ্যাকো হইবে কাণ্ডো
সিদিন বুজবেন তুমি ।।
(আরে ও আহা রে)

এহি কতা কয়া বা কইন্যা
শুতিয়া নিদঁ গ্যালো
বেটা ছাওয়া বেটি ছাওয়ার যিগলা কাম
বাকী না আর অইলো ।।
(আরে ও আহা রে)

তামান আইতে জাগিয়া থাকে দোনো
নিরালা পালোংগে
য্যামোন কলার গাচোত্ ঝালে
সেদ্যান তালে তালে ।।
(আরে ও আহা)

শ্যাষ আইতোতে নিদঁ আইসে
মল্লিকেরো চউখে
এই সোমে নীল মোতি কইন্যা
কোনবা কামেঁা করে ।।
(আরে ও আহা রে)

শিন্নাত বাগের দুদ আচিল
যেইনা ঘটির মাজে
আদা দুদ ঢালি আকে কইন্যা
সেন্দুকের ভেতোরে ।।
(আরে ও আহা রে)

পানি দিয়া ভরে আকি ঘটি
সামনোত্ আকিলো
ওরে বোগোলোত্ শুতি নীলমোতি কইন্যা
জাগিয়ায় যে অইলো ।।
(আরে ও আহা রে)

ব্যালা উট্পার আগোত্ দ্যাকে সপ্পোন
মল্লিক বাহাদুর
মাও জনোনী মইরবার ধইরচে তার
জংগোলের ভেতোর ।
(আরে ও আহা রে)

বিয়ানা উটি দ্যাকো বাহাদুর
বেলোম নাই যে করে
ময়মুরুব্বি সগ্গইরে কাচ হাতে
বিদ্যায় ভালা হইচে ।।
(আরে ও আহা রে)

ওরে সেত্তেই হাতে যায় বা মল্লিক
পায়োতে হাটিয়া
ওরে সামনোত্ দ্যাকো পাইলো তাঁই এ্যাক
অগোম দরিয়া ।।
(আরে ও আহা রে)

পরীর বরোতে পার হইলো দরিয়া
ক্যাবোল শোনবা দিয়া মোন
এ্যাকো মাসের পতো মল্লিক
এ্যাক নওজাতে[৮] যায় ॥
(আরে ও আহা রে)

ওরে তিনদিন হাটিয়া ত্যাকো
মাওয়ের ত্যাকা পায় ॥
(আরে ও আহা রে)

কথা ঃ

ও মাও জনোনী, হাত বাড়ে তোমরা শিন্নাত বাগের বাগের দুদ দ্যাও।
এ্যালায় তুই বত্তায় আচিস ! কি কইস মা ?
বাওয়া কি আর কইম ! মুই কওঁ মোরে কামের জন্নে ব্যাটা বুজিকেল মারা গেইচে।
পাচে ত্যাকো মল্লিক বাহাদুর
গাও মাতা যে ধুইয়া
খাওয়া দাওয়া করি শোতে বাচা
আরামের লাগিয়া ॥
(অই আহা রে)

এই সোযোগে কানচোন মালা
দুদের ঘটি কোনা হাতে
ফাল পাইরতে যায় কইন্যা
দানোবেরো আগে ॥
(অই আহা রে)

৮. হর্তে।

কথা ঃ

শোনেক সোয়ামী মোর ব্যাটা তো এ্যালাও মরে নাই— তাঁই সেইস্থান আচে। কি কলু! তোর ব্যাটা এ্যালাও সেইস্থান আচে? আচ্চা তেহইলে এই বারে মইরবে। নাগপুর শওরোত্ আচে। শেবফল হায়াতের পাতা। সেই পাতার উপর চল্লিশঠা করি নাগ থাকে। অত্তই গেইলে তোর ব্যাটা আর ফিরি আইস্পার নয়।।

দিশা ঃ

ভাবের কোড়া কি কোড়া রে
কোড়ার ডাল ভাংগি পড়ে
কিবেন করে কানচোন মালা
ফিরিয়ায় চলিলো।।

আসিয়া নিজের ঘরোত
কানদোন জুড়িলো
ছল করিয়া কান্দে রে কইন্যা
যায় গড়াগড়ি।।

গউড় পাড়ি গউড় পাড়ি কইন্যা
কানদিতে নাগিলো
তপাত্ হাতে মল্লিক বাহাদুর
শুনিবারে পাইলো।।

মায়ের কানদোন শুনিয়া মল্লিক
যায় বা ধেরে ধেয়ে
মাও জনোনীক ডাকেয়া কতা
পুচ করে বারে বারে।।

কিসোক কানদিস্ মাও জনোনী
কি হইচে তোমার

কানচোন মালা কয় কতা
কানদিয়া কানদিয়া ॥

ছেবফল হায়াতের পাতা
দেওতো মোক আনিয়া
এই কতা শুনিয়া মল্লিক
কপালোত্ চড় মারিলো ॥

হামাকে মাইরবে বুলি মাও
তইয়ার ভালা হইলো
থাকে মাও জনোনী
নেরোলে বসিয়া
ছেবফল হায়াতের পাতা
দেইম তোকে আনিয়া ॥

কমোর বানদিয়া মল্লিক
তকোনে বিত্তায় হইলো
ওরে কতেদূর হাটিয়া তাঁই
পরীর মুল্লুকোত্ গ্যালো ॥

দ্যাকিয়া পরীরা তাক
নিলো তুলিয়া কোলে
ওরে পেদঁনের কাপড়া দিয়া
মোচেয়া চউক বা কয় ধেরে ধেরে ॥

কান্দি কাটি আইলেন বাচা
কি হইচে তোমার
মল্লিকে কয় শোনে জনোনী
কওঁ বা দক্কের কতা ॥

ছেবফল হায়াতের পাতা বুলি
হিরাপুরোত্ যাই
এই কতা শুনিয়া পরী
ভাবে মোনে মোনে ।।

ওরে মাইরবে তোমাকে বাওয়া
জাইন্‌পার পাইচোঁ মোনে
ওরে হিরাপুর শওরোত যায়া
হরিণ মারিয়া নিবে ।।

ওরে সেই হরিণ আনিয়া খ্যাকো
গাচের তলোত্ দিবে
ওরে হরিণ খ্যাকি এ্যাক পাতা হাতে
নামিয়া আইস্‌বে নাগ ।।

সেই সোমে ছিড়বে পাতা
না বোলাইবে নাগ
ওরে অতোতে চড়িয়া পরী
হীরাপুরোত্ গ্যালো
সেত্তেই যায়া বুদ্দি গোটেয়া
দুই হরিণ মারিলো ।।

সেই সোমে হরিণ দুকনা
গাচের তলোত্ দিলো
আরে দুই পাতা ছাড়িয়া নাগেরা
হরিণ খাবার গ্যালো ।।
(অই আহা রে)

ওরে কায়দা পায়া দুই পাতা
নিলো যে ছিড়িয়া

নীলমোতি কইন্যার বাড়ি বুলি
যাবার নাগিলো হাটিয়া ।।
(অই আহা রে)

ওপোনীত হইলো মল্লিক
নীলমোতির বাসোরে
ভাকিয়া নীলমোতি কইন্যা তাক
বরি নিলো আচোলে ।
(অই আহা রে)

কতোদিন সেত্তেই থাকে মল্লিক
আমোদে আল্লাদে
আইস্‌পার সোমে এ্যাক পাতা দিয়া কইন্যাক
বিস্তায় ভালা হইচে ।।
(অই আহা রে)

দিনে আইতে হাইট্‌পার নাগিল মল্লিক
আরাম নাই যে করে
তপাত্‌ থাকি মাও জনোনীক
নাগিল ডাকাইবারে ।
(অই আহা রে)

কথা ঃ

মাও জনোনী । এই নে শেবফল হায়াতের পাতা ।
তুই এ্যালায় বস্তায়[৯] আচিস ?
কি কনু মা !
বাওয়া কি আর কইম ! মুই কওঁ মোরে কামের জন্নে
যায়া ব্যাটা বুজিকেল মারা গেইচে । সেই কতা কনু ।

৯. বাঁচিয়া ।

ওরে খাওয়া দাওয়া করি মল্লিক
শুতি নিদ ̐ গ্যালো
হায়রে পাতা কোনা নিয়া কানচোন
দেওয়ের আগোত্ গ্যালো ।।
(অই আহা রে)

নেও নেও পানের সোয়ামী
হায়াতেরো পাতা
আইনচে অই ব্যাটার হামার
নিম্রি যে হইয়া ।।
(আরে ও আহা রে)

দেওয়ে কয় শোনেক কইন্যা
না কানদিস তুই আর
এইবারে মইরবে ব্যাটা তোর
নিস্তার না পাইবে আর ।।
(আরে ও আহা রে)

আমানতের ফল বা আচে
আজপুর শওরে
সেইফল আন্বার গেইলে ব্যাটা তোর
না আইস্পে আর ঘুরে ।।
(আরে ও আহা রে)

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
বেলোম না করিলো
ছলনা করি অসের কইন্যা
কান্দোন জুড়িয়া দিলো ।।
(আরে ও আহা রে)

কান্না শুনি মল্লিক বাহাদুর
চ্যাতোন বা পাইয়া
মায়ের কাছোত আসিয়া মল্লিক
নাগিল্ পুচিবার ॥
(আরে ও আহা রে)

কিসের জন্নে কাইদবার নাগচিস মাগো
কওতো আমারে
বারে বারে কানদিস কিসোক
কি হইলো তোমারে ॥
(আরে ও আহা রে)

আমানতের ফল আচে আজপুরে
সেইফল আবানে ব্যারাম
ভালা না হইবে।
এই কতা শুনিয়া মল্লিক
কপালোত্ চড় মারিলো
দুনিয়া হাতে মোর হায়াত
উটিয়ায় বুজিকেল গ্যালো ॥
(আরে ও আহা রে)

বুজিকেল মাও গেচিল মোর
দানোবেরো কাচে
ওরে তেনা হইলে এ্যামোন ওউষোদ
মাইনষে ক্যামোনে জানে ॥
(আরে ও আহা রে)

আহা আল্লা মাবুদ মওলা
যে আচে কপালে

আজপুরোত্ যাইম মুই
সেই দাওয়াই আনিবারে ।।
(আরে ও আহা রে)

ওরে বিস্থায় হয়া মল্লিক যায়
শ্বশুরেরো স্থাশে
ওরে তপাত্ হাতে নীলমোতি কইন্যা
পাইলো স্থাকিবারে ।।
(আরে ও আহা রে)

দিশা ঃ
কপালোত্ এই নেকিচে দারুণ বিদি কপালোত্ ।।
ওরে আস্তাতে আসি নীলমোতি
আইসো আইসো বলে
কতো বা দিন হাতে সোয়ামী
স্থাকা না স্থাও মোরে ।।

ওরে ডাক শুনিয়া মল্লিক বাহাদুর
চউকের পানি ছাড়ে
জল্মের মোত্ বিস্থায় দেও কইন্যা
যাওঁ মুই জমেরো তল্লাশে ।।

ওরে আইজ হাতে দুনিয়ার খ্যালা
শ্যাষ হইচে মোরে
মাও বা জনোনী দোষপোন হইচে মোর
দেওয়েরো কতাতে ।।

আমানতের ফল আইন্বার জন্নে যাওঁ মুই
আজপুর শওরে

দোষ অপরাদ যতো আচে কইন্যা
ক্ষেমা করো মোরে ।।

আর বুজিকেল না হইবে দ্যাকা
দুনিয়ার মাজারে
চউকের পানিতে বুক ভাসি যায়
কান্‌দে হায় হায় কইরে ।।

ওরে সোয়ামীর কান্‌দোন দ্যাকিয়া কইন্যারে
পড়ে সোয়ামীর পায়
অই জাগাতে না যান সোয়ামী
মাইরবে তোমার মায় ।।

ওরে বসিয়া এত্তেই খাবার পাইবে
অবোলারো ঘরে
ওরে মল্লিকে কয় শোনেক কইন্যা
মোর মোনোত্‌ নাইরে ন্যায় ।।

ওরে মায়ের কতাতে মোর যদিকেল
এ জেবোনো যায়
ওরে তে হইলেও মায়ের হুকুম
করিম মুই আদায় ।।

হাসিমুখে বিদ্যায় দেও কইন্যা
যাইম মুই ফল আনিবারে
ওরে হাসি মকে বিদ্যায় দিলো কইন্যা
সোয়ামীকো তারে ।।

দিশা ঃ
হামরা যাইগো কুল বনোবাসে

জল্মের মতো হে
বিদ্যায় হয়া মল্লিক যায় রে
আজপুয়ো শওরে ॥

ইতি দ্যাকো নীলমোতি কইন্যা
কোন বা কামেঁা করে
ওরে গনিয়া দ্যাকিলো কইন্যা
সোয়ামীর হায়াত আচে ॥

বাপ মাওয়োক না কয়া কইন্যা যায়
ভাটিয়ান মুল্লুকে
যিদিকি ভাসিবে নাশ
কইন্যা সেই দিকি থাকে বইসে ॥

কতপা দিনে আইসে সোয়ামী মোর
এই না ঘাটের পরে
উতি দ্যাকো মল্লিক বাহাদুর
ধেরে ধেরে হাটে ॥

দেইক্পার পাইলে আমানতের ফলরে
দরিয়ার ওপোরে
আল্লার নাম কয়া মল্লিক তকোন
চড়িলো গাছেরো ওপোরে ॥

ওরে দুই হাতোতে ধরিয়া ফলরে
দ্যাকো টানিয়ায় ভালা ছেড়ে
ফল ছিড়বার ধরি মল্লিক বাহাদুর
দুই ধুম হয়ায় পড়ে ॥

এ্যাকো সাতে দুই ফাক হয়া রে
ভাসিয়া যায় সাগোরে
ওরে তিন দিন তিন আইত
ভাসে সাগোরের জলে
বসি থাকি নীলমোতি কইন্যা
পাইলো দ্যাকিবারে ।।

দিশা ঃ
কলুম নতারে
য্যামোন ভাসাইলেন অগোম সাগোরে
অই মোতোন ভাসাইলেন গংগার জলে ।।

মরা ভাতার দ্যাকিয়া কইন্যা
হায় হায় করি কান্দে
কি গোনা কইরচোঁ মুই আল্লা
তোমারো দরবারে ।।

ওরে দিয়া মোক স্বামী
কাড়িয়া নিলু
আড়ি[১০] কইরলেন মোকে
দ্যাকিতে দ্যাকিতে নাশ আইলো
মাজ দরিয়ার পরে ।।

ওরে ঝাপ দিয়া নামে কইন্যা
সোয়ামীক ধরিবারে
পানিত পড়ি পানি খায় কইন্যা
তল হয়া যায় জলে ।।

১০. বিধবা।

তাতো দ্যাকো তাঁই সোয়ামীর মরা
না পায় ভুলিবারে
সাগরের পানি খায়া কইন্যা
প্যাট বা ভারী হইচে ॥

নিজে দ্যাকো মরিয়া যায় কইন্যা
ভয় করে না তাতে
ওরে সোয়ামীক বাচবার বুলি
সতার দিয়া চলে ॥

কত দুক্কো পায়া সোয়ামীক
পান্জা করিয়া ধরে
ওরে টানিয়া তোলে দ্যাকো সোয়ামীক্
জংগোলের কিনারে ॥

ওরে আমানতের দুই ফল আচে
ডাইনো হাতের পরে
ওরে ফল দ্যাকি কইন্যায় খুশি হইলো
কাপড়ার আচোলে বান্দে তারে ॥

ওরে মরা সোয়ামীক্ কোলোত্ নিয়া কইন্যা
কান্দি কান্দি চলে
আপোনার মহলোত্ কইন্যা
সোয়ামী ধনোক আকে ॥

নিজ হাতে বাটে অউষোদ
ভিজিয়া চউকের জলে
জুল জুল করিয়া দ্যাকো কইন্যা
চায়া থাকে মুকের দিকে ॥

অউষোদ বাটিয়া কইন্যা
গাও বা ধোয়ায় তারে
ওরে গাও ধোয়া অউষোদ নাগায়
সোয়ামীক নিয়া কোলে ।।

দিশা ঃ
দয়া করো হে
বার এলাহি
দয়া করো হে

ওরে কাইন্‌তে কাইন্‌তে নীলমোতি কইন্যা
মুনাজাত করে
ওরে বাচেয়া দেও ওগো মাদবু
সোয়ামী ধনোক মোরে ।।

কুন শব্‌দোত্‌ জাহান পয়দা
কইরলেন কুদরতে
ওরে বাচেয়া দিতে মোর সোয়ামীক
তোমার অসাইদ্দো কিবেন আচে ।।

ওরে তোমার নুরোতে কল্লেন পয়দা
মোহাম্মদ অচুল
ওরে সেই নামের বরকোতে আল্লা
বাচাও মোর সোয়ামীক ।।

ওরে বিচমিল্লা বুলিয়া কইন্যা
ঔষোদ নাগেয়া দিলো
আল্লার হুকুমে তকনে মল্লিক
উটিয়ায় বসিলো ।।

হাসি হাসি কইঞ্চাক কয়
ফল অইলো বেন কনটই
সোয়ামীর মুক ছ্যাকিয়া কইঞ্চায়
হাসিয়া কতা কয় ।।

ওরে মরিয়া গেইচ্‌লেন সোয়ামী
এই জগোত্‌ থাকিয়া
ওরে আল্লার হুকুমে আইজ
উটিলো বাচিয়া ।।

ওরে এই কতা কয়া রে কইঞ্চা
কান্‌দে জারে জারে ।।

দিশা ঃ
কইঞ্চা হে আরে কইঞ্চা
আরে না কাইন্দো
তোমার কান্‌দোন হামার
কইল্‌জা ফাটিয়া গেইচে ।।

ওরে তোমরা হামরা হায়াতোত্‌ থাইকলে
কোনজন মাইরবার পারে
খুশি হালে থাকো কইঞ্চা
অই মহলো মন্‌দিরে ।।

মুই এ্যালা চলিয়া যাঁও
মাও জনোনের কাচে
নীলমোতি কয় শোন সোয়ামী
সইত্তো করো শুনি ।।

ওরে ফল দিয়া দেরী না কইরবেন
আইস্‌পেন তরায় করি

মাতাত হাত দিয়া মল্লিক
সইত্তো করিয়ায় নিলো ।।

যদিকেল বেলোম করেঁা মুই কইন্যা
তে হইলে মায়ের মাতা খামেঁা
এই বুলিয়া চলি যায় মল্লিক
কইন্যাকে ছাড়িয়া ।।

তিন দিনের মইদোতে মল্লিক
ত্থাকা দিলো মার কাচোত আসিয়া
ওরে আমানতের ফল দিয়া মাক
যাবার নাগিল বিত্থায় হইয়া ।।

ওরে নীলমোতির আগোত্ আসি মল্লিক
থাকে দ্যাকো খুশি হালে
ওরে উতি দ্যাকো কানচোন মালার
কিবা দুক্কো ঘটে ।।

ওরে আমান্তের ফল বা নিয়া কইন্যা
দউড়িয়া চলিল ।।

দিশা ঃ
আরে ও দেওয়ান হে
আরে বলো ।।

ওরে হাইসতে যায় কইন্যা
দেওয়েরো আগোতে
ওরে তিনেঁা দাওয়াই দ্যাকিয়া দেও
মোনে মোনে হাসে ।।

ওরে এইবার মোর কাইর্যো সিদ্দি
আল্লায় বা করিচে
ওরে নিজ বা হাতে বাটিয়া দাওয়াই
কইন্যা দেওয়োর হাত পাউয়োত্ দিলো ।।

হাতপাও পায়া দ্যাকো দানোব
বেলম্ না করিলো
অজ্ভূত উপ ধরিয়া দানোব
সামনোত্ খাড়া হইলো ।
স্ট্যাকিয়া দানোবের মুত্তি কইন্যা
টলিয়ায় পড়িলো
ডাইনে বামে এ্যাক হাজার হাতো রে
চউক বা ব্যালের মোত ।।

ঢ্যাকির নাহান দাঁতগুলা
তাঁই দেইক্তে ক্যাড়া ব্যাড়া হইল
হায়রে এ্যামোন ছুরুত দেখিয়া কইন্যার
জিউ বা উড়িয়ার গ্যালো ।।

ওরে ডাইনে বামে স্ট্যাকে কইন্যা
ইতিসিতি[১১] নাই কোনোজোন
ব্যাটার নাম নিয়া কইন্যা
জুড়চে কান্দোন ।।

হ্যানকালে স্ট্যাখে কাউয়ার এ্যাক
শুকান ডালোত্ ডাকে
পাও হাত ধরিয়া কইন্যা
পুচ করে তাহারে ।।

১১. এদিকে সেদিকে ।

দিশা ঃ
আরে যারে কাগা তুই
ব্যাটাক বইলো
দেওয়ের হাতোত্ পড়িয়া রে তার
মাও মইলো ।।

কান্দোন্ স্থাকিয়া বোনের কাগা
উচিত্ কতা কবার নাগিলো
শোনেক শোনেক কান্চোন মালা রে
মাও হয়া কোনজোনে ব্যাটাক মারিতে সাজিলো ।।

এ্যালা কি দেওয়ের পিরিত
ভালো না নাগিলো
আরো কতেকদিন থাকেক কইন্যা
অসতিরো হালে ।।

দেওয়ের ক্যামোন পিরীত
জানিয়ায় যে নিবে
মাতা হালেয়া থাকে কইন্যা
কতা না কয় কাগে ।।

কান্দান স্থাকি বোনের কাগা
উড়িয়ায় যে চলে
উড়িয়া যায় পড়ে কাগা
নীলমোতির মন্দিরে ।।

মদুর সুরে কয় কতা
মল্লিকেরো আগে
তোমার মাও হইচে বন্দি
দুরাচার দেওয়ের হাতে ।।

দিশা ঃ

যারে কাগা তুই মাওয়োক বইলো
ব্যাটার চায়া এল্যা দানোব ভালো ।।

গোস্বা করি কয় তকোন মল্লিক
কাউয়াটার আগে
আর না আইস্‌পে ব্যাটা তোর
উদ্দার করিবারে ।।

বারো বচ্চোর থাইক্‌পে মাও মোর
দুরাচার দেওয়ের হাতে ।।
তিমিন্নিয়া[১২] বুজবে মাও মোর
দুনিয়ায় কাঁইবেন ভালো
কতা শুনিয়া বোনের কাগা
তকোন বুজায় মল্লিকে রে ।।

অসতি যদিকেল হয় তোর মাও
তাকে কি মারিবে
মাও জনোনী দুক্কো করি তোক
পালোন করিচে ।।

এই কতা শুনিয়া মল্লিক
কান্‌দিয়া উটিলো ।।

দিশা ঃ

যারে কাগা তুই
মাওয়োক্‌ বইলো
উদ্ধার কইরতে বইলো
ব্যাটা আইলো ।।

---

১২. তবে তো।

মায়ের খবোর পায়া মল্লিক
কাইন্দবার নাগিলো
মুই ব্যাটা থাইক্তে মাও
এ্যাতো দুক্কো পাইলো
কান্দোন্ ছ্যাকিয়া নীলমোতি কইন্যা
কোলোত তুলিয়া নিলো ।।

আচোল দিয়া মুচিয়া ধুলা
কবার তাঁই নাগিলো
কিসের জন্নে কান্দোন্ পতি
কি দুকবেন হইলো ।।

মল্লিকে কয় শোনেক কইন্যা
সইন্নো ছ্যাহো মোরে
যুদ্ধ করি মাও জনোনীক
বাচেয়া নিতে হইবে ।।

এ কতা শুনিয়া নীলমোতি
বাপের আগোত্ গ্যালো
হাত জোড় করি বাপের আগোত্
তাঁই কবার যে নাগিলো ।।

তুমি থাইকতে মোর বা শাউরি
দেওয়ের হাতোত্ মরে
মায়ের শোকোতে তোমার জামোতা
চায় জেবোন ত্যাজিবারে ।।

এহি কতা শুনিয়া বাশ্শা
দেওয়ানোক্ হুকুম করে

পাগলা ঘণ্টাত, বাড়ি দিয়া তাঁই
সইন্নো জমা করে ।।

যাইট হাজার সইন্নো নিয়া
ছইয়োদ আজারে জামোতার আগোত্ চলে ।

দিশা ঃ
পবোন সাজিলো রে
পবোন্ সাজিলো ।।

মহা ধুমধামে বাশশা যায়
বেরবোন জংগোলে
যিদিক দিয়া যায় সইন্নোগোন
সিদিক্কার পাতোর ভাংগি ধুলা উড়ায় পতে ।।

এ্যাতো সইন্নো আছিল্ হায় রে
ছইয়োদ বাশশার তাবে
টলমল টলমল করে অমিন
সইন্নেরো দাপোটে ।।

ওরে ওপোনীত হইলে আজারে
বেরবোন জংগোলে
ওরে মল্লিকে ডাকেয়া কতা
সইন্নোগনোক বলে ।।

এ্যাক হাজার গারো বনদূক,
আগুন ঝ্যাহো তাতে ।।

দিশা :
দানোব পলাও কি পলাও রে
নংকা ঘিরিলো হনুমানে

ওরে এ্যাক হাজার বন্দুকোত্ আগুন
নাগায় এ্যাকেবারে ।।

বন্দুকের আওয়াজে দানোব
কাপে থরে থরে ।।

ছাড়িল ত্যাকো কাব্রান এ্যাক
দানোব দুরাচার
সেই কাব্রান পঁচিলো যায়া
কইলাশো মাজার ।।

ঝাকে ঝাকে আইসে দানোব
বেরবোন জংগোলে
দুই দলে নাগিল যুজ্জ
থ্যাকিতে থ্যাকিতে ।।

বাওয়া পোরথোমে বাজিয়া গ্যালো
মুক্ত বলাবলি
তার পরে বাজিয়া গেলো
বাহু প্যালা পেলি ।।

মল্লিকেরো সইন্নে তামান
তলোয়ার খুলিয়া
কলার গাচের ধেরান
ফ্যালাইলো কাটিয়া ।।

কারো কাটে নাক কান
কারো বা চুল
কাকো থ্যাকো ফিকিয়া থ্যায়
য্যামোন শিমলার ফুল ।।
(আরে ওহে)

কাকে ছ্যাকো ফিকিয়া ছ্যায়
কারো টিপিয়া বা গালা
কাকো বা ছিড়িয়া ফ্যালায়
য্যামোন আষাড়িয়া মুলা ।।
(আরে ওহে)

বইশেক্ মাসোতে য্যামোন
তুপানেরো জোর
গাচপালা মুচড়িয়া ফ্যালায়
না আকে বাড়ীর খোর ।।
(আরে ওহে)

অই ধেরান সইনো সউগ
পাগোলেরো হালে
নাকে নাকে কাটে দেওয়ের ঘরোক
হিসাব নাই যে তার ।।
(আরে ওহে)

যতো কাটে ততো বাড়ে
না পায় বুজিবারে
ছ্যাকিয়া ছইয়োদ বাশ্শা
কাপে থরে থরে ।।
(আরে ওহে)

কি কইরবে ছইয়োদ বাশ্শা
ভাবে মোনে মোনে
মল্লিক বাহাদুরের আগোত কথা
নাইগ্চে বলিবারে ।।
(আরে ওহে)

ওরে শুনি কতা মল্লিক বাহাদুর
কাইন্‌তে কাইন্‌তে বলে
এ্যাতো দুক্কো দিলে মাও মোক
বেরবোন জংগোলে ।।
(আরে ওহে)

যকোন কালে মল্লিক বাহাদুর
কাইদবার নাগিলো
সরোগ হাতে থাকিয়া পরী
তাক জানিয়া পাইলো ।।
(আরে ওহে)

বাওভরে যায় বা পরী
কাতারে কাতারে
ওপোনীত হইলো পরী
বেরবোন জংগোলে ।।
(আরে ওহে)

বাজি গেলো বিষম যুদ্ধ
মানোব আর দানোবে
দুই দলের দউড়া দউড়িতে জমিন
টলমল টলমল করে ।।
(আরে ওহে)

ওরে কারো মারে কারো কাটে
কাকো গ্যায় ফিকিয়া
মরা লাশের তলোত্‌ কেউ
গ্যাকো থাকে যে পলাইয়া ।।
(আরে ওহে)

নীচোত মাইরবার নাগিল ছইয়োদের সৈন্য
ওপরোত্ পরীগোন
টিকবার না পায়া যে দানোব
পলেয়া যে যান ।।
(আরে ওহে)

পলাইলো দানোবেরা যকোন
ঘুচি গ্যালো জন্‌জাল
দানোবোক ঘিরি ফ্যালেইল
হাজার হাতীর পাল ।।
(আরে ওহে)

হাতে পায়ে অসি দিয়া
নিলো যে বানদিয়া
ছোরা হাতে মল্লিক্ বাহাদুর
ঘরোত্ বইসে গিয়া ।।
(আরে ওহে)

শোনেক রে দানোব দুরাচার
বচোন হামার
কন্‌টই আচে মাও জনোনী
বাপজন হামার ।।
(আরে ওহে)

মাও বাপোক এত্তেই যদি
না দেও আনিয়া
ঘাড়োতে মারিয়া ছুরি
কাল্লা নেইম কাটিয়া ।।
(আরে ওহে)

দেওয়ে কয় শোন বাশ্‌শা
বাশ্‌শা নামোদার
আইজ হাতে তুমি মনিব
মুই গোলাম তোর ।।
(আরে ওহে)

জেবোন ভিক্কা দেও যদিকেল
কনু যে হামারে
কনটই আচে তোমার বাপ মাও
আনিয়া দেমোঁ তারে ।।
(আরে ওহে)

শুনি কতা মল্লিক বাহাদুর
জান ভিক্কা দিলো
ওরে দেওয়ের সাথে সৈন্যসেনা
কৈলাশোত্‌ চলিলো ।।
(আরে ওহে)

কৈলাশ শওরোত্‌ আছে
জয়কুদ্দি নাম
সৈই জোনোক যায়া তাকো
করিলো ছালাম ।।
(আরে ওহে)

কেটা তুমি ছালাম করেন
কাঁই বা হও মোরে
কনটই হাতে কানচোন মালা
আইলো এ্যাতো দিনে ।।
(আরে ওহে)

কানচোনে কয় শোন সোয়ামী
না কন কতা আর
ওরে সামনোতে খাড়া আচে
ব্যাটা হয় তোমার ৷৷
(আরে ওহে)

গর্ভবতি আকিয়া মোরে
গেইলেন পানি আনিবারে
এই ব্যাটার নাম আকচি
মল্লিক বাহাদুর বইলে ৷৷
(আরে ওহে)

যতো দুক্কো পাইচোঁ মুই
না বলিবে কারে
তিনজোনে বসিয়া কতা
কমোঁ বা নেরোলে ৷৷
(আরে ওহে)

কি কাম করে মল্লিক বাহাদুর
বাপের হাত ধরিয়া
ষাইট মোনি নোয়ার জিন্‌জির
ফ্যালাইলো ছিড়িয়া ৷৷
(আরে ওহে)

বেয়াল্লিশ মোন নোয়ার খাড়ুয়া
দুরোত্ ফ্যালেয়া দিলো
নব্বোই মোন কপাটখ্যানি

মুকটিয়ায় ভাংগিলো ।।
(আরে ওহে)

ওরে বাপোক নিয়া মল্লিক
বাইর হয়া আইলো
তারে নিয়া তাঁই আল্লার নাম
হাটিয়ায় চলিলো ।।
(আরে ওহে)

কৈলাশ নগোরেত্ যতো
দেওয়েরা আচিলো
ড্যাকিয়া মল্লিকোক সগলে
কাইপ্বার নাগিলো ।।
(আরে ওহে)

এ্যামোন দোষপোন মানুষ
ঘোরে সাতে সাতে
জেবোনের ভয়ে পলেয়া আনু
কইলেশো নগোরে ।।
(আরে ওহে)

হেটেই না যাইবে দ্যাকা
দেকিনু ভাবিয়া
এইবার ষদিকেল ধরে মাতা
নিবে যে কাটিয়া ।।
(আরে ওহে)

দিনে আইতে যায় বা মল্লিক
মাও বাপোক নিয়া

ছইয়োদ বাশ্শার মুল্লুক বুলি
যাবার নাগিল হাটিয়া ।।
(আরে ওহে)

দিশা ঃ
ময়না উড়িয়া যায়রে ভাই
যায় ময়না শ্বশুর বাওয়ার দ্যাশে ।।

দিনে আইতে যায় বা মল্লিক
আরাম নাইযে করে
ভোক নাইগলে গাচের ফলরে
খায় বা ছিড়ে ছিড়ে ।।

এই ত্থান ভাবে কতো দিন রে
হাটিবার নাগিলো
সামনে ত্থাকো শ্বশুরের ত্থাশ
নজোরোত্ পড়িলো ।।

ওরে ওপাত্ হাতে তাম্বু খাড়া
নজোরে ত্থাকিয়া
মাও বাপোক কয় মল্লিক
আদোবে আকিয়া ।।

থাকো থাকো মাও বাপ গো
জংগোলোত্ বসিয়া
খবোর দিয়া আইসোঁ যায়া
শ্বশুরের কাচোত্ যাইয়া ।।

ওপোনীত হইলো মল্লিক
শ্বশুরেরো ঘরে

থ্যাকিয়া নীলমোতি কইন্যা
নাইগ্‌চে ভাবিবারে ।।

শোনেক শোনেক পানের সোয়ামী
জবান বা শোনেক মোরে
মইলা কাপোড় পাগলার ব্যাশে
আইলে কনটই হাতে ।।
(রে মোন হায় হায়, হায় ওহে)

শোনেক কইন্যা নীলমোতি হায় রে
মুই বলোঁ তোমারে
ওরে বাপ মাও আছে খাড়া হয়া মোর
বেরবোন জংগোলে ।।
(রে মোন হায় হায়, হায় ওহে)

শোয়ারী করি তামাক আগে
নিয়া আইসো মহোলে
ওরে এই কতা যকোনে কইন্যা
পাইচে শুনিবার
ওরে তপাত যায়া কয় কতা
দায়ার বাপের আগে ।।
(রে মোন হায় হায়, হায় ওহে)

শোন শোন শোন বাপধন
মুই বলোঁ তোমারে
আইলচে ফ্যাকো বিয়াই বিয়াইন
তোমার মুক্ত থ্যাকিবারে ।।
(রে মোন হায় হায় হায় ওহে)

হাতি ঘোড়া নয় নস্কর
সাজালো করিয়া

আনোঁ যায়া শউড়ি মাওয়োক মোক
হাতিতে তুলিয়া ॥
(রে মোন হায় হায়, হায় ওহে)

এই কতা যকনে বাশ্‌শা
পাইলো শুনিবারে
ধুমধামের সাতে বিয়াই বিয়াইনোঁক
আনিলো মহোলে ॥
(রে মোন হায় হায়, হায় ওহে)

ছ্যাকিয়া বিয়াইনের মুক
হায় হায় করিয়া ওটে
ওরে কতো দিনোঁ থাকে মল্লিক
শ্বশুর শউড়ির ঘরে ॥
(রে মোন হায় হায়, হায় ওহে)

ভালো না নাগে কতা
মোনে মোনে ভাবে
এ্যাকদিন ছ্যাকে সপ্‌পোন তাঁই
শুতিয়া বিচনাতে ॥
(রে মোন হায় হায়, হায় ওহে)

ওরে বড়ো বাপ বড়ো মাও কাইদবার নাইগচে
ব্যাটা ব্যাটা বুলি
পানজা করি ধরিয়া তামাক
কোলোত্‌ নিলো তুলি ॥
(রে মোন হায় হায়, হায় ওহে)

বিয়ানা উঠিয়া মল্লিক
শ্বশুরোক্‌ যায়া কয়

বিন্ডায় স্থাহো শ্বশুর বাওয়া
মুল্লোকোত্ যায়া খায় ।।
(রে মোন হায় হায়, হায় ওহে)

এই কতা শুনিয়া ছইয়োদ
বেলোম নাই যে করে
দেওয়ানোকে ডাকেয়া কতা
নাইগ্চে বলিবারে ।।
(রে মোন হায় হায়, হায় ওহে)

দিশা ঃ
কইন্যা ছাড়িয়া যায় রে
মায়ের কোল করি খালি ।।

হায়রে বেণ্টিজামাইক বিন্ডায় বাশ্শা
দুই চউকোত্ বয়রে পানি
ওরে দানে দিলে কতোরে জিনিষ
কতো দাসী নিলে সাতে ।

মাটির খোরা মাটির খালি রে
চিলমারীর কড়েয়া
ওরে হাত ধুবার জন্নে দিলো কইন্নাক
ভাংগা এ্যাকটা নোটা ।।

ওরে বাটা দিলো টিনের কাটা
আরো দিলো হাড়ি ।।
ওরে তিনমাস হাতে সেইনা হাড়ি
আচিল ছাত্লা পড়ি
গেলাস দিলে থরে থরে
হাড়া দিলো তারপরে ।।

সেইনা হাড়ার মইদোত ভাইরে
মুরগি ডিম পাড়ে
এইখান করি যতোন বাসোন
এ্যাকনাও বাকী না আকিলো ।।

ওরে দুইজোন দাসী সাতে দিয়া
জামাইক্ বিথায় করিয়া দিলো
বিথায় নিয়া মল্লিক বাহাদুর
যায় বা ধেরে ধেরে ।।

মাও জনোনী বাপ আর বউ
যায় বা সাতে সাতে ।।

দিশা ঃ
হামরা আইনোঁ গো
তোমরা হও হুসিয়ার
নাপ দিয়া যমুনা হমোঁ পার ।।

দিনে আইতে যায় বা মল্লিক
না করে আরাম
ওরে কতো দিন বাদে যায়া মল্লিক
দাদাজীর শওর পান ।।

ওরে খানিকদূর বাকী থাইক্তে
দাদাজীক পত্রো দেন
শোনেক দাদা জয়নুব বাশ্শা
মুইঁ হও নাতী তোরে ।।

বাপের নাম মোর জয়কুদ্দি
মল্লিক বাহাদুর নাম হইলো মোরে

কান্চোনমালা মোর বা জনোনী
খ্যাকিয়া দিনু তোরে ।।

দয়া যদিকেল থাকে দাদাজী
তে হইলে নিয়া যাও মহোলে ।।
এই পত্রো খ্যাকিয়া রে মল্লিক
পরীর হাতোত্ দিলো ।।

দেইক্তে দেইকতে দ্যাকো পরী
পত্রো দিয়া আইলো
ওরে পত্রো পায়া জয়নুব বাশশা
খুশিতে ভরিলো ।।

হায়রে সৈন্য সেনা নিয়া জয়নুব
ব্যাটাক আইনবার গ্যালো
ব্যাটা বউ আর নাতী পায়া
নাইচ্পার নাগিলো ।।

এইদ্যান ভাবে কত্পা দিন
গুজরিয়া গ্যালো
মল্লিক বাহাদুরোক্ আজা করিয়া
তক্তোতে বসাইলো ।।

সমাপ্ত

হলুদ বাদশা

কাহিনী শুরু

হলুদ নামোতে বাশ্‌শা
বল্লব শওরে
নওবাহার নামে কইন্যা
আছে তার ঘরে।

চাদ সুজ্জের নাহান কইন্যা
নাইগচে জলিবারে
এ্যামোন উপ দিচে আল্লা
নওবাহারে গায়ে॥

পরীরা পায় নজ্জা
দ্যাকিয়া তাহারে
হলুদ শাহা দ্যাকিয়া উপ
আপোনার কইন্যার
ফুলের বাগান এ্যাক
করিল তাঁই তঁইয়ার॥

দিনে আইতে থাকে কইন্যা
পনচো দাসী নিয়া
বাগান ছাড়িয়া কইন্যা
না যায় চলিয়া॥

বারো বচ্চোর হইচে কইন্যার
বিয়া নাই হয় তারে
(হায়রে) নওবাহার কইন্যার উপোতে
চাইরপাকে ঝলমল করে॥

এ্যালা হ্যাকো ইগ্‌লা কতা
অইলো ভালে ভালে
ফুল্ল পরীর কতা কিছু
শুনিয়া হ্যাও সক্কলে ।।

ফুল পরী নামোতে কইন্যা
পরীরো শওরে
দাসীর ঘরোক ডাকিয়া কতা
নাইগ্‌চে বলিবারে ।।

শোন শোন দাসী বান্দি
মুই বা বলোঁ তোরে
দেইক্‌তে মানুষের হ্যাশ
সাদ হইচে মোর দেলে ।।

এই কতা যকনে দাসী
পাইচে শুনিবারে
অতোত্‌ চড়িয়া ছয় পরী যায়
মানুষের হ্যাশ দেইকতে ।।

আসমান দিয়া যায় পরী
অতে শোয়ার হইয়া
বল্লোব শওরোত্‌ অত
পঁচিলে যে যাইয়া ।।

যকোন কালে পঁচিলো পরী
বল্লোব শওরে
সোন্‌দোর ফুলের বাগান এ্যাক
পাইলো হ্যাকিবারে ।

ফুল পরী কয় কতা
দাসীর ঘরে আগে
এত্তেই নামাও অত
যাইম মুই অই বাগান স্থাকিতে ।।

হুকুম পায়া দাসী বান্দি
অত নামেয়া নিলো
হাত ধরাধরি সগলে মিলি
ব্যাড়াইতে নাগিলে ।।

গলি গলি ঘুরবার নাগিল কইন্যা
আনোনদিত হইয়া
কইন্যার উপেতে বাগান খ্যানা
উটিচে জলিয়া ।।

হ্যানকালে নওবাহার কইন্যা
দাসীক নিয়া সাতে
দেইক্পার বুলি স্থাকে কইনা
পঁচিলে সেইখ্যানে ।।

আইগনের নাহান বাগান
নাইগ্‌চে জলিবারে
স্থাকিয়া নওবাহার কইন্যা
ভাবে মোনে মোনে ।।

কোন বা জনে জলায় আগুন
না পাওঁ স্থাকিবারে
বুজিকেল কোন দেওদানোব
বাগানোত্‌ আসিচে ।।

এই কতা যকোন কইন্ঢা
বলিতে নাগিলো
আউটাল হাতে ফুলপরী
সউগ শুনিবার পাইলো ।।

ফুলপরী কয় কতা
নওবাহারের তরে
শোনেক শোনেক নওবাহার কইন্ঢা
মুই বলোঁ তোমারে ।।

ঢ্যাকিয়া তোর সোন্দোর উপ
ভুলবার না পারি
সই কইরমোঁ তোমার সাতে
সেই জন্নেতো আলচি[১] ।।

এই কতা যকনে নওবাহার
শুনিবারে পাইলো
আগে পাচে ডাইনে বায়ে
ঢ্যাকিতে নাগিল ।।

কোন জাগাত্ না পায় তামরা
মাইনষেরো দিশা
দাসীর ঘরোক ডাকিয়া কয়
ডাকান কেনে মিচা ।।

তুই কি শুনবার পাইস
কাঁই ডাকায় আমারে
সই কইরবার চায়া তাঁই ক্যানবা
দ্যাকা না দেয় মোরে ।।

---

১ এসেছি।

কোনজোনে ডাকাও তুমি
দ্যাকা দেও আসিয়া
তে না হইলে মোর বাগান হাতে
যাওতো চলিয়া ।।

এই কতা শুনি ফুলপরী
নিজের উপ ধরিয়া
নওবাহার কইন্যার নেকোটে
খাড়া হইলো আসিয়া ।।

শোনেক শোনেক নওবাহার কইন্যা
মুই বা বলোঁ তোরে
কইরবার চাওঁ সই মুই
পরী আর মানোবে ।।

এহি কতা শুনিয়া মানোবে
আজী হয়া গ্যালো
বইসপার জন্নে সোনার আসন
আনিয়া ভালা দিলো ।।

মহোল বুলিয়া গ্যালো কইন্যা
খোরাকের নাগিয়া
এ্যাকল্যায় অইলো পরী
বাগানোত বাসিয়া ।।

নওবাহার কইন্যার এ্যাক
ভাই যে আচিলো
নাওরাজ বুলিয়া ত্যাকো
তার নাম আকচিলো ।।

তপাত হাতে নওরাজ কুমার
কইন্যাকে খ্যাখিয়া
হুস আক্কেল সউগে খ্যাকো
ফ্যালাইল তাই হারিয়া ।।

মোনে মোনে কয় নওরাজ
ধরিম মুই পরীকে
কমোর বান্দিয়া নওরাজ যায়
হওয়া খ্যানার ঘরে ।।

নাপদিয়া সেই পরীর
গায়োত্ যায়া পড়িলো
তাক দ্যাকিয়া ফুলপরী ক্যাবোল
উটিয়া দউড় দিলো ।।

থাপা মারি নওরাজ কুমার
পেঁদনের কাপোড় যে ধরিয়া
পেঁদনের কাপোড় খ্যানা তাঁই
নিলো যে খুলিয়া ।।

ন্যাংটা হয়া পরী দ্যাকো
আউটালোত্[২] সরিয়া গ্যালো
গোস্বা হয়া নওরাজে তকোন
কবার যে নাগিলো ।।

শোনরে ব্যালহাজ পুরুষ
আদোমেরো জাত্
পরীর পেঁদনে কাপড়াতে তুমি
ক্যানে দিলে হাত ।।

২. আড়ালে ।

মুই হনু তোর বইন
তুই হলু মোর ভাই
এইটা কি তোর ধরমের উচিত্
ক্যানে করিস বড়াই ।।

নওরাজ কয় শোনেক পরী
হামি সিগলা[৩] না জানি
তোকে যদিকেল পাওঁ মুই
তে হইলে করোঁ সাদি খ্যানি ।।

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
গোস্বাতে জলিলো
নওবাহার কইন্যাক ডাকেয়া
কবার যে নাগিলো ।।

ডাক শুনিয়া নওবাহার কইন্যা
দউড়িয়ায় চলিলো
ছ্যাকেয়া ভাই তার
সেটেই হাতে ভাগিয়া যে গ্যালো ।।

নওবাহার আসিয়া কয়
পরীকে ডাকিয়া
কার সাতে এ্যাতো গোস্বা
কওতো মোক খুলিয়া ।।

পরী কয় শোনেক সই
কি বেন কইম আর তোরে
তোমার ভাইয়ে হামার পেদঁনের
কাপোড় চুরি করে ।।

৩. সেগুলো।

উদ্যাও[৪] হয়া কও দ্যাকি
ক্যামনে যাইম মুই ঘরে
ব্যালহাজ ভাইয়োক ক্যানবা
সাতে করি আনিলে ।।

এই কতা শুনি নওবাহার
পরীর ঘরোক বলে
তুমি বুজিকেল মোর ভাইয়ের সাতে
ভাব কইর্‌বার ধচ্ছিলে ।।

তে না হইলে ক্যানে ভাই
কাপড়া নিলে তোরে
কিসের জন্নে আইলে তুমি
মোর বাগানের পরে ।।

এই কতা শুনিয়া পরী
শরোম পায়া গ্যালো
সইয়ের সামোন হাতে
তপাতোত্‌ চলি গ্যালো ।।

দ্যাকিয়া নওবাহার কইন্যা
ব্যাজার হয়া গ্যালো
সই পাতেয়া মোকে বুজিকেল
তোর পচোন্দ না হইলো ।।

সই করি কিসোক তুমি
তপাতোত্‌ থাকো বসি
তোমার সাতে সই আর
পাতপারে না পারি ।।

---

৪. উলঙ্গ ।

না করিম সই আর
শোন সকি বলি
তুমি হইবে মোর ভাবী
মুই হইগ ননোদি ।।

এইকতা যকোন ফুলপরী
পাইলো শুনিবারে
বারুতের ঘরোত্ যেন
আগুন নাগেয়া দিচে ।।

ডাকে আনিয়া আইজ বুজিকেল
জাইত্ মারিলে মোরে
উচিৎ সাজা দেইম মুই
সেই ঘাট পাইলে ।।

মুই তোক নাই আনোঁ
শোনেক পানের সই
তুমি আইলে মোর সামনোত
ভাইয়োক আইকলেন কই ?

পিরীত কল্লেন তুমি
আমার ভাইয়ের সাতে
আশেক হইচে ভাই
তোমারো উপোতে ।।

যিদিন হাতে ভাইয়ের সাতে
কইরচো পিরীত খ্যানি
সেইদিন হাতে ভাইয়ে খ্যাকো
ঘরোত্ না খায় পানি ।।

এ ছ্যান কতা দ্যাকো তোমরা
না কন আর মোরে
তোমার ভাইয়ে কাপোড় মোর
চুরি করিয়ায় নিচে ।।

উথ্যাও হয়া যাইম মুই
পরীস্থানের পরে
নব্বই হাজার পাইক পেয়াদা
আচে হামার ঘরে ।।

থ্যাকিম তোমার ভাইয়ে
কতো শক্তি ধরে
পূরা করি দেইম যতো
বিয়ার সাদ তারে ।।

এ দ্যান বড়'ই না করেন সই
তোমরা হইলেন পরীজাতি
মোন কল্লে মোর ভাইয়ে তোমাক
আইনবে খোপা ধরি ।।

মোর ভাই নাই যায় দ্যাকো
পরীর অই শওরে
তুমি আইল্চো এন্তেই
বিয়া বসিবারে ।।

দুইজোনে গাইল বোল
বাগানেরো পরে
আউটাল হাতে নওরাজ কুমার
পাইলো দ্যাকিবারে ।।

শুনি বইনের কতা
নওরাজ কুমার
পরীর সামনোত যায়া
কয় হুসিয়ার ॥

শোনেক শোনেক অবোদ বেটি ছাওয়া
নাহি জানোঁ তুমি
চুলের খোপা ধরিয়া তোমাক
নিয়া যাবার পাওঁ বাড়ী ॥

এই কতা কয়া নওরাজ
কমোর বান্দিয়া
পরীক ধইরবে বুলিয়া
যাবার নাগিল দউড় দিয়া ॥

পরী কয় শোনেক কুমার
না ধরিস তুই মোকে
কাপোড় আনিয়া দিলে হামাক
হাতের আংগুট দেইম তোকে ॥

হোস্‌কেয়া[৫] হাতের আংগুট
সামনোত্‌ ফ্যালেয়া দিলো
মাটি হাতে তুলিয়া আংগুট
নউকোতে নাগাইলো ॥

নওরাজে কয় যাও কইন্যা
যেটেই মোনোত্‌ যায়
না দেইকলে হাতের আংগুট
পুচ কইর্‌বে বাপ মায় ॥

---

৫. খুলিয়া।

কিবা ওত্তোর দিবে তকোন
বাপ মাওয়ের আগে
মোণ্ড কাটিয়া তোমার
সাগোরোত্ দিবে ভাসে ॥

(বাওয়া) এইনা কতা শুনিয়া পরীরে
ভাবে মোনে মোনে
উষ্ঠাওঁ শল্লে হেটেই হাতে
যাইবো ক্যামোনে ॥

কিবেন করে ফুলপরী
বুদ্দি নাই তার ঘটে
ওলোঙ্গ হয়া যায়
পরীস্থান শওরে ॥

বাগানোত্ আছিলো দাসী
পাইলো স্থাকিবারে
দাসীর কাপড়া পিন্দি
নিলো কোনোমোতে ॥

মায়ের আগোত্ যায়া
ফুলপরী কয়
হাতের আংগুট খ্যানা মা
বাটাতে হারায় ॥

দাসীর ঘরোক নিয়া ঘাটাত্
কতো উট্কা পাটকা করিনু
না পায়া সেই আংগুট
তোকে আসি কনু ॥

মায়ে কয় শোনেক কইন্যা
কোন কাম করিলে
সইত্তো কিড়া কাড়ি তোমার বাপে
আংগুট তোমাক দিচে ।।

যিদিন তোমার আংগুট
যে ব্যাটা ছাওয়ার হাতোত্ যাইবে
সোয়ামী হইবে সেই পুরুষ
এই দান সইত্তো কইরচে ।।

এই কতা শুনি কইন্যা
কান্দে জারে জার ।।

যে জংগোলোত্ বাগ নাই
বাগের ভয় করি
ঘুরি ঘুরি হামি নারী
বাগের হাতোত্ পরী ।।

মোনে আচিল করিম মুই সোয়ামী
ত্যাবোগনের তরে
কপালোত আচিল ল্যাকা
মানোবের সাতে ।।

যতোদিন হায়াতে আচি
সোয়ামী না ভইজমোঁ আমি
মোনের কতা কওঁ যে ভাঙ্গিয়া
যিদিন ভজিম সোয়ামী
সইত্তো যে করিয়া
সেইদিনে যাইম মুই
এ জগোত্ ছাড়িয়া ।।

হয় মারিয়া ফ্যালাইম সোয়ামী
নাতে মারা যাবো
মাইনষের সাতে সাদী
কোনদিন না বসিবো ।।

এ্যালা স্থাকো ইগলা কতা
অইলো ভালে ভালে
দিনে দিনে বাইড়বার নাগিল কইন্যা
ডগমগ করে ।।

বারো বচ্চোর বসে কইন্যা
সইত্তো যে করিলো
এ্যাক এ্যাক করি তিরিশ বচোর
পুরা হয়া গ্যালো ।।

নানা ধেরান কতা কয়া দাসী
কতো না বুজায়
বুজ নাহি মানে কইন্যায়
কান্দে হায়রে হায় ।।

কলোংকো পড়িয়া গ্যালো
পরীস্থান শওরে
আজার আজকুমারী কইন্যা
বিয়াও নাহি করে ।।

যেটেই সেটেই নোক স্থাকো
করে ফাসুর ফুসুর
বেটি ছাওয়া হয়া ক্যামোন করি
থাইকপে তাঁই গাবুর[৬] ।।

৬. অবিবাহিত

দাসীর ঘরোক ডাকেয়া কতা
আজা অনেক বুজায়
দিনে আইতে বুজায় কইষ্যাক
যাতে আজী হয় ।।

কতো কতো আজার ব্যাটা
আইল্‌চে বিয়া করিবারে
কিসোক কি হইলো তোমার
বিয়া না করো ক্যানো তারে ।।

এই কতা শুনি পরী
নাইগ্‌চে কান্দিবারে
মোর জোড়া আইক্‌চে আল্লায়
মানুষেরো সাতে ।।

ব্যাড়বার বুলি গেনু বাপজান
বল্লোব শওরে
হলুদ বাশশ্‌ার ব্যাটা নওরাজে
আংগুট নিচে মোরে ।।

কি করে কপালের ন্যাকা
সইত্তো কইরচে আগে ।
বেটিকে দেওয়া নাগে এ্যালা
মানুষেরো হাতে ।।

বিশেশ ও কামেলাক ডাকেয়া
নাইগ্‌চে বলিবারে
পরীস্থান হাতে বল্লোব শওর
সড়ক বান্দিয়া দে ।।

হুকুম পায়া বিশেশ ও কামেলা
বেলোম নাই যে করে
চইদ্দো গজ করিয়া সড়ক
নাইগচে বান্দিবারে ।।

দুই পাকে হাওয়া খ্যানা
তোস্‌সাই খ্যানার ঘর
জাগায় জাগায় কতো নাকারী
করিলো তইয়ার ।।

মইদে মইদে ফুলের বাগান
উপে ঝলমল করে
ছরো বরো আচে কতো
সান বান্দা ঘাট তাতে ।।

বারো জাগাত্‌ উপার গ্যাট
সাজোন করিয়া নিলো
বাড়ী হাতে বল্লোব শওর
পাতোর বসেয়া দিলো ।।

হাতী ঘোড়া নয় নস্‌কোর
কতো ধেরান বাজনা বাজে
কতো কতো নাচনিরা
সাজ ধরিয়া নাচে ।।

ধুম ধামের সাতে বাশ্‌শা
খত্‌ নেইক্‌পারে বসিলো
কাসেদোক ডাকেয়া সেই খত
পাঠেইয়াই যে দিলো ।।

দিনে আইতে দউড়ায় কাসেদ
আরাম নাই রে করে ।।

কতোদিনে গ্যালো কাসেদ
বল্লোবো শওরে
বসি আচে হলুদ বাশ্শা
পাইলো ত্থাকিবারে ।।

ডাইনে ছালাম করিয়া কাসেদ
বামে খাড়া হইচে
ছালামোঁ আলেক দিয়া
পত্রো হাতে নিলো ।।

সেই পত্রো নিয়া বাশ্শা
পইড়বারে নাগিলো ।।
কুলকুলা হইলো শাহা
পত্রো খ্যানা নিয়া
ফরাইম পরীর সাতে
নওরাজেরো বিয়া ।।

নিজের মুল্লুকোত যতো
পোজ্জা পাইট আচিলো
ঢুলি মালি ন্যাতোর জাল্লাদ
জিয়াপোত্ করিলো ।।

জিয়াপোত্ পায়া ত্থাকো
তামান ঠাকার নোকজন
হলুদ বাশ্শার বাড়ীত আসি
ওপোনীত্ হন ।।

নিজে স্থাকো হলুদ বাশ্‌শা
নওরাজোক ডাকিয়া
বিয়ার কতা স্থাকো
কয় যে খুলিয়া ॥

বিয়ার কতা শুনি
নওরাজ কুমার
বিয়ার কতা স্থাকো তাঁই
না করে শিকার ॥

ভাত স্থাকো না খায় শা'হা
না কাড়ে তাঁই আও
গোস্বা ঘরোত্‌ যায়া কুমার
কপাট বন্দো করিয়া দ্যায় ॥

কি হইলো কি হইলো শাহার
গোস্বা ঘরোত্‌ গ্যালো
শাহার মোনের কতা কেউ
কবারে না পাইলো ॥

দাসীবান্দি বাপো মায়ে
কবার নাগিলো
কি হইলো তোমার বাচা
খুলিখালি বলো ॥

কপাট খোলো কতা ব্যেলো
মোনোত্‌ কিবা হইলো
বাশ্‌শাই কইর্‌বার্‌ মোনোত্‌ থাকে
এ্যালায় সাজিয়া চলো ॥

এই কতা শুনিয়া নওরাজ
গোস্বাতে জ্বলিয়া

দোহারা করি কপাট কোনা
ত্থায় তাঁই মারিয়া ।।

কান্নাকাটি শোরগোল
মোহোলোতে হইলো
বাগান হাতে নওবাহার কইন্যা
শুনিবারে পাইলো ।।

কি হইলো কি হইলো বুলি
আইলো দউড়িয়া
ত্থাকে মাও কাইদবার নাইগ্‌চে
ধুলাতে নুটিয়া ।।

মায়ে কয় শোনেক বাহার
মুই বলোঁ রে তোরে
কিবা মোনে করি তোর ভাই
গ্যালো গোস্বাঘরে ।।

এই কতা শুনি নওবাহার
কান্দে জারে জারে
ফুলপরীর কতা তাঁই
পাইলো জানিবারে ।।

গোস্বা ঘরোত্‌ যায়া বাহার
নওরাজোকে ডাকে
বিচনা হাতে উটিয়া দ্যাক ভাই
পরী তোর নেকোট আইল্‌চে ।।

এই কতা শুনিয়া নওরাজ
উটিয়া বসিলো

উদ্যাও॑ করি দিদিক তাঁই
মহোলের ভেত্‌রোত্‌ নিলো ।।

কথা ঃ ক্যা ভাই কাদিস। কি হইচে তোর কওতো শোন।

শোনেক দিদি কও॑ তোরে
মোন পাগোল করিলো মোরে
ফুল বাগানোত ক॑াই আইসে
তোমার সাতে আও কাড়ে
কিবা নাম হয় তার বাড়ী কোন শওরে ।।

খুলি খালে কও দিদি
দুই পাও তোমার ধরি,
সেই পরী দেও মোক আনিয়া ।।

এই কতা শুনবারে পাইলো
নওবাহার হাসিয়া কইলো,
ক্যামোন কইরবে সাদী বইন হয় তোমারে
শোন নওরাজ কও॑ তোরে ।।

কোন শাস্‌ত্রোত এইদ্যান ন্যাকে
বইনেকে কইরবে সাদী ক্যামোন করিয়া ।।

পরীস্থান শওরোত্‌ ঘর
ফুলপরী নামো তার
বাগান দেইক্‌তে আইসে পরী অতে করিয়া ভর
এ্যামোন সোন্দোর উপ
কাচা সোনা চমোতকার
নিনু তাকে সই যে করিয়া ।।

চাদের নাহান জলেপরী
নউতোন নউতোন উপ ধরি
বারো বচ্চোর হইচে রে পরী নাই হয় শাদী
তাঁই হইলো পরীর কইন্যা
তামান গাওতে উপের আলো,
চাদ সুজ্জের থাকি ভালো ।।

আদোম হয়া পরী চাও
খালি ব্যালহাজের ধেরান কতা কও
ক্যানে তুমি হইচো উতালা ।।

ব্যাহুসি ছাড়িয়া ওট
দুই পাওতে হাটিয়া চল
পাইবে পরী ঘরোতে বসিয়া
এই কতা শুনবার পায়
বইনোকে ডাকেয়া কয়
মোনের কতা কওঁ যে ভাংগিয়া ।।

সেই পরী না আনি দিলে
বিয়া না করিম কারে
বাপে ক্যানে বিয়া দিবার চায় ।।

হয় পরীকে বিয়া করিম
নাতে জেবোন কোরবানী করিম
এই পুতিজ্ঞা শোনেক দিদিজ্ঞান ।।

নওবাহারে হাসিয়া কয়
আইসেক ভাই হামার সাও
আল্লায় অহোম কল্লে পুরাইবে আশ ।।

দুই পাওয়ে হাটিয়া চলে
গ্যালো দুইজোন ফুল বাগানে
কয় বা কতা নেয়োলে বসিয়া ।।

শোনেক ভাই কও তোরে
সেই পরী পত্‌রো নেইকচে
তার সাতে হইবে তোমার বিয়া ।।

তিসিন্নিয়া শাহা আজী হইলো
এই খবোর যায়া বাপোক দিলো
সাজায় শুন্ন কাতারে কাতার ।।

হাতি ঘোড়া আগোত্‌ সাজে
গাড়ী ঘোড়া পাচে পাচে
বন্‌দুকের আওয়াজ ধুম্‌ধাম ।।

আইয়োর ঘয়োক ডাকেয়া বলে
ছাও বাচাক সাজোন করে
হুকুম পায়া আইলো বইরেতিগণ ।।

ঝলঝলা জলোত্‌ গাও ধোয়ায়
সোনার পিড়াত্‌ আনি বসায়
গাও মোচে দ্যায় সোনার উমাল দিয়া ।।

গোন্দ করা নাইড়োলের ত্যাল্‌
আতোর গোলাপ গাওয়োত্‌ ছায়
হুড়াহুড়ি করে আইয়োগণ ।।

চাইরোপাকে আইয়োগণ
নিলো যে ঘিরিয়া
দুই হাতোত্‌ গ্যায় তুলিয়া ।।

আবের কাকই দিয়া স্থাকো
করে সিতাখ্যানি
তার ওপরোত্ তোলে ঢেউ
সোনারো গাথুনি ।।

আংগা দিয়া গাওয়োত কতো
সউগে জরিরো গাথুনি
চাদের নাহান জলে নওরাজ
তক্তের গাবুর খ্যানি ।।

এইষ্থান ভাবে করিয়া সাজোন
শ্যাষ করিয়া দিলো
বিস্থায় হয়া নওরাজ কুমার
হাতিতে উটিলো ।।

আগোত্ যায় হাতি ঘোড়া
পাচোত যায় সোয়ারী
চউহারা করিয়া চলে
শুন্নো আবেদারী ।।

হাওয়াখ্যান বালাখ্যানা
যতো ঘর আচিলো
পোত্তেক ঘরোক পরীর আজায়
শুন্নো আকিচিলো ।।

এ্যাহেক দিনে যায় শাহা
এ্যাক মন্জিল ছাড়িয়া
যায় তাঁই চলিয়া ।।

ঝাড় জংগোল ছাড়িয়া তাঁই
যায় বা ধেরে ধেরে

ডাকিনীর শওরোত্ যায়া
ওপোনীত হইচে ॥

এ্যাকে তো ডাকিনী জাইত
মায়া আইঙ্কোসিনী
ময়া করি ভোলবার পায়
দরবেস আর সইন্নেসী ॥

কতো কতো ডাকিনী ত্থাকো
কাতার বান্দিয়া
দেইকপার বুলি আজার কুমার
আইলো চলিয়া ॥

ওপোনীত হইলো সগলে
ঘাটার দুই পাকে
টরটরা করি বুকের দুই দুদ
মুচকি মুচকি হাসে ॥

আড় চউকে চায় কেউ
কেউ ফির পেদঁনের কাপড় ছাড়ে
উলকুত ভুলকুত করিয়া সগলে
বারে বারে ইশারা করে ॥

ত্থাকিয়া নওরাজ কুমার
তাঁই হইলো মাতোয়ারা
ফুল পরীর কতা মোনোত্ উটি
হইলো দিশাহারা ॥

ছাড়িয়া গেইলেন ফুলপরী
অইলেন ভুলিয়া

তোমার ধেয়ান কতো সোন্দোরী পাই
আস্তাতে আসিয়া ।।

তারপাচে ছ্যাকো আজার দেওয়ান
নিশান নিয়া হাতে
কোন জাগাত না থামে তাঁই
যায় মহাব্যাগে ।।

এ্যাতেক এ্যাতেক দেকিয়া ডাকিনী
ভাবে মোনে মোনে
কি করিয়া আকিম কুমারোক্
তার উপেয় নাহি জানে ।।

মোন্তোর চালিয়া ডাকিনী
আইক্কোস ধরিয়া নিলো
মোনতোরোতে সেই আইক্কোস
কুমারের উপ ধরিলো ।।

কুমারোকে ডাকেয়া ডাকিনী
নামেয়া যে নিলো
দানোবোক অই হাতির পিটিত্
চড়েয়া যে দিলো ।।

যকোন নামাইল কুমারোক্
এ্যাক জোনেও না জানে,
ধুমধামের সাতের যাবার নাগিল
অই না পরীস্থানে ।।

দিনে আইতে দউড়ায় সগলে
বেলোম নাই যে করে

ত্যাগ দ্যাগ কইরতে গ্যালো সগলে
পরীয়ো মুল্লুকে ।।
ইতিদ্যাকো বাশশা নামদার
সুরসেনা নিয়া
আগবাড়ে জামাইকে তাঁই
নিলো যে বরিয়া ।।
মজলিস করিয়া সগলে
নিলো যে ঘিরিয়া
অংতামাশা কইবার নাগিল সগলে
আমোদে মাতিয়া ।।
এইদ্যান ভাবে কতো দিন
গতো হয়া যায়
সাগাই-সোদোর সগগইকে বাশশা
জিয়াপোত্ দ্যায় ।।
ওপোনীত হইলো সগলে
আজার দরবারে
অংতামাসা করে সগলে
মজলিশের ভেতোরে ।।
কাঁইও নাচে, কাঁইও হাসে
কাঁইও গীত গায়,
কাঁইও পাত্তোরিক উক্তি
সাজোন করিয়া দ্যায় ।।
গাও ধোয়া কইন্যাক তামরা
বসায় তক্তের পরে
চাইরো পাকে দাসীবান্দি
নাইগচে নাচিবা রে।।

দুই হাতে তুলিয়া নিলো
হাড়ের কাকই খ্যানি,
ঝাড়িয়া মাতার চুল
বঁাদে খোপা খ্যানি ।।

আজায় ডাকেয়া কতা
দেওয়ানোকে বলে
এ্যালায় আনো মুন্সী
বেলোম না করিবে ।।

সুবো দিনে বিয়া দিবা
থ্যাকিনু গনিয়া
দেপরের আগোত্ বিয়া
দেখোঁ যে পড়িয়া ।।

হুকুম পায়া তকনে আইলো
আশ পশ্শিগণ
অংতামশা বন্দো করি
সগ্গই বসিলো তকোন ।।

পাত্তোর পাত্তোরিক দুইজনোক
আজি যে করিয়া
থ্যাশের চলোন মোত
বিয়া দিলো যে পড়াইয়া ।।

এ্যাক এ্যাক করি বিয়া পড়ে দিয়া
সগলে বিশ্বায় হইলো
বাশ্শায় জামোতাক তকনে
মহোলোতে নিলো ।।

দিন গ্যালো সইন্‌জা কালে
দাসী বান্দিগণ
বাসোর ঘরোতে কইন্যাক
হাজুর করিয়া স্থান ।।

নানা জাতের খাবার আর
ভালো ভালো ছামোনা
হাজুর করিলো দাসী
যেটেই দেওয়ানা ।।

নাহি যায় জামাতা তার
না কাড়ে কোন আও
স্থাকিয়া দাসীবান্দি সগলে
ক্যাবোল করে মাও মাও ।।

নওতোন জামাতা তুমি
আও ক্যানে না কাড়ো
কি হইচে কি হইচে তোমার
সেইগলা কতা বলো ।।

এ্যাতেক শুনিয়া কুমার
ভাবে মোনে মোনে
আইক্কসের জাইত হয়া মুই
ভাত খাইম ক্যামোনে ।।

গোস্বা হয়া কয় কতা
দাসীবান্দির তরে
না খাইম ভাত মুই
এই শশুরের ঘরে ।।

কনটই আচে ফুলপরী
দেও হাজুর করিয়া
নিজের মুল্লোকোত যাইম
কইন্যাকে যে নিয়া ।।

এই কতা শুনি দাসীগণ
আজাকে বলিলো
তোমার জামাই কেনেবা
এ্যাতো গরোম হইলো ।।

এ্যাতেক শুনিয়া আজা
দেওয়ান উজির নাজীরোক নিয়া
যেটেই আচে নউতোন জামাই
হাজুর হইলো গিয়া ।।

ক্যানে বাচা এ্যাতো গোস্বা
না খাও ক্যানে খানা
খাইতে এ্যামোন খানা
কাঁই করচে মানা ।।

দুই হাত কচলেয়া কয়
শ্বশুরেরো আগে
শোন শোন শ্বশুর বাজান
মুই বা বলোঁ তোরে ।।

বাচ্চাকালের শ্বশুর এ্যাক
দ্যাশোত্ আচে মেরা
তাতে সাতোতে মুই
কইরচোঁ ওয়াদা ।।

যিদিন হইবে বিয়া
কইচে তাঁই আমারে

সাতদিন না খাবু খানা
শ্বশুরের ঘরে ।।

ওয়াদা কইরচোঁ মুই
হাত ধরিয়া তারে
বিদায় দেও যাওঁ এ্যালা মুই
আপোনার মুল্লুকে ।।

এ্যাতেক শুনিয়া বাশ্‌শা
কিচুই না কহিলো
হাতি ঘোড়া নয় নস্‌কোর
সাজোন করিয়ায় নিলো ।।

সাজোন করিলো পাইক পেয়াদা
হাজারে হাজার
বন্দুক কামান আর
আইজ্জের হাতিয়ার ।।

ধুমধামের সাতোতে দিলো
বিদায় করিয়া
যাবার নাগিল বেটি জামাই
হল্লোব বুলিয়া ।।

ঘাটা ধরিয়া সগলে
বাড়ী বুলিয়া যায়
সামোনোতে ডাকিনীর দ্যাশ
দ্যাকিবারে পায় ।।

দেইকলে বেন কি হইবে ব্যাটার
বনিক বেটি ছাওয়ার হাতে

মোহোনি কইরচে ডাকিনী
কাঁইবেন ছোড়বার পারে ।।

জুলজুল করিয়া থ্যাকে
নওরাজ কুমার
তাক থ্যাকিয়া ডাকিনী সউগ
বান্দি নিলো তারে ।।

বাঁদি ধরি আকে তারে
নোয়ার শিকলে
ফুল পরীক নিয়া যাবার নাগিল
দুরজোন দানোবে ।।

ওপোনীত হইলে সগ্‌গই
হল্লোব শওরে
তপাত হাতে হলুদ বাশ্‌শা
পাইলো থ্যাকিবারে ।।

সুরসেনা নিয়া সগলে
আগ বাড়েয়া দিলো
ব্যাটা বউয়োক বরিয়া সগলে
মহোলোতে নিলো ।।

দিন গ্যালো আইত হইলো
দাসীগণ সগলে
কইন্যাকে নিয়া গ্যালো
শেতোল মন্দির ঘরে ।।

শুতিয়া আচে আইঙ্কসের জাও
মোনোত বড়ো সাদ

আইজা আইতোর এই কইন্যার
সাতে হামার মিটবে মোনের আশ ।।

যকোন কালে বসিল কইন্যা
শাহার পালোংগে
ডাকিনীর কতাগুলা এ্যালা
শনিয়া ন্যাও সকলে ।।

দুষ্টা ডাকিনী কয়
শাহা বরের তরে
ফুলপরীকে কাঁইবেন
সদী করিয়া নিচে ।।

মোনতোর পড়িয়া এ্যাক
হুংকার মারিলো
ফুলপরীর মহোলোত দানোব
গজ্জিয়ায় উটিলো ।।

নিজের উপ ধরিয়া দানোব
মারিলো হুংকার
কইন্যার সামনোত্ খাড়া হয়া
ক্যাবল কইরবার নাগিল মারমার ।।

স্থাকিয়া এইস্থান উপ ফুলপরীর তরে
শাউড়িকে অইনারে পরী
নাইগচে ডাকাইবারে ।।

ডাক শুনি শ্বশুর সউড়ি
শুনিয়াও না শুনে
ব্যাটার বউ ঘরে ভেতরোত্ আচে
সেজাগাত্ যামো বেন ক্যামোনে ।।

আইসেনা কেউ ড্যাকিয়া কইন্যায়
ভাবে মোনে মোনে
আইজ বুজিকেল জাইত্ মারে মোর
দুরজোন দানোবে ।।

এ্যালা বুজিকেল যাওয়া যায়
পরীস্থান শওরে
এত্তেই থাইক্লে নেশ্চয়
জাতী যাইবে মোরে ।।

এ্যাকে তো পরী জাতী
পাকা আচে শরীলে
পল্কের ভেতোর যাবার পায় তাই
যে জাগাত্ ভ্যায় মোনে ।।

এ্যাক নওজাতে চলিয়া গ্যালো
পরীস্থান শওরে
নওরাজ কুমারের কতা
শুনিয়া ভ্যাও সকলে ।।

নওরাজ কুমার সেত্তেই অইলো
পাগোল যে হইয়া
ফুলপরী বুলিয়া সদায়
ব্যাড়ায় তাঁই কানদিয়া ।।

আহা রে পরীরো জাইত
হামাকে করিবে সাত
যাইম মুই পরীস্থান শওরে ।।

আহা রে মোর ফুলপরী
মোকে পাগোল করি

ক্যামোন করি অইলেন
অইনা সরগোপুরে ।।

পরীস্থানে যামো হামি
তুমি ক্যানো দিলে ফ'াকি
সেই কতা শুনিম মুই বসিয়া ।।

ওরে তুমি যদিকেল ফাঁকি দিলে
তে হইলে ক্যানে সইতো কল্লে
সইতো ভংগো কারোনে তুমি
জইলবে দোজোগে ।।
(হায়রে) এ্যাতেক কবার নাগচিলো
বুড়া ডাকিনী এ্যাক সামনোত্ আইলো
কয় বা কতা কুমার
বুড়ীর পাও ধরিয়া ।।

শোনেক জনোনী কও'তোরে
মাও বুলিয়া ডাকিনু তোরে
এহি বেপোদে মাও
স্থাহো তরেয়া গো ।।

এই কতা কবার নাগছিল
কানদিয়া বুড়িয়া পাওয়োত্ পড়িলো
দয়া করো ওগো মাও
ব্যাটা বুলিয়া মোরে ।।

যকোন বুড়ির পাওয়োত্ পড়িলো
বুড়ির মোনোত্ দয়া হইলো
ওরে হাত ধরিয়া কয় বা কতা
নওরাজেরো আগে ।

শোন বাচ্চা কওঁ তোরে
যাবার যাইস্ তুমি কোন শওরে
সইত্য করি কও বাচা
কওনা আমারেও ।।

ওরে এই কতা শুনবার পাইলো
মোনের কতা ভাংগিয়া কইলো
এ্যালা মুই যাইম জনোনী
পরীরো মুল্লুকে ।।

কতা সাতে শাহার হাত ধরিলো
চন্দোন বিক্কের গাচ আচিলো
সেই গাচোত্ দিলো শাহাক
বন্দোন্ করিয়া ।।

যাও গাচ বাতাসোত উড়ি
যেটেই আচে ফুলপরী
হাজুর করি দেও শাহাক
তাহারো যে আগে ।।

এই কতা যকনে কইলো
হাওয়াতে গাচ উড়ি চলিলো
যাবার নাগিল গাচ অইনা পরীস্থানে

ছয় মাসের ঘাটা আচিলো
ছয় দণ্ডোতে চলিয়া গ্যালো
থামিলো গাচ কুকাপের জংগোলে ।।

কুমার নামিয়া হ্যাকে
বাগ ভাল্লুক বোনে বোনে
হ্যাকেয়া কান্দে শাহা অজোর নয়ানে

কান্দে ছ্যাকো যাদুমনি
কনটই আচে মোর ফুলপরী
ছ্যাকা দ্যাও পিয়া থাইকতে জেবোন।।

এ্যালা ছ্যাকো ইগলা কতা
অইলো ভালে ভালো
দুরজোন আইক্কসের কতা
শুনিয়া ন্যাও সক্কলে।।

যিদিন গেইচে কইন্যা
কুকাপোত্ চলিয়া
সেইদিন হাতে খায় মানুষ
আইক্কোসে ধরিয়া।।

আইত পোয়াইলে দিন হইলো
মরি হায় রে হায়
আইক্কোসে শোন বাশ্শা
জেবোন বাচা দায় রে।।
(আরে বলো)

এই বুলি ছ্যাকো আইক্কোস
আইক্কোস নাইগ্চে যাহিবারে
নগোরোত্ নামিয়া আইক্কোস
মানুষ নাইগ্চে খাহিবারে রে।।
(আরে বলো)

বেটি ছাওয়া ব্যাটা ছাওয়া ভেড়াভেড়ি
আইক্কোস কিছুই নাইরে মানে রে
তাক ছ্যাকিয়া নগোরবাসী
কয় বা মরি মরি রে।।
(আরে বলো)

যেটেই আচিল হলুদ রে বাশ্‌শা
দরবারোত্‌ বসিয়া রে
কাতার বান্দি পোচ্ছাগনো
ওরে ছালাম করিয়া বলে রে ।।
(আরে বলো)

বিত্থায় দ্যাহো হলুদ রে বাশ্‌শা
বিদ্যায় দ্যাহো মোরে রে
সগ্‌গই হামরা চলিয়া যামোঁ
তোমার মুল্লুক ছাড়িয়া রে ।।
(আরে বলো)

তোমার ঘরোত্‌ আইক্কোস পয়দা
করিলো নেরনজনে রে
এ্যাতোদিন আইকচে যৈবোন
গোপোন করিয়া রে ।।
(আরে বলো)

নিজ মুত্তি এ্যালা দ্যাকো দানোব
নিলো তাঁই ধরিয়া রে
এই না কতা শুনিয়া রে বাশ্‌শা
কানদে জারে জারে রে ।
(আরে বলো)

কি করিবে কপালের দুক্ক
কপালোত্‌ চড় মারে র !
ওরে এ্যাতে দিনে এইক্কে পাট
ওরে ছারখার হয়া গ্যালো রে ।।
(আরে বলো)

কি কইরবে নগোরবাসী
পলাইতে নাগিল রে ।।
কান্দিতে কান্দিতে বাশ্শা
ও বাশ্শা মোহোলোতে গ্যালোরে ।।
(আরে বলো)

জানের ভয়ে হসুদ গো বাশ্শা
ও বাশ্শা কপাট মারিয়া দিলো গো
এ্যালা দ্যাকো ইগ্লা কতা
অইলো ভালে ভালে রে ।।
(আরে বলো)

নওরাজ কুমারের দুই চাইর কতা
শুনিয়া ঠ্যাও সক্কলে রে
গাচোতে উটিয়া অইনারে কুমার
কুকাপোতে গ্যালো রে ।।

জংগোলোতে নামিয়া কুমার
কান্দিতে নাগিলো রে
কনটই অইলে ফুল রে পরী
দ্যাকা দেও আসিয়া রে ।।
(আরে বলো)

জংগোলে জংগোলে রে কুমার
ঘুরিতে নাগিলো রে
এ্যাকো দিনে ফুলে রে পরী
জনোনীর আগোত্ গ্যালো রে ।।
(আরে বলো)

শোনেক শোনেক মাও জনোনী
মুই বলোঁ তোমারে রে

দ্যাকিতে বাগান খ্যানি
মোনোতে জাগিলো রে ।।
(আরে বলো)

এহি কতা শুনিয়া গো আনী
বিদ্যায় ভালা দিলো রে
দুই বা দাসী নিয়া রে কইন্যা
অতোতে ভর করে রে ।।
(আরে বলো)

অতোতে চড়িয়া তিনোঁ কইন্যা
নাইগচে যাহিবারে রে
জংগোলোতে যায়া রে পরী
অই নওরাজোকে দ্যাকে রে ।।
(আরে বলো)

নওরাজোকে স্থাকিয়া রে কইন্যা
ভাবে মোনে মোনে রে
শোনেক শোনেক অইনা রে দাসী
জবান শোনেক মোরে রে ।
(আরে বলো)

এ্যাতো দিনে যৈবোনে জ্বালা
দাউ দাউ করিয়া জ্বলে রে
আইলচে পতি এত্তেই
পানু স্থাকিবারে রে ।।
(আরে বলো)

অরে এত্তেই নামাও অত
পানু দ্যাকিবারে রে

এই কতা শুনিয়া দাসী
অত নামেয়া দিলো রে ।।
(আরে বলো)

ওপাত হাতে ফুল রে পরী
দ্যাকিতে নাগিলো রে
দ্যাকিয়া সোয়ামীক তার
কান্দিতে নাগিলো রে ।।
(আরে বলো)

আহা আল্লা মাবুদ মওলা
এই আচিল কপালে রে
দানোবের সাতে জোড়া
বিদি দ্যাকিয়ায় দিলো রে ।।
(আরে বলো)

ওরে যিগলা আচিল কপালোত্ মোর
বান্দিয়ায় নেবো তারে রে
ওরে ভ্যাদের কতারে কইন্যা
আকে মোনে মোনে রে ।।
(আরে বলো)

নওরাজের আগোত্ কইন্যা
নাহি যায় ভয়োতে রে
তপাত হাতে দাসীগনোক
হুকুম ভালা করে রে ।।
(আরে বলো)

এই ব্যাটা ছাওয়াকে তোমরা
বান্দিয়া দ্যাও সগলে রে

হুকুম পায়া দুই নারে দাসী
বান্দে নোহার শেকলে ।।
(আরে বলো)

তবে দ্যাকে নওরাজ কুমার
কান্দে জারে জারে রে
শোন শোন ফুলপরী
আরে নাহি চেনো মোরে রে ।।
(আরে বলো)

আরে মুই হনু তোমার আশেক
বলিনু তোমারে রে
ওরে বিয়া কইরতে আসিয়া রে তোরে
ডাকিনী মোকে নিলো রে ।।
(আরে বলো)

এইনা কতা যকনে রে কইন্যা
পাইলো শুনিবারে রে
দানোব বুলিয়া রে কইন্যা
পাইলো শুনিবারে রে ।।
(আরে বলো)

ওরে চতুরালি কল্ল্ ক্যান মোর সাতে
না পাওঁ বুজিবারে রে
ওরে বিয়া করি নিয়া যায়া মোরে
ক্যানে দাগা দিলে রে ।।
(আরে বলো)

কান্দিয়া কান্দিয়া কুমার গো
নাইগ্চে বলিবারে

শোন শোন ফুল পরী মুই
বলো তোমারে রে ।।
(আরে বলো)

ডাকিয়া ধরিয়া মোরে
দাগাবাজি করে রে
ধরিয়া ডাকিনী মোরে
বন্দো করি আকচিলো রে ।।
(আরে বলো)

শোন শোন অইনারে কইন্যা
মুই বলো তোমারে রে
সইত্তো করি কনু কতা
তোমারো সামোনে রে ।।
(আরে বলো)

ওরে কইন্যা কয় শোনেক দানোব
কি কতা বলিলে রে
দানোব মৃত্তি ধরিচিলেন
মহোলেরো পরে রে ।।
(আরে বলো)

জেবোনেরো পরে দানোব
মুই আইলচোঁ পরীস্থানে
ধরিয়া পোক্ষাগনোক
খায়ায় ফ্যালাইলে রে ।।
(আরে বলো)

মাইরবে বুলিয়া মোকে
পাচে পাচে আইলে রে

এহি কতা যকোন রে কুমার
পাইলো শুনিবারে ।।
(আরে বলো)

বাপ মাওয়ের শোকেতে কুমার
নাইগচে কান্দিবারে রে
কও কও ফুলপরী
মোর বাপ মাও মইরচে কি আচে রে ।।
(আরে বলো)

এই কতা শুনিয়া রে পরী
বেলোম নাইযে করে রে
অতের খুরায় বান্দিয়া রে দানোব
মহোল বুলিয়া চলে রে ।।
(আরে বলো)

ওপোনীত হইলো রে কইন্যা
আপোনার মন্দিরে রে
কোটালেরো আগোত্ কতা
নাইগ্চে বলিবারে রে ।।
(আরে বলো)

শোনেক শোনেক শোনেক রে কোটাল
মুই বলোঁ তোমারে রে
দুয়ার ভিত্রোত্ আকে ইয়াক
বন্দো না করিয়া করিয়া রে ।।
(আরে বলো)

বাইশ্মোনি পাত্থোর দণ্ড
বুকের ওপরোত্ তুলি রে

এই কতা শুনিয়া কোটোয়াল
বেলোম নাহি করে রে ।।
(আরে বলো)

ধরিয়া গালার দড়ি
টানিবার নাগিলো রে
হায় হায় করিয়া কুমার
কানদিতে নাগিলো রে ।।
(আরে বলো)
এ্যাকে তো কোটাল জাতী
দয়া নাই তার মোনে
হাত ধরিয়া নিয়া গ্যালো
গারোদের ভেতোরে রে ।।
(আরে বলো)
হাত পাও বান্দিয়া বাচার
পাতোর তুলি দিলো
পাতোরের চাপোতে তার দোম
বন্দো হয়া গ্যালো রে ।।
(আরে বলো)
ইতি গ্যাকো ফুলপরী
নেরোলে বসিয়া
দুই হাত তুলিয়া কয়
আল্লাকে ডাকিয়া রে ।।
(আরে বলো)
দিশা ঃ
আরে ও দেয়ানো হে
আরে মাধোব ।।

দুই হাত তুলিয়া পরী
হক আল্লাকে কয় বা ডাকি
সইত্তো বদিকেল হয় মোর ভাতার হে ॥

ওরে বদিকেল পতি দানোব হয়
গারোদ ঘরোত্ যেনো মরিয়া যায়
এই মেয়োতি জাইনবেন আপনি হে ॥

ওরে পাতোর তুলিয়া দিচে বুকে
বাইশমনি ওজোন তাতে
নিজের পতি হইলে তাঁই যেন থাকে বাঁচিয়া হে ॥

ওরে যকোন পরী দেওয়া করে
হক আল্লায় তাক কবুল করে
কবুল হয় গ্যালো দোয়া হক আল্লার দরবারে হে ॥

ওরে বুকের ওপরোত পাতোর আচিল
কইন্যার দোয়ায় শোলা হইলো
হাতের বাদোন গ্যালো যে ছিড়িয়া হে ॥

কান্দে যাদু গারোদ ঘরে
কন্টই অইলো ফুলপরী মোরে
আশা দিয়া কইন্যা গ্যাকা নাহি দিলে হে ॥

ওরে কান্দে যাদু গারোদ ঘরে
তামাম পাকে আদারোতে
তপাত হাতে কইন্যা পাইনু দেকিবারে হে ॥

দাসীর ঘরোক সাথে নিলো
গারোদ খান্যা বুলি অওনা দিলো
যায় কইন্যা ক্যাবোল গারোদ খ্যার ঘরে হে ॥

ওরে গারে'দ খ্যানার ঘরে গ্যালো
ঘিউয়ের বাতি জ্বলেয়া দিলো
স্থাকে কইন্যার ভাতারের মুকের দিকি হে ।।

শোনেক দানোব কওঁ তোরে
চতুরালী করিলে ক্যানে
এই বেপোদে তোমাক কাঁই বেন উদ্ধার করে হে ।।

ওরে কান্দে কুমার হায়রে হায়
ধরো তোমার দুকনা পায়
বইন হয়া এ্যাতো সাজা দেও হে ।।

শোনেক দিদি কওঁ তোরে
যিদিন গেইচলে মোর ফুলবাগানে
নওবাহার কইন্যায় কিবা কতা কয় হে ।।

যকোন বাহারের নাম শুনিলো
দুই চউকোতে জল নামিলো
কান্দে পরী সই সই বুলিয়া হে ।।

এই কতা শুনিতে পাইলো
কইন্যার মোন নরম হইলো
সোয়ামী বুলিয়া মহোলোতে নিলো হে ।।

শোনেক ভাতার তোমায় বলি
ওরে বিয়ার আইতে কল্লেন চুরি
কিবা মাতাত বান্দিয়া আসিলে হে ।।

কুমার কয় শোনেক পরী
মাতাত বাদনু সোনার পাগড়ী
হাতোত আচিল সোনার আংগুট হে ।।

এহি কতা শুনবার পাইলো
কইন্যার মোনোত ছন্দে হইলো
ঘাড় ধরিয়া তাক বাইর করি দিলো হে ।।

ওহে শোনেক দানোব কওঁ তোরে
চাদোর বাদা আচিল মাতে
হাতোত এ্যাকখ্যান আচিল্ মোহন বাঁশি হে ।।

ওহে বেলদারোক্ ডাকেয়া কয়
শোনেক ব্যালদার মহাশয়
আগুন জ্বলাও ময়দান জুড়িয়া হে ।।

ওরে কতো খড়ি আনিয়া নিলো
এ্যাক কোশ বিচিয়া দিলো
ধরায় আগুন কইন্যারো হুকুমে হে ।।

কুমারোক ডাকেয়া কয়
শোন দানোব মহাশয়
সইত্তো যদিকেল হও সোয়ামী কওঁ যে তোমারে হে ।।

আগুনের অই পাকে যাও
আইগ্নোতে ফ্যালাও পাও
হাটিয়া আইসো আমারো না কোলে হে ।।

এই কতা যকনে শুনিলো
আল্লা বুলিয়া পাও ফ্যালাইলো
যায় নওরাজ এলাহির হুকুমে রে ।।

নওরাজ ছ্যাকো হাটিয়া যায়
বাগ ভাল্লুকে বইটা রয়
কেন্দুয়া বাগে আইগ্তে পানি ছ্যায় হে ।।

আগুন তকোন ফুল হয়
নওরাজ হাটিয়া যায়
যায় নওরাজ কইন্যাকো আগোতে হে ।।

ওরে কইন্যার যে আগোত্ আইলো
এ্যাকনা পশোম্ না পুড়িলো
স্থাকিয়া কইন্যা ভাবে মোনে মোনে হে ।।

কইন্যায় কয় শোনেক দাসী
ইয়ার উপায় বেন হামি কি করি
মোনের কতা কবার না পারি হে ।।

ওরে কইন্যায় ফির ডাকেয়া কয়
শোনেক দাসী হুকুম ন্যাও
আনো তুলা শোয়ারীত্ ভরিয়া হে ।।

ওরে হুকুম পায়া তুলা আনি
বিনা সুতায় মালা গাতি
অই দানোবোক ডাকেয়া নাইগচে বলিবারে হে ।।

শোনেক দানোব কওঁ তোরে
শ্যাষ পরীক্ষা জানবু মোরে
তুলা পড়া দেইম মুই কওঁ যে তোমারে হে ।।

এইবার যদিকেল বাচিয়া থাকো
ঘুরি আসি মোর বুকোত বইসো
এই বুলিয়া কইন্যা তুলা চালিয়া দিলো হে ।।

দিশা :
মালা গাথিলো কে রে
কইন্যা ইশারা করে

এই বুলিয়া গুাকো কইন্যা
কোন বা বুদ্দি করে ।।

নিয়া তুলার মালা
গালাত্ বান্দিয়া দিলো ।।

ওরে যকনে বান্দিলো মালা
কুমারেরো গলে
ওরে সরগোপুর বুলিয়া
নাইগচে দৌড়াইবারে ।।

ওরে কিচুদুর যায়া কইন্যা
ফিরানী মালা চালে
ওরে না আইসে সেই পানের পতিরে
কইন্যা ভাবে মোনে মোনে ।।

ওরে সইত্তো যে হইলো পতি
পাইলো জানিবারে
ওরে হুসকিয়া তুলার মালারে
আইলো কইন্যার আগে ।।

মালা গুাকিয়া গুাকেক পরী
নাইগচে কান্দিবারে
নিজের দোষে হারানু সোয়ামীক্
এ্যালা পাইম মুই ক্যামোনে ।।

ওরে চাইলবার নাগিলো সাদোন
সোয়ামীক নামাইবারে
ওরে এ্যালা গুাকো ইয়ালা কতা
অইলো ভালে ভালে ।।

ওরে সরোগ পুরোত্‌ ত্যাবোগণ
কিবা কামেঁা করে
ওরে সরগোপুরোত্‌ থাকে কইন্যা
নামে গুলুকজান ।।

এ্যালা ও ত্যাকো নাই হয় বিয়া
মাও বাপের পরান
যকনে গ্যালো কুমার
সরোগপুরে.ত্‌ চলিয়া ।।

গুলুকজান কইন্যায় নিলো
বন্দি করিয়া
বন্দি উপে থাকে শাহা
ত্যাব্‌পুর শওরে ।।

গুলুকজানের সাতে বিয়া
নওরাজেরো হইচে
কিবেন করে ফুলপরী
দিশা না পাইয়া ।।

মাও জনোনীর আগোত্‌ কয়
কান্দিয়া কান্দিয়া
শোন শোন মাও জনোনী
মুই বা বলেঁা তোমে ।।

আইলচিল তোমার জামাই
পরীস্থান শওরে
চিনবার না পায়া তাক
তুলা পড়া দিনু ।।

সরোগপুর থাকিয়া তাক
আইনবার না পানু
এই কতা শুনিয়া আনী
গাইল পইড়বার ধরে ।।

কতো দিন আচলু তুই
তাহারো না ঘরে
চিনিয়া ও না চিনলু তাকে
নিরবুজ নারী ।।

তুলা পড়া দিয়া ক্যানে তুই
হলু কলোংকিনী
এই কতা শুনিয়া কইন্যা
কান্দে জারে জারে ।।

দয়া করো মাও জনোনী
দয়া করো মোরে
কইন্যার কাদোন শুনিয়া তকোন
সবার না পায়া ।।

মারিলো ফিরানী চাইল
মালা হাতেতে নিয়া
ত্যাগ ত্যাগ কইরতে যাবার নাগিল মালা
অইনা সরোগপুরে ।।

এ্যাকে এ্যাকে গুলুকজান কইন্যা
সউগে নিলো ধরে
মোনে মোনে ভাবে আনী
উপেয় এ্যালা কি করি ।।

গোস্বাতে মারিলো বান
নামোতে কাচালী
যায়া নাইগ্‌লো সেই বান
যেটেই কইন্ঠা গুলুকজানী ।।

টিকবার না পারে কইন্যা
কয় খালি মরি মরি
অতে ভর করি নামে কইন্ঠা
কয় এ্যালা তরেঁা ক্যামোন করি ।।

হানিল যায়া সেই বান
না পারে খসাইতে
বাও ভরে আইলো কইন্ঠা
অই ফুলপরীরো আগে ।।

গ্যাকিয়া ফুলপরী দ্যাকো
গোস্বাতে জলিলো
ধরিয়া চুলের গোচা
কবারে নাগিলো ।।

কও দ্যাকেঁা দ্যাবের কইন্ঠা
কও সইত্তো করি
কনটই আইক্‌চেন মোর সোয়ামীক
করিয়া চাতুরি ।।

এই কতা কয়া ফুলপরী
করে হায় রে হায়
মুই পাচনু যে ধন
অইয়ে বুজিকেল খায় ।।

কি করিম হাতছাড়া
বন্দি তারো হাতে
না দিলে অই বেটি ছাওয়াক
বদ করি জেবোনে ।।

মারিলো নামানি বান
কইন্যা গোলোকজানী
সেই বানোতে দ্যাকো কুমার
আইলো তাড়াতাড়ি ।।

পড়িয়ায় ব্যাহুস হইলো
হুস নাইরে তার
টলিয়ায় পড়ে দ্যাকো
মরার আকার ।।

সারা গাওয়োত্ বাতাস করে
চউকে মুকে জল চালে
খানিক বাদে শাহা উটিলো
বসিয়া গো ।।

কিচুদিন থাকে শাহা
শশুরেরো স্থাশে
গোলোকজানী কইন্যা আর
ফুলপরীর সাতে ।।

এই স্থান ভাবে কতো দিন
গতো হয়া যায়
কুমারে ডাকেয়া কতা
দুই পরীক কয় ।।

দিশা :
সোন্দোরী পেমে মজিচি হামরা
হাট হামার বাড়ী
না জানি বাপ মাও হামার
কিবা হালে আচে রে ।।

এই বলিয়া অইনা রে কুমার
বিদ্যায় ভালা হইলো রে
শইসরের আগোত্ কতা
নাইগ্চে বলিবারে রে ।।

বেটি জামাই আর গোলোকজানী
বিদ্যায় ভালা হইলো রে
হাতি ঘোড়া ছাড়িয়া রে কুমার
অতে শোয়ার অইলো রে ।।

কতো আইজ্জো ছাড়িয়া ক্যাবোল
মাইনষের আইজ্জোত্ আইলো রে ।।
নামিলো আসিয়া কুমার
ওরে মানোবেরো দ্যাশোত্ রে ।।

বিদ্যায় হয়া গ্যালো রে সারোতি
কুকাপো শগুরে রে
দুই বা কইন্যা নিয়া রে সাতে
বইরাগিনী সাজে রে ।।

কান্দে ঝোলা হাতোত্ মালা
গেরুয়া পোষাক পরে
হরি হরি বুলিয়া কুমার
বাড়ী বাড়ী ফেরে ।।

দ্যাশে দ্যাশে ফেরে আর
পুচ করে যারে তারে
সগগই কয় অই দ্যাশোতে
নাহি যাবে ভাই ।।

হলুদ বাশ্শার ব্যাটা হইচে দানোব
তাঁই মানুষ ধরিয়া খায়
মাতা পিতা হইচে বন্নি
আরো নগোরবাসী ।।

আইজ্ঞো ছাড়ি পোজ্ঞাগোন
হইচে দ্যাশান্তরী
কি কইরচে আজার কুমার
ভাবে মোনে মোনে ।।

ফুলপরী ডাকেয়া কতা
নাইগ্চে বলিবারে
কতা শুনি ফ্ুলপরী
মাওয়োক সরোন করে ।।

অতে ভর করি আইসে আনী
মাইন্ষের দ্যাশোতে
ড্যাকিয়া আজার কুমার
পাওয়োত্ ছালাম করে ।।

গোট গোট করি সউগ কতা
বলিতে নাগিলো
আনী কয় শোনেক বাচা
না কানদিস্ তুই আর ।।

দেকিম দানোব ব্যাটা
কতো দুরাচার
বাপ মাওয়োক মারিয়া গেইচে ব্যাটার
অহোংকার বাড়িয়া ।।

আল্লা চায় পলোকে ব্যাটাক মুই
নেইম যে বান্দিয়া
অতে ভর করি যায়
হল্লোব শওরে ।।

শুতি আচে দানোব ব্যাটা
নাকারী ঘরের পরে
অচম্বিতে যাদু করি আনী
আচলি করি নিলো ।।

উটপার না পারে দানোব
শক্‌তি কমি গ্যালো
হাত পাউয়োত্‌ নোহার জিঞ্জির
নিলে তাঁই বান্ধিয়া ।।

আগুন করিয়া তাক
দিলে যে জ্বালাইয়া ।।
সাতে আচিল যতো দেও
কমোর বান্দি আইলো
তাকা দেকি আজার আনী
অগ্নিবান ছাড়িলো ।।

ছাড়িলে অগ্নিবান
অইনা আনী পাটেশ্বরী

তামান ময়দান জুড়ি ক্যাবোল
আগুন জলে দাউ দাউ করি ।।

টিকিতে না পারে দানোব
ছাকিয়া আগুন
পলেয়া গ্যালো সগগই
আইকোসের ভোবোন ।।

কাইদবার নাগিল বাচা
বাপো মায়ের শোকে
কনটই অইলেন বাপ মাও
ছাড়িয়া আমাকে
তোমারে হুকুমে গেচনু
বিয়া করিবারে
কি করিম বিয়া মুই
মোকে বিয়া করে ।।

ডাকিনী ধরিয়া মোকে
আকে বন্দো করি
হাতে পায়ে নোহার জিঞ্জির
বুকে পাতোর তুলি ।।

হুক হুক করিয়া কাইদবার নাগিল বাচা
জনোনীক বুলিয়া
খন্দোক হাতে ছাকো আনী
শোনে কান আড়ি দিয়া ।।

ব্যাটার কান্দোন নাহান
মালুম করিলো

ব্যাটার শোকোতে কইল্‌জা
জলিয়া উটিলো ।।

আজাকে ডাকেয়া কয়
মোনোত আইজা মোর এই কয়
শোন আজা কওঁ যে তোমারে ।।

দোর হোস্‌কেয়া বাইরোত্‌ হাটো
ব্যাটা আইল্‌চে তাক কোলোত্‌ আহো
আইলচে ব্যাটা মোহোলের মাজার ।।

এই কতা শুনবার পাইলো
আনীর কানোত্‌ চড় মারিলো
চুব করো মায়া আইক্কোসিনী ।।

আইক্কোস বসিয়া আচে
ময়া করি তাই কান্দে হাসে
না যাইম্‌ বাইরোতে আর ।।
এই কতা শুনি কান্দে আনী
দুই চউকোতে বয় পানি
কান্‌দে আনী ধুলাত্‌ পড়িয়া ।।

যার কোলোত্‌ আচে ব্যাটাধন
না মানে যে তার মন
কান্দে আনী ব্যাহুস হইয়া ।।

আইতোতে আনি বুদ্দি করে
আজায় তাক নাহি জানে
যায় আনী বাহির হইয়া ।।

তপাত্‌ হাতে আকে চায়া
তিন কইক্কাক সাতে নিয়া

আচে ব্যাটা ধুলাত্ পড়িয়া ।।
দিশা ঃ
কাইন্দোনা লো মায়ের চান্দ বদোনে ।।

এই কতা শুনিবার পাইলো
শুকান মুকোত হাসি আইলো
ছাকে আনী তপাতে থাকিয়া ।।

বোগোলোতে নাহি যায়
মোনোত বড়ে লাগে ভয়
কখন বেন দানোবে ধরে খায় ।।

ব্যাটার ছাকিয়া মুক
ভাংগিয়া পড়ে মায়ের বুক
যায় মাও মোর মরোন ভাবিয়া
চিন্তা করিয়া যায় আনী রে ।।

অইনা ব্যাটার আগে
তপাত্ হাতে নওরাজে শাহা
পাইলো ছাকিবারে ।।

মায়ের পাওয়োতে শাহা
ছালাম করিয়া
ব্যাহুসেতে টলিয়া পইলো
মাও মাও বুলিয়া ।।

আচলাতে মুচিয়া ধুলা
টানিয়া নিলো কোলে
মায়ের কান্দোনে যাদুর
বুকের কাপড়া ভেজে ।।

এই শুনিয়া নওয়াজ
মাও জনোনীক বলে
আইজ হাতে যতো দুক্কো মা
সউগে গ্যালো দুরে ।।

কপালোত্ আচিলো দুক্কো
কাঁই খণ্ডাইবে মাও
দুই বউ নিয়া এ্যালা
মহোলোতে যাও ।।

শাউড়ি আইলো মোরে
বাড়ী থ্যাকিবারে
আদোরোতে নিয়া যাও তাক
মহোলের মাজার ।।

কনটই আচে দয়ার বাপজান
কয়া দেও মোরে
না থ্যাকিয়া তাহার মুক
মোন নাহি মানে ।।

দিশা ঃ
বাচা ডাইকো কি ডাইকো রে
এ্যাকবার বাপজান বুলিয়া ।।

শোনেক বাচা কই তোরে
আজা আচে এই খন্দকে
যাও বাচা না কইরবে আর দেরী ।।

এই কতা শুনবার পায়
কমোর বান্দিয়া থ্যায়
যায় শাহা অই সপ্তো মোন পাতালে ।।

যায়া দেইকপার পায়
বাপ বুলিয়া ডাক দেয়
চলো বাপধন মহোলোত্ তোমার ।।

মুই হনু তোমার ব্যাটা
আসনু ফিরিয়া
হাটো এ্যালা যাই বাপধন মোহোল বুলিয়া ।।

এই কতা যকোন আজা
পাইলো শুনিবারে
যাদু যাদু বুলিয়া ব্যাটাক
কোলোত্ নিলো তুলে ।।

আচিল বন্দে বুড়া
গারোদ খানার ঘরে
ঝাড়া দিয়া ওটে বুড়া
লাইলাহা বুলে ।।

যকোন আইলো শাহা
মহোলেরো পরে
ছালাম করিলো আনী
আজারো চরণে ।।

মেলোন হয়া সগলে
ব্যাটা বউ আর
সুকোতে চলায় শাহা
আইঙ্কের কারবার ।

শওরে শওরে দিলো
ঢোলাই করিয়া

বিপোদ কালে যতো পোজ্জা
গেইচ্‌লেন ছাড়িয়া ।।

নাখেরাজ করিয়া দিলো
খাজনা পাইট তার
সগ্‌গই চলিয়া আইলো
বন্নোবের মাজার ।।

সমাপ্ত

অওশন কইন্যা

কাহিনী শুরু

বাওয়া অওশন নামোতে কইন্ঠা
পশ্চিম ষ্ঠাশোতে রে
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

চাঁদ সুরুজের নাহান কইন্ঠা
দিনে আইতে জলে রে
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

সয়াত্তুর কোশ জুড়িয়া সেই
পচ্চিম ষ্ঠাশো ধরে রে
(ও মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

শওরের চাইয়ো পাকে
বোরমাজালে ঘিরা রে।
(ও মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

সইনজাকালে ঘরে ঘরে
বাতি নাগার মানা রে
চউরাহা সপ্তোম দুয়ারী
সাত তল মোট রে ।।

সইন্জা নাইগ্লে অওশন ভানু
চড়ে সেই মোটোতে রে
আইতো যেমন আলো দেয় চাদ
জগোত সংসারে রে।
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

অই ধেরান আলো দেয় কইন্যা
পচ্চিম ভ্যাশোতে রে
সইন্‌জা হাতে আইত দোপোর তক
থাকে তাঁই মোটোতে রে ॥

নিশুতি হয় নগোরবাসী
নিদোঁতে বেভোর রে
তিশিন্নিয়া শোতে অগুশন
নিজেরো মহোলোত্‌ রে।
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

নিজে আজা হয়া কইন্যা
বইস্‌চে তাঁই দরবারোত্‌ রে!
নাজীর উজীর তামানে সইগ
বেটি ছাওয়ার কারখানা রে ॥

সুকোতে তাঁই চলাই আইচ্ছো
আজার আজকুমারীরে
অবিয়াস্তা আচে কইন্যা
না বইসে তাঁই সাদী রে।
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

তিরিশ বচ্চোর বস হইচে কইন্যার
দ্যাকিতে যোবোতি রে
সতিয়ার জন্নে কইন্যার
চাইরোপাকে দোয়াই খাটে রে ॥

যেই জোনে বিয়ার কতা
কয় আসিয়া রে

কাটিয়া তারে মাতা
নটকে দেয় দরবারে রে ।।
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

এ্যাক এ্যাক কইরতে সেও কতা
ছড়ে গ্যালো দুনিয়ায় রে
ফকির এ্যাকজোন আইলো খ্যাকো
জালাল সাদুর আগোত্ রে ।।
অওশন ভানুর কতা খ্যাকো
শুনিলো জালালে রে
অওশন ভানুর নাম খ্যাকো
যিদিনে শুনিলো রে ।।
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

জল্মের মতোন তাই
পোতিগ্গা করিলো রে
হয় সে জেবোন পটাইকে
নাতে কইন্যাক পাইবে রে ।।

খ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি
জেবোন পটাইবে রে
কি কইরবে জালাল সাদু
বিবিকে বলিলো রে ।
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

শোন বিবি কতা মোরে
বিদ্যায় দেও আমারে রে
ভাংগিয়া কওঁ মোনের কতা
শোনেক নিজের কানে রে ।।

অওশন ভানু নামে কইন্যা
পচ্চিমেঁা মুল্লুকে রে
সেই বা কইন্যাক সপ্নোতে থ্যাকিয়া
মোন বা উড়াও পাড়াও করে রে ।।
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

তিনো মাসের জন্নে বিদ্যায়
থ্যাহো না করিয়া রে
তিনেঁা মাসো বাদে বিবি
আসিম মুই ঘুরিয়া রে ।।

আল্লা চাহে অওশন ভানুক
করিয়া দেমেঁা দাসী
ডাইনোত্ বসি কইরবেন বিবি
সুকের সংসার থ্যানি ।
(মোন মোর মজিলো রে ও ময়াজালে)

এই কতা শুনিয়া বিবি
কান্দোন জুড়িয়া দিলো
আহা রে নিদারুণ পতি মোর
ও পতি পরোভাবী হইলো ।
(ও আহা কি আহা রে)

এ্যাক গাচো দুই বা কুড়াল
না মারেন যে তুমি
দুই নউকাত্ আইকলে পাউ
সাগোরোত্ মইরবেন ডুবি ।
(ও আহা কি আহা রে)

না যান না যান সোয়ামী
হামাকে ছাড়িয়া

অভাগিনিক বদিয়া গেইলে
না আইস্‌পেন ঘুরিয়া।
(ও আহা কি আহা রে)

কপালোত্‌ যার আচে দুক্কোরে
কাঁই খণ্ডেবার পারে
দুই পাওয়ে হাটিয়া যায় সাদু
অইনা যমেরো দুয়ারে ।।
(ও আহা কি আহা রে)

না স্থাকে ভাঁই কারো দিকি
না স্থাকে বউয়ের মুক
ওরে বাইর হয়া প্যালো সাদু
কালা করিয়া মুক।
(ও আহা কি আহা রে)

যকোন বারাইলো সাদু মোর
সাজিয়ায় গুজিয়া
বাওঁ পাকে বসিল মাচি
বোন বোন করিয়া।
(ও আহা কি আহা রে)

যকোন বারাইলো সাদু রে
কইন্থাক ছাড়িয়া
শাও দিনে অইনা কইন্থায়
গোস্বাতে জলিয়া।
(ও আহা কি আহা রে)

অওশন বুলিয়া যকোন সাদু
বাড়েয়া দিলে প্যাও

শুকান ডালোত্ পড়িয়া কাগা
বলে খাও রে খাও।
(ও আহা কি আহা রে)

শুকান ডালোত্ পইলো কাগা রে
ডাল বা ভাংগি গ্যালো
সেই ডাল পইলো স্থাকো
সাদুর মাতারো ওপোরি।
(ও আহা কি আহা রে)

কুযাত্রা হইলো সাদুর
তাকো নাই রে জানে
বাইরা খুলিত্ যায়া স্থাকে
শুন্যো কলসী কাকে।
(ও আহা কি আহা রে)

ছাড়িলো স্থাশের বাড়ী
সাদুই ছাড়িলো বাপো ভাই
অদ্দেক ঘাটাত যায়া বা সাদু মোর
করে বা মঁাই মঁাই রে।
(ও আহা কি আহা রে)

আজদাহা এ্যাক সাপ স্থাকো রে
ধরিয়া তাঁই যে ফেনা
সাদুকে ধইরবার বুলি সাপ রে
সামনোত্ আসি হইলো খাড়া।
(ও আহা কি আহা রে)

ধরিয়া সাদুর পাও
তাঁই টানে ওদ্দোর মুকে

কান্দিয়া কয় অওশন ভানু
না ছাকিনু তোরে।
(ও আহা কি আহা রে)

গিলিয়া খাইলে সাদুক
পাহাড়িয়া সাপে
ছি মুরুগ ছোঁ মারি সাদুক
নিয়া যায় আস্‌মানের দিকে।
(ও আহা কি আহা রে)

ভাসাত্‌ আচিল দুকনা বাচ্চা
আহারের নাগিয়া
দুই বাচ্চাকে খিলাইল সাপোক
বাটিয়া চিরিয়া।
(ও আহা কি আহা রে)

সাপ সুদ্দায় গ্যালো সাদু রে
সাপেরো ওদোরে
খোঁজ না পাইলো কেউ তার
আল্লারো মেহেরে।
(ও আহা কি আহা রে)

তিনোঁ মাসো থাকে সাদু রে
অইনা সাপেরো ওদোরে
উড়িয়ায় চলিলো মুরুগ
অইনা নদীরো বাতাতে।
(ও আহা কি আহা রে)

এ্যাক ভিষাল বালুচরোত্‌ যায়া মুরুগ আর যাবার পায় না। সেত্তেই পড়ি মুরুগ কান্না আচড়ায় আর কান্দে।

কানতে কানতে কয় ঃ
মুই কোন আজিনিস আহার করনু।
আর বুজিকেল মোর জেবোন বাঁচে না।
মুরুগ হেই জাগাত্ পড়িয়া গড়াগড়ি কইরব্যার নাগিল। এ্যামোন সোমে আইলো এ্যাক জংলির দল। তাম্রা দুনিয়াত্ যে যে জিনিস আচে, তার কোন কিছুই ছাড়ে না। পইক্, পকালী, কুত্তা শিয়াল, বেজি, কাকড়া কুচিয়া যেটা যে সোমে মুকে আগোত্ পড়ে, তার কোনোটায় ছাড়ে না। ঐ মুরুগ ধরিয়া ছিড়ি হুটিয়া সউগ গোস্ত ভাগ করি নিলে। এ্যামন সোমে খ্যাকে ভোত্রোত্ একটা সাপ। সাপ খ্যাকি তামরা খুশি হইলো। ক্যানে না সাপ তামার খুবে ভালো আহার। কুলকুলা হয়া তাম্রা সাপ কাইট-প্যার বসিলো। কাইটপ্যার বসি খ্যাকে ভেতোর হাতে এ্যাকটা মানুষ বারাইল।
এই জংলির ঘরে মাইন্ষের ওপরোত্ খুবে মহোব্বত। এই মানুষ পাইলে তাম্রা যত্তোন করি পালে। সেই জন্নে তামরা কল্লে কি মানুষ কোনা না নিয়া বাড়ীত্ গ্যালো। গাওটাও ধোয়া খ্যায়, ভালো ভালো ফুল ফল খিলায়। যতই দিন যায়, ততই খুব সোন্দোন্ চ্যাহারা হয়। জংলির দল। খ্যাকিয়া খুশির ওপরোত্ খুশি।
এই খ্যান ভাবে কিচুদিন যায়। অই জংলির সদ্দার তার আচিল এ্যাকনা বেটি। জংলির আশা অই বেটি কোনাক দিয়া বিয়া দিয়া জামাই কইরবে। পাত্তোরে যদিকেল এ্যাকলায় এ্যাকটা বাগ ধইরব্যার পায় তেহইলে বিয়া হয়া যাইবে।
এ্যাক দুই কইরতে কইরতে যকোন জংলির বেটি শিয়ানা হইলো, তকোন বিয়ার দিন তারিক করিলো।

বিয়ার আগের দিন পাত্তোরের ধইরবে, পাত্তোরী বসিয়া দেইক্‌পে। যদিকেল বাগ ধইরতে কোন জাগাত্‌ জকোম হয়, তেহইলে খুব শক্তিশালী পাত্তোরী হইলে তাক মনোত্‌ নাগায় না। সিদিন বেটিক আর জালাল সাদুক এ্যাকসাতে ভীষাল এ্যাক জংগোলোত্‌ দিয়া পটাইলো। সেই জংগোলোত্‌ যেটায় চান সেটায় আচে।

অই জংলোত্‌ থাকে একদল পরী। তাঁই এ্যামোন স্যামোন পরী নেঁায়ায়। জেনের ঘরোত্‌ যে কইন্যা জল্‌মে তাম্‌রাও পরীর নাহান, উড়ব্যার পায়। এ্যাকদল জেনের বেটি অই জংলোত্‌ বহুদিন হাতে থাকে।

হকোন দোনজোন অই জংলোত গ্যালো, জংলোত যায়া দ্যাকে, এ্যাকটা কেন্দুয়া বাগ আর এ্যাকটা ব্যাড়া ভাঙ্গা। তামরা এই যে হুড়াহুড়ি নাগাইচে সেটকার মাটি খুড়িয়া ধল পাতাল করি ফ্যালাইচে। থাপাতে গাওয়ের চামড়া ছিড়ি ছুটি অক্তের ঢেউ খেইলব্যার নাইগচে।

পাত্তোরী কইলে এই দুই বাগের মারামারি ভাংগি দিয়া এই ব্যাড়াভাঙ্গা বাগোক যদিকেল ধইরবার পান তে হইলে এত্তেই হামার বিয়া হয়া যাইবে।

এই কতা শুনি জালাল ভয়োতে দল দল করি কাপে। তাঁই মোনে মোনে কবার নাগিল যা আগে পাচে তো মরোন। কেন্তু মোরো তো ব্যাটা ছাওয়ার মোতোন মরিম। বেটি ছাওয়াগুলার নাহান হয়া এই পিতিমিতি বাচি থাইক্‌প্যার নওঁ।

এই কতা না কয়া পেদঁনের তওবন্দ কাছাটা করিয়া হাতোত এ্যাকটা ব্যাতের ছড়ি নিয়া মারমার বুলি যাবার নাগিল। যায়া দ্যাকে মারামারি কইরতে কইরতে দুই জোনকার চউক ছুটি যায়া কানা হয়া গেইচে।

ছ্যাকিয়া জালালে কয়ঃ এই সোমে মোর কায়দা।
ব্যাতের ছড়ি ঘুমিয়া ব্যাড়া ভাঙ্গার মিড্ডারী ছাঁদিয়া এ্যাক বাড়ি বাইড়াইল। এ্যাক বাড়িতে গোস্ত ছ্যাদ করি হাড়োত্ যায়া বসি গ্যালো।

হাড়োত্ বইসা ব্যাত তাঁই কি অন্নতে উটপ্যার চায়। ওটেনা ওটেনা ছ্যাকি যেই এ্যাকটা টান দিচে অমনি ব্যাড়া ভাঙ্গা চেতোর হয়া পড়ি গ্যালো।

কেন্দুয়া বাগে টের পায়া এই যে, ছ্যাচড়া দউড় মারিলো আর তাঁই ইতি উতিও দ্যাকে না। এই যে কান্না তিরভিন কইরচে, আর কান্না হালায়ও না।

ইতি কল্লে কি, ব্যাড়া-ভাঙ্গার হাত-পাও না বান্দি কইন্যার মুকের আগোত্ নিয়া আসি ফ্যালে দিলে।

যকোন এই ব্যাপার কইরচে ফুলের গাচ হাতে সাতজোন জেনের কইন্যা সউগে দ্যাকিল। তামার ভেত্রোত্ এ্যাক কইন্যা আচিল, নাম হইলো জরিনা কাঞ্চন, সেই কইন্যা এ্যাক নও-জাতে আসিয়া এ্যাক থাপা দিয়া জালাল সাদুক ওপ্রোত্ তুলি নিলে।

ফুলের গাচের ওপরোত্ তুলিয়া সাতো কইন্যায় ঘিরি বসিয়া নানা ধেরান মজাক তিসকারি করে।

জংলির বেটি অই গাচের গোরোত্ যায়া কাইদব্যার নাগিল।

সেত্তেই আচিল এ্যাক আজদাহা ভালুক তাঁই নাপ দিয়া দিয়া আসি জংলির বেটিক ধরিয়া খাবার নাগিল।

গাচের ওপোর হাতে জালাল সাদু কয়ঃ আর অইক্কা কইরবার পানু না বইন। মুই হইচোঁ পরীর হাতোত্ বন্দি।

এই ভাব দ্যাকিয়া সাতো পরী জালাল সাদুক নিয়া কুঞ্জোট নগোর বুলি উড়ি গ্যালো।

সেই নগোরোত্ কোনোয় মানুষ নাই খালি জেনের বসোবাস।

জালাল সাদু সেত্তেই কিছুদিন থাকে। সাত কইন্যাক নিয়া ডিগরি ব্যাড়ায়। সাতজোন কইন্যার ভেত্রোত্ জরিনা কান্‌চোনে জালাল সাদুর পেয়ারী তাঁই এ্যাকনা সোমায়ের জন্নে ছাড়াছাড়ি হবারে চায় না।

এ্যাকদিন নদি ফিরব্যার বুলি জালাল সাদু ভাগি গ্যালো। এ্যাকদিনে তাঁই জেনের আইজ্জো পার হয়া ডাকাইতের দ্যাশোত্ গ্যালো।

সেই জাগাত পাহাড়ের চিপায় চিপায় ঘাটা। আর সেই চিপায় চিপায় ডাকাইতেরা দল বান্দিয়া থাকে। এ্যাকদল ডাকাইত্ অজগুবী জালাল সাদুক আসি ঘিরি ফ্যালাইল্। ভয়োতে জালাল কাইদব্যার নাগিল।

কাইদ্‌লে কি আর ডাকাইতে মানে ? জালাল সাদুর সাতে ত্যানা-টোকুয়া আচিল্ সউগ কাড়ি ছিড়ি নিয়া উয়াক ঘাড় ধরি খ্যাদে দিলে।

খানিক দূর হাটি যায়া দ্যাকে মাইনষের বসবাস। সে দ্যাশোত্ এ্যামোন চলোন, তিনদিন যদিকেল কেউ না খায়াও মরে তাতো কেউ কাকো এ্যামনি খাবার দ্যায় না। সগলে হইলো কামের মানুষ। সগলে এ্যাকটা না এ্যাকটা কাম করি খায়।

সউগ যায়া থুইয়া জামালের সাতোত্ আচিল্ এ্যাকখ্যান ধুতি আর, এ্যাকখ্যান আংগা।

কল্লে কি, আংগাটা তাই সাতকোনা ট্যাকাত্ বিক্রি না করিয়া গোয়াল সাজিল।

দই বিকায় আর দই বিকায়। যা পায় জামালে তাকে খায় আর পচ্চিম মুলুক বুলি যায়।

যাইতে যাইতে এ্যাকসোমে যকোন ধান্দা নাগি যায়া কোন জাগা হাতে কোন জাগাত্ যাইবে তাক আর কবার পায় না। তকোন তাঁইযে মাইন্ষোকে পায়, সেই মাইনষোকে পুচ করে পচ্চিম মুল্লুক কুতি? আর কোন ফাঁয় যাওয়া নাইগবে?

কেউ কবার পায় আর কেউ কবারে পায় না। এইদ্যান কইরতে কইরতে পচ্চিম ছাড়া আর কোনদিকি ঘাটা হাটে না।

হাইট্তে হাইট্তে এ্যাক মাস হাটি যায়া পাইলে এ্যাক অগোম দরিয়া।

সে দরিয়াত নাও জাহাজ কোন কিচুই নাই। ও পারোত্ কিবেন আচে আর কিবেন নাই তার কোনটায় দিশ্ পাওয়া যায় না।

নদীর বাতাত্ না বসি জালাল সাদু অওশনের নাম নিয়া কান্দে।

যিদিন জাল পলেয়া আইলচে, সিদিন হাতে জরিনা কাঞ্চন সাতজোন দাসীক ভঁায়, যেটেই পাবার নাইগচে। সেত্তেই উটকি ব্যাড়বার নাইগচে।

উটকি ব্যাড়াইতে ব্যাড়াইতে কোন জাগাত্ না পায়া শ্যাষের্ সোমে অই জংগোলের মুড়িত্ আসিয়া জালাল সাদুর নাম নিয়া কাইদব্যার নাগিল।

কাইনদে কাইনদে অজগুবী মোনে হইলো জালাল সাদু নদীর বাতাত বসিয়া টুলটুলা হয়া কাইদব্যার নাইগচে।

অজগুবী জরিনা কানচোন কল্লে কি উয়াক না পিটির ওপরোত্ তুলি নিয়া উড়ি যাবার নাগিল।

উগলা কইন্যা পাচোত পড়ি অইলো।

বেষোম এ্যাক জংলের ভেতরোত যায়া কইন্যা ভোকোতে যাবারে পারে না। এ্যাক গাচের গোড়োত নামিয়া জরিনায় কইলে তুই এত্তেই থাকিস মুই কিচু ফলমুল নিয়া আইসোঁ।

কইন্যায় সে কতা এ্যাকনাও পত্তেক করে না। কইন্যার মাতাত আচিল দিগ্‌লা পাচ হাত চুল, মাতা হাতে এ্যাক গোপা না চুল উকড়ি নিয়া সেই চুল দিয়া তিন জাগাত তিনটা বাদোন দিয়া জালালোক সেই জাগাত ফ্যালেয়া আকিল।

সেই চুল থসেয়া যাবার তার আর কোন বলে আইলো না। জরিনা এ্যাক পাও দুই পাও করি যাইতে যাইতে দুই কোশের নাহান চলি গ্যালো।

আল্লার উয়ার কপালোত আইক্‌চে দুক্কো তাই কি আর সুক হয়? কইন্যা যকোন জংলোত গ্যালো সেই সোমে তুগান শওরের ভাটু আজা, সুন্নসেনা নিয়া শীকার করব্যার বুলি আলচিল।

শীকার কইরতে কইরতে
অজগুবী
তাঁই
দ্যাকে,

পুন্নিমার চাদের নাহান এ্যাকজোন কইন্যা কি গাচে গাচে কিবেন উটকি ব্যাড়বার নাইগচে।

কইন্যা দ্যাকি ভাটু আজার আর হুস ঘুস নাই। সুন্নসেনাক হুকুম দিলে এ্যালায় সগলে মিলি ঘিরাও করি ন্যাও। এই কইন্যা যদিকেল ধরি দিবার পান তে হইলে সাত সালের খাজনা মাপ। আর যার মুড়ি দিয়া উড়ি যাইবে তার বিচের নাই। বিনি বিচেরে মণ্ড নটকামেঁশ।

ছাকো দেওয়ান—
ফুল খাবার বুলি আইলচে পরী
পরীস্থান থাকিয়া
মানষের গোন্দ পায়া পরী
এ্যালায় বুজিল যায় ভাগিয়া।

তকোন,
নাজীর উজীর শুয়ালদার হাওয়ালদার পাইক পিয়াদা সগলে চাইরো পাকে ঘিরি নিলে।
জরিনায় ভাবনা কইরব্যার নাগিল: মুই এ্যালায় হেটেই হাতে যদিকেল পলে যাওঁ তে হইলে এম্‌রা এ্যালায় যায়া সাদুক ধরি নিয়া আইস্‌পে। যাউক সেটা হবার হইবে। মুই আর দুক্কো দিবার নওঁ। এক্তেই হাতে না যায়া সাদুর গার বদোন হোস্‌কে দিয়া বাতাসের সাতে মুই উড়ি যাইম।

এই কতা যকোন ধারোনা করিল, উতি ভাটু আজায় হাজারে হাজারে দোনালা বন্দুক যোগে নিলে।
কইন্যার খালি কবার নাগিল:
হায়রে উড়ার সাতে তো মোক এ্যালা গুলি কইরবে, মুই এ্যালা যাওঁ কোন ফাঁয়? না উড়লেও তো ভাটু আজায় বন্দি কইরবে। এইগলা মোনে করি কইন্যা আর উড়াইলে না। ভাটু আজায় আসি বন্দি করি নিলে। কইন্যাক নিয়া যায় আর কইন্যার চউকের পানি শাড়ীর আচোল ভিজি পড়ে।

যাবার সোমে খালু জালাল সাদুক কয়া গ্যালো জল্‌মের মোতোন তোক ছাড়ি গেনু, মোর মাতার চুল আচে তোর কাচে কোন সোমে অই চুল ছাড়িস না। অই চুল যদিকেল

তোর সাতে থাকে, তে হইলে, বাগ ভাল্লুক, হাতি ঘোড়া, আগুন পানি কোনটাতে মরোন হবার নয়। আর এ্যাকনা কতা, মোক ছাড়া তোর সেই অগুশন ভানুর মন্দিরের ভেত্রোত্ কেউ নিয়া যাবার পাবার নয়।

যদিকেল মোক উদ্দের কইরব্যার পাইস, তে হইলে ভালো। আর যদিকেল না পাইস তে হইলে মার ছাওয়া মার কোলোত ঘুরি যাইস।

জরিনাক তো নিয়ায় গ্যালো।

জরিনার যাওয়া থাকি জালাল হাত ঠ্যাংগের বাদোন না হোসকেয়া সেই চুল গোপা না হাতোত নিয়া যে মুকে মুকে জরিনা কাঞ্চন গেইচে সেই মুকে যাবার নাগিল। জংগোলের বাগ ভাল্লুক আইসে জোরে জোরে উয়াক খাবার বুলি কেন্ত মুড়ি ত আসি সউগগুলা ছালাম করি ভাগি ভাগি যায়। তকোন জালালে দিশ পায়া কবার নাগিল ঃ কইন্যার চুলের গুণে মোক কোন কিচুই খায় না। তকোন কল্লে কি, চুল গোপা পাক না দিয়া একেবারে এ্যাক গোপা গালাত্ দিলে আর এ্যাক গোপা দিলে কমরোত ছিকাই করিয়া।

বাগ ভাল্লুকে আর খায় না থাকি মোনোত খুব সাওস হইলো। দিন আইত এ্যাকাকার করি খালি দক্কিন মুল্লো-কোত যায়।

জরিনা এ্যামোন চালাক যে ফাঁয় যে ফাঁয় তাঁই গেইচে ফি গাচোতে এ্যাকটা করি চুলের নরা বাদিয়া থুইয়া গেইচে। চুল না থাকি জালাল সাদু কুলকুলা হইলো। গালার চুলের সাতে মিলার করি থাকে। এ্যাকে চুল। তকোন জালাল সাদু খাওয়া দাওয়া না ফাম পাশরি যায়া দিন

আইত এ্যাকাকার করি অই নিশান ধরি ক্যাবোল বাবার নাগিল।

যায় যায় জালাল সাদু
 ঘুরি ঘুরি চায়
না জানো ককোনবেন মোর
 কোন বা দুক্কো হয়।
ভোক নাইগলে না খায় ভাত
 খালি গাচের পাতা খায়া
জরিনা জরিনা বুলি সাদু
 ব্যাড়ায় কান্দিয়া ॥

দিন আইত এ্যাকাকার করি যকোন যায় যাইতে যাইতে মুকের আগোত পাইলে কলের দরিয়া। বাপরে বাপ, কলের দরিয়া য্যামোন কামো তার সেইস্থান। এ্যাক জাগাত আগুন আর এ্যাক জাগাত পানি আর এ্যাক ঠাঁই ধুমা।

এই দ্যান না দ্যাকিয়া জালাল সাদু ভয়োতে কাইপব্যার নাগিল।

কাইপতে কাইপতে দ্যাকো সাদুই
 মোনাজাতো করে।
তক্কো হাতে ধনি আল্লার
 পাইলো জানিবারে।
আল্লায় কয় যাওরে জিবরিল
 শিয়ালের উপ হয়া।
কলের দরিয়া পার হও
 দুই পাওয়ে হাটিয়া।
তকনে তকনে গ্যালো জিবরিল
 জামালের আগোতে

শিয়াল হয়া বা তাঁই
পার বা হবার ধরে।

শিয়ালোক না দ্যাকিয়া জালাল ঝাপ দিয়া উটিল। ঝাপি না উটিয়া তাঁই কবার নাগিল : বাপরে বোনের এ্যাকটা শিয়াল তাঁইও এইদ্যান এ্যাকটা দরিয়া হাটিয়া পার হবার নাইগচে, মুই মানুষ হয়া এত্তেই বসিয়া কাইদব্যার নাইগচোঁ ক্যামোন। মোর কি এত্তু এ্যাজলাও[1] তিক[2] নাই। নাই নাই তিক মোর কি গাউয়োত এ্যাকনা বল নাই।
এই কতা কয়া জালাল বিচমিল্লা বুলি পাও বাড়েয়া দিলে। এ্যামোন এ্যাকটা কলের দরিয়া যার পানির কোন খাও নাই, সেই জাগাতে জালালের এ্যাক হাটু পানি হইলো। এ্যাক হাটু পানির ওপোর দিয়া জালাল সড় সড় করি পার হয়া গ্যালো।

ওপারোত যকোন পার হয়া গ্যালো বালুচর দ্যাকিয়া জালালের কইলজা কাইপব্যার নাগিল।
কাইপলে কি হইবে। তাক যাওয়া নাইগবে। সেই জন্নে তাঁই খুব জোরে জোরে হাটি যাবার নাগিল। য্যামোন অইদ সেইষ্টান বালা গরোম। সেই অইদ আর বালার[3] মইদো দিয়া যায়া জালালের গাওয়োত আর অকতো অইলো না। ব্যাহুস হয়া বালার ওপরোত উলটি পড়ি গ্যালো।

গোল মেহেরি নামোতে কইন্যা
দেবোস শওরোত ঘর
সাতদিন বাদে বাদে যায় কইন্যা
দ্যাবোরো শওর।

১. একটুও ২. জেদ। ৩. বালুর

অইপাকে[৪] যকোন গোলমেহেরী উড়িয়া যায়, যাইতে যাইতে দ্যাকে, ইচল্‌মাচের মোতোন বালুচরের মইদোত এ্যাকটা মানুষ কাইপপ্যার নাইগচে।

মানুষটাক দ্যাকি কইন্যার মোনোত খুব দয়া হইলো।

গোলমেহেরী মোনে মোনে কবার নাগিলো :

মানুষ বেপোদোত পইড়চে দ্যাকি যদিকেল ছাড়ি যাওঁ তে হইলে ছোলেমান পয়কামবরের আগোত মুই কি জওয়াব দেইম।

তকোন গোলমেহেরী কইন্যায় কল্লে কি, অত না অই জাগাতে নামেয়া সেই অতের মইদোত জালালোক তুলি নিয়া দেবোস শওরোস গ্যালো।

দেবোস শওরের খলোক আজা মাইনষের ওপরোত খুবে দয়াবান।

তাঁই যদিকেল কোন সোমে মানুষ পায় তে হইলে তাকে তাঁই ব্যাটার সোমান করি পালে।

যিদিন গোলমেহেরী জ্যালালোক নিয়া গেইচে সিদিন হাতে খলোক আজার এই যে উন্নোতি হবার ধইরচে। চইতোর পাক হাতে ধনমাল ট্যাকা পইসা সতের মোত আইসপ্যার নাইগচে।

জালালোক কপালী মোনে করি আজায় তামান দিনে আদোর করে আর যাঁই আইসে তারে আগোত কয় : মুই আর হেটেই তাতে জালালোক যাবার দিবার নওঁ।

দেইকতে দেইকতে অনেকদিন গ্যালো। এ্যাকদিন খলোক আজায় জালালের সাতে গোলমেহেরী বিয়া দিলে। গোল-মেহেরির সাতে বিয়া দিয়া খলোক আজায় নিজের আইজ্জো জালালের নামে ল্যাকি দিলে।

৪. ঐ পার্শ্বে।

জালাল দিকিন হাতে নউতোন আজা হইলো।
সউগ আইজ্জের আজা জালালের নাম শুনিয়া তাকে মনিব বুলি মানি নিলে।
জালালের নামে দোয়াই ফিরব্যার নাগিলো।
জালালের চাইরো পাকে সুকের কোনোয় অভাব অইলো না।
সুক হইলে হইবে কি, সুকের ভেত্‌রোত্‌ থাকিয়াও জালাল অওশন কইন্যার নাম কোন সোমে ফাম[৫]-পাশরে না।
এ্যাকদিন জালাল সাদু দরবারোত্‌ বসি দেওয়ানোক ডাকেয়া কইলে ঃ

পচ্চিম মুল্লুকোত্‌ আচে
ভাটু আজা নাম
তার ঘরোত আচে কইন্যা এ্যাক
জরিনা কান্‌চোন।

এ্যালা কতা হইলো, অই ভাটু আজার বোগলোত পতরো ন্যাকো। কতা শুনি দেওয়ান শ্যালায় এ্যাকখান পতরো না ন্যাকিয়া ভাটু আজার বাড়ীত পটে দিলে।
পত্‌রো দ্যাকি ভাটু আজা খুবে ভাবিত হয়া গ্যালো মোর সুন্নোসেনা কিচুই নাই কি দিয়া এ্যালা মুই কি করোঁ।
দ্যাকো যায়া নয়া আনী যদিকেল কোন বুদ্দি দিবের পায়। এই কতা কইতে আর মোতোন কাইন্‌তে কাইন্‌তে পত্‌রো কোনা নিয়া যায়া নউতোন আনীর হাতোত দিলে।
তারপাচে হাতোত না দিয়া গোয়াত মাতাত চড়েয়া তাঁই কবার নাগিল ঃ

৫. ভুলিয়া যায় না

দ্যাকেক আনী দেবোস শওরের জালাল সদাগর তোমাক জোর করি কাইন করি নিয়া যাবার চায় তাতে তোমার মত কি ?

কইন্যায় কয় ঃ ঘ্যাকো সোয়ামী ব্যাটাছাওয়া হইলো নিদয়া জাতি এ্যাকজন্নাও দয়া নাই তারে এ্যাকশো বেটিছাওয়া থাকে যদিল তাতো তাঁই আইরা বাইরা খোঁজে।
মোকো কি তোমারে নাহান পাইচেন ?
জাইত কুল সউগে তোমাক দিচোঁ, তোমারে হাতোত্ যেন মোর মরোন চিটির ওত্তোর দেও।
দ্যাকোঁ দেবোস শওরের জালাল আজায় কতো স্থন্ন আইন-ব্যার পায়।

কইন্যার কতা শুনি ভাটু আজায় যিগলা পাইলে সেইগ্লা ঘ্যাকিয়া উত্তোর দিলে। উতি কল্লে কি জরিনা কান্চোন গোপ্ত চিঠি ঘ্যাকি কাসেদের হাতোত দিলো।
চিটিকোনা কাসেদের হাতোত দিলো।

চিটিকোনা কাসেদের হাতোত না দিয়া কইলে এই চিটি কোনা নিয়া যায়া জালাল সাদুক দেও—দ্যাকি তার কতো বড়ো খ্যাতা।

ওপরোত গোমগোমা ; ভেতরোত জালাল সাদুর চিটি পায়া কইন্যা খুবে খুশি। পত্রো নিয়া যায়া কাসেদ যকোন সেই পত্রো কোনা দেবোস শওরের জালাল আজার হাতোত দিলে পত্রো পড়ি জালাল আজা খুবে ভাবিত হইলো। না জানি ভাটু আজার কতোবেন শক্তি আচে, নাতে এ দ্যান সাওস করি তাঁই কি পত্রো নেইক্প্যার পায়।
কেন্তো জরিনা কান্চোনের চিটি পড়ি তাঁই মোনে মোনে হাইসপ্যার নাগিল।

হাইসতে হাইসতে তাঁই কবার নাগিল যাও কাসেদ এই চিটিকোনা নিয়া যায়া জেনের আজার হাতোত দিয়া আইসো। কতোদিন হাটি যায়া যকোন জেনের আজার হাতোত দিচে, চিটি দ্যাকিয়া তাঁই বারুদের নাহান জলি গেইচে।

ঘর সুদ্দায় এ্যাকনা বেটি
জন্নিনা কান্‌চোন্
সেই বেটিকে ভাটু আজায়
কইরচে বন্‌দোন।

দেওয়ান সাজাও সুন্ন ভাটু আজাক মজা দ্যাকেয়া দেমোঁ।
হুকুম পাইতে আর মোতোন চল্লিশা কুটি পরীর সুন্ন এ্যাকবারে সাজিয়া গ্যালো।
সগলে হাতোত এ্যাকখ্যান পাচশোমনি আর হাজার মোনি-পাতোর নিয়া মার মার শবদো কইরতে কইরতে যায়া দেবোস শওরোত পঁচিল। ইতি জালাল সাদু নিজেও চল্লিশ কুটি সুন্ন সাজোন করিল। সগলে মিলি যকোন যাবার নাগিল তকোন পাওয়ের বাড়ীতে হাজার হাজার মুনি পাত্তোর ভাংগিয়া ছোরমা হয়া গ্যালো। আর যে ফঁায় আশি কুটি সুন্ন হাটিয়া যায় সেত্তেই মাটি না সরি যায়া দরিয়া হয়া যায়। আর যে ফঁায় যাবার নাগিল চাইরো পাকের বেটিছাওয়া ব্যাটাছাওয়া বাড়ীঘর ছাড়ি দিয়া দউড়া দউড়ি কইরব্যার নাগিলো।

বাওয়া সাজিলো জালাল আজা
সুন্নের ঘরোক নিয়া,
দেবোস হইলো আন্দার
সুন্নগণ দ্যাকিয়া ॥

ওপোনীত হইলো জালাল
ভাটু আজার দ্যাশে
কাইপ্‌প্যারে নাগিলো জমিন
সুমোরো দাপোটে ॥

হায়রে বসিয়া আচিল ভাটু আজা
পাত্‌রোগনোক নিয়া,
খবোর দিলো দরোয়ানী ব্যাটা
সামোনোতে গিয়া ॥

বসিয়া আচেন ভাটু আজায়
স্থাকোনা চাহিয়া,
এইব্যারে তোমার আইজ্জো দেমোঁ
গারোদ করিয়া ॥

স্থাগ স্থাগিতে জালাল আজা
ঘিরাও করিয়াও নিলো,
সাতহারা করিয়া তামান পাকে
ঘিরিয়া ফ্যালাইলো ।

মাটিত্‌ হইলো জালালের স্থর
ওপরোতে পরীগণ,
নাকে নাকে ফিকি দ্যায়
পাত্তোর ওজনোতে হাজার'মোন ॥

বাওরা ভাংগিয়া দালানের চুড়া
জইম্‌নোত্‌ মিশিয়া দিলো,
বাড়ীঘর ছাড়ি নগোরবাসী
দউড়াইতে নাগিলো ॥

কাঁই বা কার ডাক শোনে
না চায়রে ফিরিয়া
ছাওয়ার পোয়াতী দউড়ায় তার
বুকের ছাওয়া ফ্যালে দিয়া ।।

হাজারোতে এ্যাকজনেঁা ভাই
বাচিয়া না অইলো
মহোল হাতে জরিনা কান্‌চোন্‌
বাইর হয়া আসিলো ।।

হুকুম দিলো জরিনা বালী
ভাটুক আজাক বান্দিতে
হাত-পাও তার বান্দিল দ্যাকো তার
নোয়ারো শেকোলে ।।

ধরা পইলো ভাটু আজা
আপোদ মিটিয়া গ্যালো
সেই তকতোতে জালাল সাদু
তকতের আজা হইলো ।।

ভাটু আজাক ডাকেয়া কতা
নাইগচে বলিবারে
শোন শোন ভাটু আজা
বিচার দ্যাকো মোরে ।।

কোটাল ব্যাটাক ডাকেয়া কতা
হুকুম করিয়ায় দিলো
হাজার টুকরা করিয়া ভাটুক
এ্যালায় তোমরা কাটো ।।

হুকুম পায়া জল্লাদ ব্যাটারে
বেলোম নাই যে করে
চামটি চামটি করিয়া ভাটুক
নাইগচে কাটিবারে ।।

অই শওরের কুত্তা শিয়ালোক
ভাগ করিয়ায় দিলো
জল্‌মের মোতোন ভাটু আজার
এস্‌কের আগুন গ্যালো ।।

য্যামোন কাম সেইস্থান সাজারে
নগোরবাসী বলে
দেওয়ানোকে আইচ্ছো দিলো আজ্ঞা
জরিনাক নিলো তাঁই সাতে ।।

আহা মোর জরিনা কান্‌চোন্‌
তুই নিদয়া রে হইয়া
ক্যামোন করি আচলু কইন্যা তুই
মোকে ফাম পাশরিয়া ।।

উদ্ধের করিয়া কইন্যাক নিয়া গ্যালো রে
অই যে আপোনার শওরে
ওরে জরিনার আগোত্‌ যতো দুকো
নাইগচে বলিবারে ।।

বিস্তায় দেও জরিনা কান্‌চোন
না থাকো মুই বসিয়া
কটই আচে মোর অওশন ভানু
স্থাকোঁ মুই উটকিয়া ।।

তাঁই হইলো মোর জেবনের জেবোন রে
মুই হনু তারে কলিজা
না স্থাকিয়া সেই কইন্যাক
মোর দুই চউক গেইচে অনদো হইয়া ।।

কতা শুনিয়া জরিনা ভানু
কান্দে জারে জারে
আহারে জাল সাদু
তুই এ্যালাও নাই ভুলিস তারে ।।

এ্যাকে হইলো অওশন ভানু
দেইক্‌তে পুন্নিমারো চাদ
তারে যদিকেল পায় সাদু
না ফিরিবে আর ।।

মোনোত্‌ যতো আচিল আশা
বরবাদ হয়ায় গ্যালো
পাও সাপটে ধরি সাতো দিনকার
সোমায় ভালা নিলো ।।

যাদুকর আচিলো যতো
দেবোস শওরে,
এ্যাক এ্যাক করি চলায় যাদু তামরা
জালালের ওপোরে ।।

না পায়া জরিনা কান্‌চোন
গোল মেহেরিকে বলে
তোমার সাদু চলিয়া যাইবে
অওশন ভানু কোলে ।।

এ্যাক দিনকার সাদু তোমার
আলচিল[১] এ্যাক দিনকার বুলি কোলে
সাতদিন বাদে যাইবে সাদু
না পাইবে আকিতে ।।

এই কতা শুনি গোলমেহেরি
কান্দে জারে জারে
আহারে দারুণ বিদি
বিদি মোর এই আচিল কপালে ।।

আহা বাপ মোর তকতের আজা
হয়া ক্যানে নিদয়া,
ক্যানে দিলেন বিয়া
এ্যাকদিনের সোয়ামীর হাতে রে ।।

মাও জনোনী কোলোত করি
আনিয়া দিলে মোর চউকের মনি
যাক না থাকিলে মোর
বুক যায় ফাটিয়া রে ।।

ভাই বন্দু কেহই নাই
এই বেপোদোত্‌ আসি খাড়া হইবে তাঁই
কোন দোষে সাধু
যাইবে ছাড়িয়া রে ।।

কাইদব্যার নাগিল ভানু ধুলাত পড়ি
শুনব্যার পাইলো আজার আনী
আইলো আনী ক্যাবোল

১. আসিয়াছিল।

বিজলীর নাহান রে ।।
(হায় হায় রে)

কতো মোতে বুদ্ধি দিলো
যাদু বুলি জামাইক কোলোত্ নিলো
আহা মোর চউকের পুত্‌লা
না যান ছাড়িয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

দিন যায় আইত হইলো
জরিনা গোলমেহেরী বোগলোত্ গ্যালো
ভাংটা হয়া কইন্যা দুইজোন
বসিলো বোগোলে রে ।।
(হায় হায় রে)

স্থাকো সোয়ামী মোর মুকে
তোমার নেবু ডাগোর গাচে
সেই নেবু ওরে সোয়ামী
স্থাকোনা বোলেয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

তোমার বিচনা পাইড়চোঁ মুই
মোর বুকের মাজে,
এ্যাকবার স্থাকো চক্ষু ম্যালে,
কি স্থকের বিচনাত্ আচেন পড়িয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

কয় না কতা জালাল আজা
চউক মুজি থাকে পাগলা হয়া,

তাওসিয়া[১] কয় ক্যাবোল
কটই অওশন ভানু রে ॥
(হায় হায় রে)

হাত ধরিয়া ডালিমোত স্যায়
মরার নাহান সাদু পড়িয়া অয়
মরা জিতা কইস্যায়
না পারে বুজিতে রে ॥
(হায় হায় রে)

তুলিয়া স্যায় কোমলা বুকে
স্যাং স্যাংগা[২] হয়া সাদু পড়ে জমিনে,
কাম কোরোদ নাই বুজিকেল
তারো শরীরে রে ॥
(হায় হায় রে)

দুই গাল কইস্যায় পাতিয়া স্যায়
দাত নাগিয়া সাদু পড়িয়া অয়,
কাটাইর দিয়া স্যাকে সাদুর
সেই দাত খসায় রে ।
(হায় হায় রে)

ছলনা করি জরিনা বালী
ডাকায় তারে সোয়ামী বুলি
ওটো ওটো পানের সোয়ামী
আইলচে অওশন ভানু রে ॥
(হায় হায় রে)

১. বারে বারে । ২. যে পার্শ্বে রাখা যায় সেইভাবে ।

মোর নাম হইলো অওশোন ভানু
তোর নাম শুনি উতালা তনু
আসিনু থাকিতে তোকে
মাও ব্াপ ছাড়িয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

অওশনের নাম যকনে শুনলো
দড়বড়ে জালাল উটিয়া বইস্‌লো
চাইরো পাকে চায়া থাকে
নাই অওশন ভানু রে ।।
(হায় হায় রে)

চউক ম্যালিয়া ভালো করি থাকে
নাই অওশন তার বুকের কাচে,
টলিয়া পড়ে অইনা জালাল
মরোন ভাবিয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

এইনা ভাবে কতো দিন যায়
দিন যায়া ভাই তিনে্ঁা মাস হয়
তাতো সেই জালাল সাদু
চ্যাতোন নাহি হয় রে ।।
(হায় হায় রে)

কি কইরবে আর জরিনা বালী
গোলমেহেরিক কয় তাঁই ডাকি
ইয়াকে নিয়া হাটো
অওশনের মন্দিরে রে ।।
(হায় হায় রে)

অই দেলখোশ নামোতে বাশশা
নোহার বরমোজালে গ্যাশ ঘিরা
সাত তল্লা করিয়া বাশশা
ঘিরাও করিয়া নিচে রে ॥
(হায় হায় রে)

পইক পকালী যাবার না পায়
হাজার হাজার সুন্ন পহোরা গ্যায়
থাকে সেই ক্যাবোল
চইদ্দো তেউড়ি ঘরে রে ॥
(হায় হায় রে)

চইদ্দো তেউড়ি দলান থাকি
দলান ছেদি উপ হয়া কইন্যার
তিন কোশ থাকিয়া কইন্যার
বাতি নাহিন নাগে রে ॥
(হায় হায় রে)--

সেই জাগাতে ক্যামোন করি যামোঁ
চইদ্দো তেউড়ি ক্যামোন করি কাইটমোঁ
ক্যামোন করিয়া দেমোঁ সাদুক
অওশন বালীর কোলে রে ॥
(হায় হায় রে)

যা আচে কপালোত্ ন্যাকা ,
অই নদী দুদে বিষ মাকা
হাটো নিয়া তাই তাক
অওশনের শওরে রে ॥
(হায় হায় রে)

মহোলোত্ নিরাব বুলি তদবীর কইরমেঁা
না পাইলে নিজের জান কোরবান দেমেঁা
বাপো মাওয়ের ঘরোত্ আর
না আইসমেঁা ঘুরিয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

অই নিলো সাদুক কোলোত্ করি
আসমান দিয়া দোন যায় উড়ি,
এ্যাক পাজ্লানে গ্যালো দুইজোন
অওশন ভানুর স্থাশে রে ।।
(হায় হায় রে)

যকোন গ্যালো তাম্রা অওশনেরো দ্যাশে
আকিল যারা সাদুক ফুলের বোনে
দুই কইন্যা গ্যালো ক্যাবোল
শওর ঘুরিবারে রে ।।
(হায় হায় রে)

এ্যাক দুয়ারোত্ দরোয়ানী আচিলো
সেই পাপী দেইকপ্যারে আচিলো
দারোয়ানীর আগোতে কতা
নাইগচে বলিবারে ।।
(হায় হায় রে)

শোন দায়োয়ান কওঁ তোরে
সাদী করো হামাক দুইজোনোক
হামরা দুই বইন থাইকমেঁা
তোমার দাসী হয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

বেটিছাওয়া দেইকলে ব্যাটাছাওয়ার নোভ বেশী
নোবে দারোয়ান হইলো বন্দি
পাচে দুক্কো ব্যাটায়
না স্থাকে গনিয়া রে ॥
(হায় হায় রে)

দুষ্টা নারীর মিটা কতা
শুনিয়া ভোলে দারোয়ান ব্যাটা
দুয়ার হোসকেয়া কইন্থাক
নিলো তাঁই ভেতোরে ॥
(হায় হায় রে)

অই কতো ধেয়ান ভংগিমা করে
চিকরিয়া কইন্থা জইম্‌নো পড়ে
মনু মনু বুলিয়া কইন্থা
উটিলো কান্‌দিয়া রে ॥
(হায় হায় রে)

শোন সাহেব কতা মোরে
অই বিষের জ্বালা না পাওঁ সহিতে
আনো অউষোদ মোরে
পটি বান্দো প্যাটে রে ॥
(হায় হায় রে)

দুষ্টা নারীর মিটা বাণী
ভুলিয়া গ্যালো দায়ের দরোয়ানী
পহোরা ছাড়িয়া দরোয়ান গ্যালো
অউষোদ উটকিবারে রে ॥
(হায় হায় রে)

সেইটেই হাতে গ্যালো কইন্থা
আর এ্যাক দারে
সেই জাগাত্ বেটিছাওয়া পওয়া থাকে
বেটিছাওয়ায় বেটিছাওয় পুচাপুচি করে রে ॥
(হায় হায় রে)

কি কামে এ্যাত্তেই আইলে
কাঁই তোমাক পটেয়া দিলে
কও কও মোনের কতা
নিজ জবান খুলিয়া রে ॥
(হায় হায় রে)

শোন দারোয়ান কওঁ বা তোরে
আজায় দিলে এই কাগোজ বানায়ে
এ্যালা হাতে এই দারের পহোরা হামরা
আইজকা হাতে তোমার ছুটি রে ॥
(হায় হায় রে)

তিনে ॑া মাসের ছুটি দিলো
যায়া তোমার মাও বাপোক খ্যাকো
তিন মাস বাদে ও দরোয়ানী
আইস্পেন ঘুরিয়া রে ॥
(হায় হায় রে)

শুনি দরোয়ানী বিস্থায় হইলো
চইদ্দো দুয়ারের চাবী সউগে দিলো
গ্যালো দরোয়ানী
আপোনারো খ্যাশে রে ॥
(হায় হায় রে)

চাবি যদিকেল হাতে পাইলো
চইন্দো দার খুলিয়া নিলো
গ্যালো স্থাকো দুইজোন তংকোন
অওশনের মহোলে রে ।।
(হায় হায় রে)

শুতিয়া আচে অওশন ভানু
পাইচলা মোটা কমোর সরু
শুতিয়া আচে তাঁই যেন
আসমানেরো তারা রে ।।
(হায় হায় রে)

হ্যানকালে জরিনা বালী
নিয়া আইসে তাঁই জালালোক তুলি
শোতেরা দিলে জালালোক
অওশনেরো বুকোত্ রে ।।
(হায় হায় রে)

যকোন জালালে দেইকপ্যার পাইলো
ব্যাহুসোতে টলিয়া পইলো
আগুন জলে ক্যান বা
অওশন কন্‌টুই গ্যালো রে ।।
(হায় হায় রে)

কোমলা বুকোত্ হাতো দিলো
দুই হাতো মিশিয়া গ্যালো
কাপাসের তুলা যেন
হাতোতে মিলাইলো রে ।।
(হায় হায় রে)

দুই গালোতে চুমা খায়
হাওয়া মিটাই বুলি মনে হয়
বাতাস নাইগলে যেন
যায় ও গলিয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

কানচোন আর গোলমেহেরী
তামসা গ্যাকে তপাতে থাকি
নাহি জাগে এ্যাল্যাও ক্যানে
আজার আজকুমারী রে ।।
(হায় হায় রে)

যকোন ভানুর আবেশ হইলো
হটাত অওশন চ্যাতোন পাইলো
জালালোক গ্যাকিয়া কইল্যা
উটিলো জলিয়ায় রে ।।
(হায় হায় রে)

হীরার ছোরা হাতোত্ নিলো
জালালোক মাইরব্যার বুলি তইয়ার হইলে:
হ্যান সোমে কয় বা কতা
পোষা ময়নাক ডাকেয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

কি করেন কি করেন ভানু
না মারেন জালাল সাদুক
এইঁ ছাড়া সোয়ামী নাই তোর
এ জগোত্ জুড়িয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

তালে নামা ছ্যাতেৱা গনেँ।
গনিয়া স্থাকি চিন্‌তা করো
না মারেন না মারেন তোমার
যৈবোনের মোন চেরাগ রে ।।
(হায় হায় রে)

পকির কতা শুনিয়া ভানুর
উড়াইলো যেন কইলজা থ্যানি
তালে[১] নামে স্থাকো কইস্থায়
নাইগচে গনিবারে রে ।।
(হায় হায় রে)

এইँ হইবে মোর পতি
এহँ ছাড়া মোর নাইও গতি
এই আচিল মোর
অদ্দিষ্টের স্থাকা রে ।।
(হায় হায় রে)

শোন সাহেব মোর কতা ধরো
মাটি ছাড়ি মোরে কোলোত্‌ বইসো
আইজ হাতে হইলে মোর
যইবনের বেপারী রে ।।
(হায় হায় রে)

তারপাচে গনিরা স্থাকে
আইত্‌ পোয়াইলে পাচ জোনের মরোন হইবে
মুলুক ছাড়ি গেইলে

১. ভাগ্য গণনার বই ।

পাচো জোনের জেবোন বাচিরে রে ।।
(হায় হায় রে)

শোনেক সাহেব কতা খ্যাও
কোন শওরোত বাড়ী সেত্তেই যাও
মুই অসের বেটি ছাওয়া
তোমার হইলু বৈরাগিনী রে ।।
(হায় হায় রে)

এই বুদ্ধি করিয়ায় নিলো
আইতোতে অওশন চুরি হইলো
যায় চারিজোন কোবোল
দেবোস শওরে রে ।।
(হায় হায় রে)

দুই পাওয়ে হাটিয়া যায়
কতোদিন বাদে দেবোস শওর পায়
সেই জাগাতে থাকে অওশন
জালালোক নিয়া কোলে রে ।।
(হায় হায় রে)

জালাল সাদুর ময়াভারী
দুইজোনের কতা গেইচে ভুলি
দিনে আইতে খ্যালায় খ্যালা
অওশোনোক নিয়া রে ।।
(হায় হায় রে)

সমাপ্ত

জেলকদ বাদশা

কাহিনী শুরু

জেলকদ নামেতে বাশ শা
জাবেল শওরে রে
কোরানোতে হাপেজ বাশ্‌শা
কোরান গালার মালা রে ॥
(ও দিন মোর গ্যালো)

বড় দয়াবনো সেই বাশ্‌শা
বড় দিনোদারো রে
উজীরোক সপিচে বাশ্‌শাই
নিজে হোজরাখ্যানায়[১] রে ॥
(ও দিন মোয় গ্যালো)

ছয়দিন তাঁই বসিয়া থাকে
হোজরাখ্যানার ঘরে রে
খোদার এবাদত করে বাশ্‌শা
দুই হাটুয়া পাতিয়া রে ॥
(ও দিন মোর গ্যালো)

সাতদিন কারো সোমে বাশ্‌শা
তকতোত্‌ যায়া বইসে রে
হিকাব নিকাশ ন্যায় বাশ্‌শা
পোজ্জার ঘরোক ডাকেয়া রে ॥
(ও দিন মোর গ্যালো)

এ্যাক আইত থাকে বাশশা
আনীমার মোহোলে

১. নামাজের ঘরে।

বেনামাজী বুলিয়া মানুষ তার
মুল্লুকের ভেত্রোত্ নাইরে ।।
(ও দিন মোর গ্যালো)

আইচ্ছোত্ যেজোন ব্যানামাজী
তাকে খ্যাদেয়া দ্যায় রে
ব্যাস্থমার মাল তার
কতো হাতি ঘোড়া রে ।।
(ও দিন মোর গ্যালো)

সউগ কিছু ছাড়িয়া বাশশা
আল্লার নামে দেওয়ানা রে
জেবোন মুল্লুক কইন্যা দ্যাকো
আনীমায়ের কোলেতে রে ।।
(ও দিন মোর গ্যালো)

চাদ স্থরুজের নাহান কইন্যার
চলোন হইলো মাটি রে
মাসের ভেতরোত কইন্যাক
ব্যাটাছাওয়ায় নাই দ্যাকে রে ।।
(ও দিন মোর গ্যালো)

বারোবচ্চোর কইন্যার ব'স
না হয় ঘরের বাহির রে
হাউজ নহোর বালাখ্যানা
যা কিছু দরকারো রে ।।
(ও দিন মোর গ্যালো)

সউগ কিছুই বানাইচে বাশশায়
সাত তেউরির ভেতোরে রে

সাত তেউরির সাতো তালা
সদায় চাবিমারা থাকে রে ।।
(ও দিন মোর গ্যালো)

বারোবচ্চোর হইচে কইন্যার
যইবোনের বাহারো রে
এ্যাক দ্যাবোসে জেলকদ বাশ্‌শা
বসিয়া হোজরাতে রে ।।
(ও দিন মোর গ্যালো)

দুই হাতো তুলিয়া বাশ্‌শা
মুনাজাত করিলো রে
হ্যানকালে দইবোবাণী
শুনিবারে পাইলো রে ।।
(ও দিন মোর গ্যালো)

না কান্দেন না কান্দেন বাশশা
এলাহীর দরবারে রে
আইজা হাতে তোমার দোয়া
কবুল নাহি হইলো রে ।।
(ও দিন মোর গ্যালো)

জেবোন ভর করল্লেন এবাদত রে
অইনা হক আল্লার দরবারে রে
এ্যাক গোনার কারোণে তোমার
সউগে বরবাদ হয়া গ্যালো রে ।।
(ও সোমায় কালে)

জেবোন মুল্লুক নামোতে কইন্যা
আচে তোমার ঘরোতে রে

বারোবচ্চোর হইচে সেই কইন্যা
বইবোনেরো ভারে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

ছয় মাস হাতে হয় গাও নাপাক
না থাকো তাহারে রে
এক্তু জল্যা[১] নাপাকি অক্তো
পড়ে যে জইম্‌নোতে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

ছয়কোশ জুড়িয়া সেই জইম্‌নোত
এবাদোত্‌ কবুল না হয় রে
এই কতা শুনিয়া বাশশা
ব্যাহুসেতে পড়ে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

তক্‌নে থাকো অইনারে বাশশা
হিসাব করিয়ায় থাকে রে
নয় বচ্চোরোত্‌ বেটিছাওয়া জাতি
সাবালোক ভালা হয়ো রে ।।
(ও সোমায় কালে)

এ্যাকদিনের বদোলে তুমি
বারো এবাদোত্‌ করো রে
অন্‌তোষপুরে[২] গ্যালো বাশশা
আনীমার মোহোলে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

১. একট্‌খানি। ২. অন্তঃপুরে।

আনীকে ডাকেয়া কতা
কয় বা ধেরে ধেরে রে
কাইলকা আইতোতে জেবোন মল্লুকের
দেও বা তালা খসে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

তামান আইতোতে করুক এবাদোত্
বসিয়া হোজরার ঘরোতে রে
বাপ-বেটি দোনোজোনে কইরমে॰া এবাদোত্
হক আল্লার দরবারে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

কি কইরবে জেবোন মুল্লুক
যায় বা হোজবার ঘরে রে
যকোন গ্যালো জেবোন মুল্লুক
হোজরাখ্যানার ঘরে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

ওপরোত্ আচিল জেন
পড়িলো নজোরে রে
জেনজাতি খবিজজাতি
ইমান নাই তারে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

সেই দিন হাতে সেইনা জেন
ঘোরে কইন্যার খোজে রে
আশেক হইলো অইবা জেন
কইন্যারো ওপরোত্ রে ।।
(ও সোমায় কালে)

তিনোদিন করে এবাদত
চাইরো দিনের কালে রে
যকোন যাবার নাগচিল কইন্যা
মাও জনোনীর কোলোত্ রে ।।
(ও সোমায় কালে)

ওপোর হাতে অইনা জেন
থাপা মারিয়া ধরে রে
শুননো ভরে তুলিয়া কইন্যাক্
উড়ায় বাও বা ভরে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

এ্যাক উড়াতে জেনজাতি
সাতদিন ভরা যায় রে
সাতদিন উড়িয়া গ্যালো জেন
জয়তুন পাহাড়ে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

জয়তুন পাহাড় ভারী
পিরতিমিরো[১] সেরা রে
সেই পাহাড়োত্ নামায় কইন্যাক
জয়তুন গাচের তলে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

সাত দিনকার উপাস কইন্যা
টলিয়া পড়ে জইম্‌নোতে রে
দিন বা গ্যালো সইন্‌জাকালে
আইলো জেলকদ বাশশা রে ।।
(ও সোমায় কালে)

---

১. পৃথিবীর

অনতোষপুরে যায়া বাশশা
আনীর আগোত্ বলে রে
কন্টই অইলো জেবোন মুল্লুক মোর
আনে'া যে সামনোতে রে ।।
(ও সোমায় কালে)

করমে'া বেটির সাদী
বেলোম না করিবো রে
চমকি ওটে অই বা আনী
এই কতা শুনিয়া রে ।।
(ও সোমায় কালে)

তিনিদিন আগোত্ গেইচে বেটি
তাঁই নাই আইসে ঘুরিয়া রে
ধন্দো[১] নাগিয়া গ্যালে৷ আজা
আনীর কতা শুনিয়া রে ।।
(ও সোমায় কালে)

কোন চোরায় ধরিয়া নিলো
মোর যাদুমনি
না পাইলে সেই কইন্যাক
গালাত্ দেইম মুই ছুরি ।।

কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাঝে
এইকতা শুনিয়া বাশশা
ওজ করিয়া নিলো

১. ধাঁধা ।

দুই হাতো তুলিয়া রে বাশশা
মুনাজাত করিলো ।।

য'াই ত্থাকো ধরিয়া নিচে
মোর দুক্কিনী রে
আল্লার হুক্‌মে তার
দুই চোওক পড়ুক খসে ।।

দুই বা পাও হয়া খোড়া
জইম্‌নোত্‌ যাউক পড়িয়া
উটবার না পারে যেন
কাড়ুঝাড়ু করিয়া ।।

যক্‌নে জেল্‌কদ বাশশা
এই শাও শারাপ দিলো
শাওয়ের সাতে জেনের চউক
অন্‌দো হয়া গ্যালো ।।

হাইট্‌তে হাইটতে অইবা জেনের
পাও হড়কিয়া গ্যালো
দুই পাও ভাঙ্গিয়া জেন
জইংনোতে পড়িলো ।।

তারপাচে জেলকদ বাশশা
বসিয়া দরবারে
পোজ্জার ঘরেক ডাকো! কতা
নাইগচে বলিবারে ।।
ঢোলাই করি দেও অইনা
শওরে বন্‌দোরে

কুনৃতি গ্যালো অইনা কইন্যা
আনিয়া দেও মোক তারে ।।

যে জোনে ধরিচে রে কইন্যাক
জেবোন মুল্লুক নামে
তিনদিনকার মইদোতে কইন্যাক
হাজুর করিয়ায় দিবে ।।

তিনদিনকার মইদোতে কইন্যাক
যদিকেল হাজুর করিয়া দিবে
খুশিহালে তারে সাতে
কইন্যার বিয়া হবে ।।

যদিকেল কইন্যার বিয়া
না দেওঁ মুই পড়েয়া
সারা জেব্‌নোর এবাদোত্‌ মোর
হয়া যাইবে ফানা ।।

আচিল ছ্যাকো বাশশা একজোন
এমবানোঁা নামেতে
তার ঘরোত্‌ আচিল ব্যাটা এ্যাক
আবু সামার নামে ।।

এ্যাক দেবোসে আবু সামার
ঢোলাই শুনিব্যার পাইলো
জেবোন মুল্লুক নামোতে কইন্যা
চুরি হয়া গ্যালো ।।

চুরি গ্যালো আবু সামার
অইনা বামোনেরো বাড়ী

গনোনা করে শামারে
নেয়ালতে বসি ।।

ব্যাটা ছাওয়া যকোন হইচে°া মুই
তকোন জোড়া এ্যাকজোন আচে রে
গনিয়া থ্যাকি কয় বা বামোনে
সামারেয়ো আগোত্ রে ।।

জেলরুদ বাশশার কইন্থ্যা
জেবোন মুল্লুক নামে রে
কইন্থ্যারো সাতে জোড়া
তকতের আল্লায় থ্যাকিলো রে ।।

যাও যাও ওরে সামার
কইন্থ্যা উটকাইব্যারে রে
এ্যালা থ্যাকো ইগ্লা কতা
অইলো ভালে ভালে রে ।।

জেবোন মুল্লুক কইন্থ্যার কতা
শুনিয়া থ্যাও সকলে রে
কি করে অইনা কইন্থ্যায়
কান্দে বুক ভাসেয়া রে ।।

ওগো আল্লা মাবুদ মওলা
কপালোত্ এই থ্যাকিলো রে
দুন্দাল ছাড়ে বোনের বাপ
ফেরুশ ডাকে জোড়া রে ।।

হাতি ফেরে পালে পালে
ভাল্লুক ফেরে কাতারে রে

এ হ্যানে^ঁা যৈবোন মোর
ছারখার হয়া গ্যালো রে ।।

আইজকা এ ওজ্জোত্ মোর
কাঁহি বা বাচাইবে রে
মরোনের জন্নে কইন্না
যায় বা বাগের আগে রে ।।

ছালাম করিয়া বাগ
যায় বা পাচ পাকে রে
ভাল্লুকে করিয়া ছালাম
যায় বা ঝাপি ঝাপি রে ।।

ফির মইরব্যার যায় কইন্যা
বোনের হাতির আগে রে
ছালাম করিয়া হাতি
পিটিত তুলিয়া নিলো রে ।।

জংগোলে জংগোলে হাতি
ঘোরে চারা খায়া রে
আছিলো আজার ব্যাটা এ্যাক
এচান সাদু নামে^ঁা রে ।।

সুন্ন-সেনা নিয়া রে কুমার
শীকার কইরব্যার আইলো রে
দ্যাকিয়া কইন্যারো উপ
তাঁই পাগোল হয়া গ্যালো রে ।।

(বাওয়া) কি কইরবে এচান সাদু
ভাবে মোনে মোনে

সুন্ন সেনাক ডাকেয়া কতা
নাইগ্‌চে বলিবারে ।।

শোন রে সুন্নগণ
কয়া বুজাওঁ তোরে
সামনোতে জইলব্যার নাইগচে কইন্যা
চাদোঁ বরাবরে ।।

ঘিরাও করিয়া ন্যাও সগগই
কইন্যার চইতোর পাকে
যে জোনে পাইবে কইন্যা
আটোক করিবারে ।।

বকশিস্‌ দেইম মুই
আইজ্জের অদ্দেকখ্যান
সেনাপতি করিম তাক মুই
শোন সুন্নগণ ।।
(ও আহা রে)

হুকুম পায়া সুন্নগণ রে
ঘিরাও করিয়া নিলো
বেপোদে পড়িয়া কইন্যা
কান্‌দিতে নাগিলো ।।
(ও আহা রে)

দুই হাতো তুলিয়া কইন্যা
হক আল্লার দরবারে
এজ্জোত্‌ বাচাও বুলিয়া
মুনাজাতো করে ।।
ও আহা রে)

বারোবচ্ছোর কাটানু মুই
বুকে পাষাণ দিয়া
ক্যানে আল্লা মারো এক্কোত্
নি-দয়া যে হইয়া ।।
(ও আহা রে)

এই মুনাজাত যকোন কইন্যা
কইরবার নাগিল
এলাহীর আগোত্ দোয়া
কবুল ভালা হইলো ।।
(ও আহা রে)

পাহাড়োত্ থাকে বোন উইরে
ও তাঁই মাচের মুত্তি ধরে
খন্দোকোত্ থাকিয়া কইন্যার কান্দোন
তাঁই পাইলো শুনিব্যারে ।।
(ও আহা রে)

আল্লার নামোঁ নিয়া বোন উই
যাবার নাগিল গজ্জিয়া
বিকোট মুত্তি ধরে তাঁই
ত্যাকিয়া দল দলে কাপে হিয়া ।।
(ও আহা রে)

যেটেই আচিলো রে কইন্যা
বেপোদত্ পড়িয়া
এ্যাক হুংকারোতে কইন্যাকে তাঁই
ফ্যালাইলো গিলিয়া ।।
(ও আহা রে)

বসিয়া আইলো কইন্যা
বোন উইয়ের প্যাটোতে
ভেত্‌রোত্‌ চায়া ত্থাকে কইন্যা
ময়দানের মোতোন ঠ্যাকে ॥
(ও আহা রে)

পড়িয়া আইলো মাচ রে
ত্থাকে আজোন
গোম্বাতে জলিলো সাদু
আগুন ব্যামোন ॥
(ও আহা রে) .

ধরে তোমরা বোন উইয়োক
ঘিরাও রে করিয়া
ধরিল তাকে সুরগণে
বোরমাজান ঘিরিয়া
(ও আহা রে)

ঘাড়োত্‌ নিয়া দুই সুর
আজার আগোত্‌ গ্যালো
ত্থাকিয়া এচান সাদু
গজ্জিয়া উটিলো ॥
(ও আহা রে)

বসিয়া আচে দেওয়ান ব্যাটা
কয় যে তার আগে
প্যাট ফাড়িয়া কইন্যাকে দেওয়ান
আনিয়া ত্থাহো মোরে ॥
(ও আহা রে)

দেওয়ানেঁাকে কয়া বা আজা
ছোরা হাতোত্ নিলো
কাইট্প্যার বুলি মাচের প্যাট
নিজের তইয়ার হইলো ।।
(ও আহা রে)

দেওয়ানে কয় শোন আজা
না কাটেন মাচে রে
হাটো মাচোক নিয়া যাই
আপোনারো স্থাশে ।।
(ও আহা রে)

মাচ তুলিয়া নিলো আজা
হাতিরো ওপোরে
সুন্নসেনা নিয়া যায় তাক
দরিয়ার বাতাতে ।।
(ও আহা রে)

নয়নঙ্কোর হাতি ঘোড়া
পানি খিলাইব্যারে
ওপোনীত হইলো সাদু
দরিয়ার বাতাতে ।।
(ও আহা রে)

আল্লা যাকে বাচায় ভাইরে
তাক কাঁই মারিতে পারে
গাও মোড়া দিলো বোন উই
আল্লারো হুকুমে ।।
(ও আহা রে)

ছিড়িয়া থ্যাকো বোরমাজান
বোন উই নদীত্ পড়িয়া গ্যালো
পাতাল নগোরোত্ যায়া সেই মাচ
চাপিয়ায় বসিলো ।।
(ও আহা রে)

কি আর করে এচান সাদু
কানদিয়া কাটিয়া
নিজের দোষে গ্যালো কইন্যা
কপালোত থ্যাদাই[১] দিয়া ।।
(ও আহা রে)

ঘুরিয়া আইলো আজা
শীকারো ছাড়িয়া
জেবোন মুল্লুক কইন্যার কতা
শোন মোন দিয়া ।।
(ও আহা রে)

বসিয়া আচে কইন্যা
মাচেরো ওদ্দোরে
ময়দানেরো মইদোত ব্যামোন
ছাওয়ালে খ্যালা খ্যালে ।।
(ও আহা রে)

এ্যামোন সোমে পদ্দাপতি
খোয়াজের আগোত্ যায়া
খোয়াজের আগোত্ ভাইরে
খবোর দিলো যায়া ।।
(ও আহা রে)

---

১. লাথি ।

তোরে কওঁ খোয়াজ খিজির
জলের অদিকারী
তোর শওরোত্ আসিয়া বুজিল
মরে এ্যাকজোন নারী ॥
(ও আহা রে)

নামোতে জেবোন মুল্লুক
দেইকতে উপসী
বোন উয়ে খায়া কইন্যাক
পাতালোত্ আচে বসি ॥
(ও আহা রে)

না খায়া সতি কইন্যা
কত পা দিন বাচিবে
হাসোরে আল্লার আগোত্
কিবা জওয়াব দিবে ?
(ও আহা রে)

খবোর পায়া খোয়াজ খিজির
যায় বা বাও ভরে
বসিয়া আচিল বোন উই
পাইলো ত্যাকিবারে ॥
(ও আহা রে)

হুংকার মারিয়া উজির
বোন উইওকে বলে
বাইর করি দে কইন্যাক
তোমার ওদোর হোতে ॥
(ও আহা রে)

ওরে যদিল কইন্যা মরে এ্যালা
পাতালো নগোরে
কলোংকো থাইকপে মোর
এ জগতের মাজে ।।
(ও আহা রে)

হুকুম পায়া বোন উই
বাইর করে ঢেকুস কাড়িয়া
আর দ্যাকিয়া খোরাজ খিজির
অইলো যে চাহিয়া ।।
(ও আহা রে)

কইন্যার উপোতে পাতাল নগোরে
ওজ্জোল হয়া গ্যালো
দ্যাকিয়া পদ্দাপতি কইন্যা
হাসিতে নাগিলো ।।
(ও আহা রে)

পদ্দাপতি নামোতে কইন্যা
পাতালো নগোরে
ভোর আজার কইন্যা তাঁই
শোন তাই সক্কলে ।।
(ও আহা রে)

সেই কইন্যা জেবোন মুল্লুকের সাতে
সই পাতেয়া নিলো
হাত ধরিয়া পদ্দাপতি
মহোলোত্ চলিয়া গ্যালো ।।
(ও আহা রে)

সেই জাগাতে থাকে মুল্লুক
খুশি খোশালিতে
আকো যে আবু সামার
কিবা কামেঁা করে ।।
(ও আহা রে)

বোনে বোনে ফেরে সামার
পাগোল হইয়া
তামান দুনিয়া ঘুরিয়া কইন্যাক
না পায়রে উটকিয়া ।।
(ও আহা রে)

মোনে মোনে কয় আবু সামারে
কি হইলো কপালে
বুজিকেল সেই বামোন ব্যাটায়
মিচা কতা বলো ।।
(ও আহা রে)

গাচের তলোত্ আকো সামার
শুতিয়া নিদ বা গ্যালো
সপ্নে আকো জেবোন মুল্লুক
বোগোলোত্ বসিলো ।।
(ও আহা রে)

ধেরে ধেরে ডাকায় কইন্যা
গাওয়ে হাতো দিয়া
ওটো নাতো আকো মুক
দুই চউক ম্যালিয়া ।।

পানের পতি হয়া তোমরা
আচেন ক্যান ভুলিয়া
তোরে জয়ে জংগোল ময়দান
ব্যাড়াওঁ রে কানদিয়া ।।
(ও আহা রে)

হাসিয়া হাসিয়া ত্থাকো সামার তাক
বুকোত্ তুলিয়া নিলো,
দুই বা গালে শতে শতে চুমা
খাবারে নাগিলো ।।
(ও আহা রে)

বুকোত আচিল কোমল কলি
দুই হাতোত ধরিয়া
বসিল যায়া কইঞ্চার বুকোত্
হাসিয়া হাসিয়া ।।
(ও আহা রে)

মুচকি মারি হাসিয়া কইঞ্চায়
কয় বা ইশারায়
সকাল করি বিগ্তায় দেও বন্দ
আইত্ পোয়া যে যায় ।।
(ও আহা রে)

হুড়াহুড়ি জড়া রে জড়ি
দুইজোনে মিলিয়া
ত্যাশপ্যাশা হইলো সামার
এই সপ্পোন ত্থাকিয়া ।।
(ও আহা রে)

কইন্থায় কয় থাকে৷ সোয়ামী
যাও বা মায়ের কোলে
ওরে কাইল সক্কালে ছ্যাকা করিম
তোর বন্ধুয়ার সাতে ।।
(ও আহা রে)

বিন্থায় হয়া গ্যালো কইন্থা
চ্যাতোন হইলো সামার,
চউক ম্যালিয়া ছ্যাকে সামার
চাইরপাকে পাহাড় ।।
(ও আহা রে)

কনটই গ্যালো বাড়ী ঘর
সোনার বালাখানা
কটই গ্যালো অই রে কইন্থা
না পায় তার ঠিকানা ।।
(ও আহা রে)

চাইরোপাকে চায়া দ্যাকে
বিয়াবোন জংগোল,
ব্যাহুসোতে পইলো সামার
কতার না পায় ওড় ।।
(ও আহা রে)

ব্যাহুস হালে ডাকায় সামারে
জেবোন মুল্লুক বুলিয়া,
আহা রে মোর জেবোন মুল্লুক
কটই গেলু ছাড়িয়া ।।
(ও আহা রে)

হাইস্‌তে হাইস্‌তে ওরে কইন্তা
তুলিয়া নিলু বুকে,
কি দোষে ফ্যালেয়া কইন্তা
গেলু নিজের ঘরে ॥
(ও আহা রে)

এ্যালা স্তাকো ইগ্‌লা কতা
অইলো ভালে ভালে,
অই জেনেরো দুই চাইর
শুনিয়া ন্তাও সকলে ॥
(ও আহা রে)

যিদিন জেবোন মুল্লুক কইন্তাক
জেনে ধরিয়া আনে,
বসেয়া থুচিল অই বা কইন্তাক
বট বিক্কের তলে ॥
(ও আহা রে)

নেওয়া ফল বুলিয়া জেন
তপাতোত্‌ চলিয়া গ্যালো,
কইন্তার শাওয়োতে তার
হাত-পাও ভাঙ্গিয়া গ্যালো ॥
(ও আহা রে)

আচিলো তাহার ভাই এ্যাক
ছোলেমান দেও তার নাম,
ভাইয়ের মরোন শুনিয়া সেই দেও
দেওয়ানা হয়া যান ॥
(ও আহা রে)

যাবার নাগচিল সেই দেও
হাওয়ার সাতে মিশিয়া,
জেবোন মুল্লুকের নাম শুনি তাঁই
ওটে রে জ্বলিয়া ।।
(ও আহা রে)

জেবোন মুল্লুক কইন্যাক মোর
ভাইয়ের হচিল বরি,
নেশ্চয় নেশ্চয় এই বা কইন্যার
হইবে এ'ই রে স্বামী ।।
(ও আহা রে)

যা আছে কপালোত্ মোর
সেইটায় হয়া যাইবে,
ইয়াকে ধরিয়া মোর
মোনের সাদ মিটিবে ।।
(ও আহা রে)

বাওভরে নিয়া গ্যালো তাক
কিচকিন পাহাড়ে
সেই জাগাতে জেনের বাড়ী
শোন ভাই সক্কলে ।।
(ও আহা রে)

হাত পাও বান্দিয়া সামারের
আকে ফ্যালাইয়া
এই না ভাবে কতো দিন
যায় গুজারিয়া ।।
(ও আহা রে)

জেনের বেটি আচিল এ্যাক
কিয়োনী বুলিয়া,
ওপোসী কইস্তা তাঁই
উপ পড়ে গলিয়া ।।
(ও আহা রে)

এ্যাক দিন স্থাকো কেরোনী ভানু
বাড়ীর বাইরা আইলো
সামনোতে তাই মানষের ছবি
স্থাকিবারে পাইলো ।।
(ও আহা রে)

বাদা ছান্দা হালে মানুষ আচে
ঘাটাতে পড়িয়া,
মানুষ স্থাকি মোনের আগুন তার
ওটে যে জলিয়া ।।
(ও আহা রে)

বান্দোন খুলিয়া কইস্তা
দুই হাতো ধরিয়া
নও নও করি গ্যালো তাঁই
মহোলোতে চলিয়া ।।
(ও আহা রে)

গোপনে আকে সামারোক
নিযুস করিয়া
সুকে খ্যালা খ্যালায় দুইজোন
আইতোতে উটিয়া ।।
(ও আহা রে)

এইনা হালে দিনের পর যায়
কিরোনী কইন্সার
এ্যাকদিন বাপে তাক চায়
বিয়া যে দিবার ।।
(ও আহা রে)

করাইবে কেরোনী বিয়া
অইনা ধুমধুমে
কইন্সা না হয় রে আজি
বিয়া নাই রে বইসে ।।
(ও আহা রে)

এইনা ভাবে দুই বা বচ্চোর
গতো হয়া গ্যালো,
কেরোনীর ভাপো ভাইয়ের
ছন্দে হয়া গ্যালো ।।
(ও আহা রে)

এ্যাতোর বড়ো সতি কইন্সা
যোবোতি কালে হইলো,
এই বয়সে যৈবোনের জ্বালা তার
কাঁইবেন নিবিয়া দিলো ।।
(ও আহা রে)

ফাস্ ফুস করিয়া কইন্সার বাপ
আনীর আগোত্ বলে,
আউটাল হাতে থ্যাকো কইন্সা
থাকে কোনবা হালে ।।
(ও আহা রে)

নও নও করি মাও জনোনী
গুাকে ভালাসিয়া
পত্তা আইতে থ্যালায় থ্যালা
মানুষ জাতি নিয়া ।।
(ও আহা রে)

গুাকিয়া অই বা আনী
উটিল যে কান্দিয়া,
এ দ্যান ষদিকেল হবু তুই
ত হইলে না মল্লু ক্যান হইয়া ।।
(ও আহা রে)

কনটই হইলো আসমান আর
কনটই হইলো জমিন
বাগ হরিণে কোনদিন
করে নাকি পিরিত্ ।।
(ও আহা রে)

হাম্রা হইনোঁ জেন জাতি
তাঁই হয় রে অদোম,
বুকোত তুলি নিয়া কইগুার
দুই গালে খায় চুমা ।।
(ও আহা রে)

এ্যাক দুই তিন ডাক
বাইরোতে থাকিয়া,
কেরোনী বুলিয়া ডাকায়
শোন মোন দিয়া ।।
(ও আহা রে)

ঘুমিয়া যায়া আনী
ভাইবব্যারে নাগিলো
চউকে জলে তার স্থাকো
সেই আইত্ পোয়া গ্যালো ।।
(ও আহা রে)

ডাক শুনি কেরোনি ভানুর
জিউ উড়িয়া গ্যালো
এ্যালা বুজিকেল মরোন মোর
বিদাতায় স্থাকিলো ।।
(ও আহা রে)

আইত পোয়াইলে হইবে মরোন
বিদাতার স্থাকোন,
কি করোঁ সোয়ামীক নিয়া
কনটই যাও এ্যাখোন ?
(ও আহা রে)

যার আচোলের তলোত্ মুই
থাকিম বসিয়া,
তাঁই হইলো বরি মোর
গ্যালো গোস্বা হইয়া ।।
(ও আহা রে)

কানে কানে কয় কতা
সামারের আগোতে,
এ মুল্লুক ছাড়ি হাটো যাই
তোমার বাপের স্থাশে ।।
(ও আহা রে)

তোমাকে নেইম মুই
ঢালু খোপার তলে
হাওয়াতে মিশিয়া যাইম
তোমার আইজোতে ।।
(ও আহা রে)

ঢাসুয়া খোপাত বইসেক তুই
আল্লার নামেঁ। নিয়া,
আইত দোপোরে কেরোন ভানুক স্যার,
খোপাতে তুলিয়া ।।
(ও আহা রে)

আইত দোপোরে যাবার নাগিল কইন্যা
ও তাঁই সামারোক নিয়া কোলে,
যাইতে যাইতে গেলো কিরোন গো
ও তাঁই হেশ্‌শাম দরিয়ার ধারে ।।

শরীর হইলো প্যাশপ্যাশা কইন্যার গো
ও তাঁই না পারে উড়াইতে,
ঘুমিয়া ঘুমিয়া নামিল কইন্যা গো
ও তাঁই হেশশাম দরিয়ার ধারে ।।

সানবান্দা ঘাট দরিয়ার গো
ঘাট চ্যাল্লোত্‌ ম্যাল্লোত্‌ করে,
সেই ঘাটোত্‌ নামিয়া, কেরোন গো
এ বা ছেন্দন করে ।।
শুকানোত বসিয়া সামার গো
কইন্যার উপ স্যাকে
হ্যান সোমে আল্লার খ্যালা
কাঁই বুজিব্যার পারে হে ।

আসমান দিয়া পরীর ঝাক এ্যাক
বোন বোন শব্‌দে চলে হে।
পাহাড় আচিল সেই জাগাতে
হেশশাম দরিয়ার ধারে।।

সেই পাহাড়োত্‌ মনি ইষি এ্যাক
বসিয়া তপো করে।
পরীর উপোতে অই পাহাড় গো
ক্যাবোল চ্যাল্লোত্‌ ম্যাল্লোত্‌ করে।।

চউক ম্যালিয়া ছ্যাকে বা মনি গো
অইনা আস্‌মান পতে
চাইরো পাকে তাকেয়া মনি
ন ছ্যাকেয়া তাঁই কাকে।।

অজগুবী পড়িল নজোর
অইনা সানোঁবান্দা ঘাটে
গাত ধুবার নাইগচে কেরোন ভানু
পাইলো ছ্যাকিবারে
সেই পরীকে ছ্যাকিয়া মনির গো
তপো বা ভংগো হইলো
ধেরে ধেরে উটিয়া মনি গো
কইন্যার আগোত্‌ গ্যালো।।

এস্কের তীর নাগিয়া মনির গো
কইলজা করে ঝালাপালা
মোনে মোনে কয় ক্যাবোল তাঁই
কি বেন করোঁ এ্যালা।।
এই কইন্যাক না পাইলে মোর
জংগোলোত্‌ জেবোন যাইবে

নেশ্চয় নেশ্চয় অই বা পুরুষ
কইন্তার সোয়ামী হইবে ।।

এই পুরুষোক সয়েয়া না দিলে
বেটিছাওয়াক পাওয়ায় না যাইবে
হুংকার মারিয়া মনি গো
এনা যাদু করে ।।

যাদুর জোয়োতে আবু সামায়োক
কাচিম মুত্তি করে
কাচিম মুত্তি হয়া বা সামায় গো
নদীর পানিত্ নামে ।।

মইদা নদীত্ যায়া কাচিম গো
কইন্যার মুকের দিকি স্থাকে
ঝর ঝরেয়া চউকের পানি গো
ফ্যালায় দরিয়ার জলে ।।

হায় হায় করিয়া বা কেয়োন গো
কান্দে কান্দে জারে
ময়োন না ভাবিয়া কইন্যা গো
যবুনাত সতার দিলো ।।

তাক স্থাকিয়া মনি বা ইষি গো
ঘুরিয়া যাদু করিলো ·
পাতাল নগোর বুলিয়া কাচিম গো
দউড়াইতে নাগিলো ।।

তা স্থাকিয়া কেয়োন বা ভানু গো
ব্যাহুস হয়া গ্যালো

এই যবুনার জলোত্ বা বিদি গো
ডুব দিয়া মরিবো ।।

তা দ্যাকিয়া মনি ইষি গো
ঘুরিয়া যাদু করে
পাহাড়ের সোমান ঢেউ উটিয়া
হুম হুমিয়া চলে ।।

সেই ঢেউ নাগিয়া কেরোন গো
শুকানোত্ যায়া পড়ে
হাসি-মুকে আসিয়া মনি গো
কইন্যার দোন হাত ধারে ।।

চউক ম্যালি দ্যাকিয়া কইন্যা গো
ও তাঁই পড়ে মনির পায়ে,
জংগোলোত্ নিয়া যায়া মনি গো
বইসে গাচের তলে ।।

হাসি মুকে কতো বা কতা
মনি ইশারার সাতে বলে
কিড়া কাট্ট দিয়া বা কইন্যা গো
ও কইন্যায় বাপ বুলিয়া ডাকে ।।
তাতো দ্যাকো সেই পাপী গো
কইন্যার হাতো নাহি ছাড়ে
জুলুম বা করিয়া কইন্যার গো
ও মনি চায় বা জাতি মারিতে ।।

আরোশোত্ থাকিয়া আল্লায় গো
ও তাক পাইলো জানিবারে

অইনা গাচোত্ আচিল পকি গো
পকির সারোস নামেঁা ধরে ।।

হুকুম পায়া স্থাকো সারোস গো
অইনা পকির ঘারোত বইসে
নখ ঠোট দিয়া পকি গো
মনির দুই বা চকু তোলে ।।

কানা হয়া অইনা মনি গো
পড়িয়া কান্দে জইম্নে
বিস্থায় হয়া সতি কইন্যা গো
যায় বা নদীর বাতাতে ।।

অই শওরোত্ আচিল বুড়ি গো
তাঁই বড়ুই দুক্কিত আচিলো
সদায় সদায় করিয়া ভিক্ষা গো
বুড়ি নিজের জেবোন বাচাইলো ।।

এ্যাকজোন নাতীন আচিল ঘরোত গো
তাই মরিয়ায় না গেইচে
কাইন্তে কাইন্তে আসিল বুড়ি গো
অইনা সানেঁা বান্দা ঘাটোতে ।।
স্থাকিয়া কেরোন ভানু গো
গ্যালো বুড়ির আগোতে
মাও বুলিয়া অইনা বুড়ি গো
বসাইলো তাক কোলোতে ।।

বেটি বুলিয়া নিয়া গ্যালো কইন্যাক গো
অইন ভাঙ্গা ঘরের মাজোতে

আছিল বুড়ির ঘরোত্ গো
ছাগোল আরো ভ্যাড়া
অই ভ্যাড়া ছাগোলের হইচে বাচ্চা গো
দুইটার দুয়ো জোড়া ।।

কইন্যাকে থুইয়া গ্যালো বুড়ি গো
অই ভ্যাড়া ছাগোল দোয়াইতে
আনান দিন হচিল দুদ গো
ওজোনে এ্যাকো ম্যারো ।।

সিদিন হইলো দুদ গো
দুইটার দশো স্যারো
অই দশো স্যার দুদ ব্যাচায় গো
ট্যাকা দশো বারো
সদায় সদায় দুদ বিকিয়া গো
বুড়ির দুক্কো গ্যালো ।।

স্থাগ স্থাগ কইরতে বুড়ি গো
ষাইটাল ধনি হইলো ।
বুড়ির) ঘরোত্ কেরোন ভানু গো
জেবোন কাটাইতে নাগিলো
আবু সামারের কতা বা গো
মোনেতে ইয়া হইলো ।।

কাচিম হয়া আচে বা সামার গো
কিবা দশা হইলো
যিদিন ডুবিল বা কাচিম গো
মনির যাদুর জোরে ।।

সাতোদিন যায়া কাচিম গো
তার পাওয়োত মাটি ঠ্যাকে
অওই যায়া অইলো কাচিম গো
বসিয়া খেয়ানে ।।

দরিয়াতে জলের বা মানুষ গো
দরিয়ার তলোত্ বশোত্ করে
জলের মাইন্ষের এ্যাক কইন্যা গো
সোনদোর উপো ধরে ।।

সাতোজোন দাসী সাতে নিয়া কইন্যা গো
যায় বা হাওয়া খাইতে
পারুল বুলিয়া কইন্যার নামোঁ গো
শোন ভাই সক্কলে ।।

(বাওয়া) কি কইরবে পারুল ভানু
ভাবে মোনে মোনে
সাতজোন দাসী নিয়া কইন্যা যায়
হাওয়া খাহিবারে ।।

বসিয়া আচে কাচিম কইন্যায়
পাইলো ছ্যাকিবারে
কইন্যাকে দ্যাকিয়া কাচিম
কইন্যার পাওয়োত্ পড়ে ।।

বুজপ্যার না পারে পারুল
কাইচ্মের ক্যামোন ধারা
হাতোত্ নিয়া কাইচ্মোঁক তাঁই
গ্যালো মহোলোত্ আপোনার ।।

নেরোলে বসিয়া রে পারুল
ভাবে মোনে মোনে
অই যাদুর কেতাব কইন্যা
নাইগ্‌চে গনিব্যারে ।।

গইন্‌তে গইন্‌তে পাইলো কইন্যা
কাইচ্‌মের বেবোরোন
অইন্য কিছু নেঁায়ায় রে এঁই
নেশ্চয় রে আদোম ।।

আবু সামার নামেঁা হয় তার
আদোমের শওরোত্‌ বাড়ী,
পাগলী হয়া গ্যালো কইন্যা
আবু সামারোক থাকি ।।

বারে বারে পারুল ভানু
সাত হারা করিয়া
নানা জাতের মোন্‌তোর তাঁই
নিলো রে পড়িয়া ।।

এ্যাক দুই করিয়া রে ভানু
সাতো ফুকো দিলো
সুজ্জের নাহান হয়া সামার
উটিয়াস বসিলো ।।

থাকিয়া সামারের উপো
কইন্যা পারুল ভানু
হায় হায় করিয়া কইন্যার
উদেশ্‌ হইলো তনু ।।

যেটা আচে কপালোত্ মোর
সেইটায় হয়া যাইবে,
অই এ্যায়োন সোনদোর ব্যাটা
কোন যোবোতি পাইবে ।।

মুই তো হনু ভাইরে
অবিয়াস্তা নারী
এই ব্যাটা ছাওয়াক মানি নেইম মুই
এইং হইবে সোয়ামী ।।

মোনের কতা রে কইস্থায়
আকে মোনোত্ করি,
দুদ-ভাত্ খিলায় সামারোক্
বহু আদোর যত্তোন করি ।।

হাত দিয়া না খায় সামারে
খিলায় রে তুলিয়া
পেদনের কাপড়া দিয়া চউকের জল
স্থায় রে মোচাইয়া ।।

এই না ভাবে কতোদিন রে
গতোয় হয়া গ্যালো
স্থাকোনা তামাশা পয়দা
করিলো খোদায় ।।

এক দেবোসে পারুল ভানু
বসিয়া মোহোলে
আবু সামারের আগোত্ কতা
নাইগ্চে বলিবারে ।।

শোন শোন ওরে যোবোক
কোন শওরোত্ বাড়ী
পাগোল হালে ব্যাড়াও ক্যানে
হয়া যে বৈরেগী ॥

কাঁই তোমাকে কাচিম করি
আইকচিল পাতালে
কার জন্নে এ্যাতো দুক্কো
কও তো আমারে ॥

এই কতা শুনিয়া সামার
চউকের জল মুচিয়া
গোট গোট করি তামান কতা
কয় যে ভাংগিয়া ॥

শুনিয়া পারুল ভানু
গোস্বাতে জ্বলিয়া গ্যালো
নানা জাতের গালি গালাজ
করিতে নাগিলো ॥

কমিনা বইতান মাগী
তাঁই এ্যাতোয় ঢং করে
ব্যাটি ছাওয়া হয়া ব্যাটা ছাওয়া জাতিক
এ্যাতোয় আজাব করে ॥

থাকো থাকো ওরে সামার
নেচেস্তে বসিয়া
আল্লায় কইল্লে দেইম তোমাক
সেই কইন্তা যে আনিয়া ॥

মাও জনোনীর আগোত্ কতা
কান্দিয়া কান্দিয়া কয়,
বিত্তায় দেও মাও জনোনী
বেলোম নাই যে শয় ॥

তোমার কাচে আকনু মুই
এই বা যুবোকে
দুক্কো যেন না পায় তাঁই
তোমার কাচ হোতে ॥

যে তক নাই আইসোঁ মুই
স্থাশোতে ফিরিয়া
ব্যাটা বুলিয়া কইরবেন যত্তোন
অদুল না করিয়া ॥

এই বুলিয়া পারুল ভানু
নাইগচে যাহিবারে
দুই চটক করিয়া নাল
জিঞ্জির নিয়া হাতে ॥

ব্যাগের সাতে যায় কইন্যা
পাহাড়েরো ধারে
বসিয়া আচে জেবোন মুল্লুক
পাইলো দ্যাকিবারে ॥

কি কইরবে পারুল ভানু
কাপে থরে থরে,
শাপটে ধরি পাহাড় তাঁই
জোরে টান মারে ॥

এ্যাক্কেবারে পাহাড় দ্যাকো
ভাংগিয়া গুড়া হইলো
নদীর মইদোত্ পড়িয়া পাহাড়
ভাইস্প্যার নাগিলো ॥
(ও আহা রে)

ভাসিয়া যাবার নাগিল মুল্লুক
গাচোত্ সোয়ার হইয়া
মুল্লুকের কমরোতে জিঞ্জির
বান্দিলো কষিয়া
(ও আহা রে)

এ্যাক মাতা নিয়া রে পারুল
পাতালোত্ চলিয়া গ্যালো,
ধরিয়া জিন্জিরের মাতা
টাইনব্যারে নাগিলো ॥
(ও আহা রে)

এ্যাক পলোকে জেবোনে মুল্লুক
পাতালোত্ চলিয়া গ্যালো
ঝ্যাকিয়া পারুল ভানু ছোরা
হাতোত্ নিলো ॥
(ও আহা রে)

শোন রে বইতাল মাগী
কমিনা কম্জাত্
ব্যাটি ছাওয়া হয়া ব্যাটা ছাওয়াক করো
এ্যাতোয় যে কারবার ॥
(ও আহা রে)

কোন শাস্ তোরোতে আচে মাগী
কও মোক সইত্তো করি,
পেমে মত্তো হইলে বুজিকেল
ছাড়া নাগে বাড়ী ।।
(ও আহা রে)

ধরিয়া চুলের মোটা
পাকল সোনদোরীক্
আসমানোত্ তুলিলো কইন্যাক
মাইর-ধইর কইরবে বুলি ।।
(ও আহা রে)

এইন্তান ত্থাকিয়া আবু সামার
কান্দে জারে জারে
না মারেন না মারেন কইন্যাক
মাল্লে মোরে জেবোন যাবে ।।
(ও আহা রে)

যার জন্নে এ্যাতোর দুক্কো
তাকে যদিকেল মারো
তে হইলে ও কইন্যা
মোর জেব্নের আশ ছাড়ো ।।
(ও আহা রে)

সেই কইন্যাক মারো যদিকেল
ওরে বিবিজান
জেবোন থাইকতে মোর,
করো না কোর্বান ।।
(ও আহা রে)

কানদিন থাকি পারুল ভানু
জইম্ নোতে আকিলো,
ধরিয়া সামারের হাত্
সপিয়ায় না দিলো ।।
(ও আহা রে)

আকো মারো যাহা করো
তোমার একতিয়ার,
এই মাগীর আগোত্ নাই
দাবী সোবা আর ।।
(ও আহা রে)

আলদা মোহোল এ্যাক
করিয়ায় তইয়ার
সেই জাগাতে থাকে জেবোন মুল্লুক
আবু সামার আর ।।
(ও আহা রে)

পায়া জেবোন মুল্লুক
মাও বাপ ভুলিয়া
থাইকপ্যার নাগিল আবু সামার
কইন্যার সাতে মত্তো হইয়া ।।
(ও আহা রে)

এইস্থান ভাবে কতো দিন
গতো হয়ায় যায়,
পারুলের মাও আবু সামারের জন্নে
পাগোল হয়া যায় ।।
(ও আহা রে)

এস্থান উপের নাগোর মুই
নাই স্থাকোঁ চউকোতে
মিটাইম মোনের হাউস মুই
শুতিয়া বোগোলে ।।

ইশারা দ্যাকি পারুল ভানু
জাইনব্যারে পারিলো,
দিনে আইতে সামারোক
পওরাতে আকিলো ।।

পলকের জন্নে পারুল
না যায় রে ছাড়িয়া
পারুলের মাও কান্দে উতি
এই দশা দ্যাকিয়া ।।

এ্যাকে তো পারুল ভানু
আশেকোত্ মইজে গেইচে
তার চায়া চউগুণ আশেক
মাও জনোনী হইচে ।।

যার আচোলের তলোত্ মুই
দুকো কইম বসিয়া
সেইজোন হইচে বরি
কাক্ কইম মুই ভাঙ্গিয়া ।।

ছাড়িয়া বাপো মাও আর
পাতালো নগোর,
একেবারে চলি যাইম মুই
মাইনষেরো শওর ।।

আইত দোপোরে পারুল ভানু
সামারোকে নিয়া
তিনজোনে চলিয়া যায়
হেশশাম দরিয়া বুলিয়া ।।

আইতা আইতি চলিয়া গ্যালো
হেশশাম দরিয়ার ধারে,
বাতাতে উটিয়া তিনোঁজোন
ভাবে মোনে মোনে ।।

হাইটপ্যার না পারে পারুল
অইদের তাপো ভারী
মোমের নাহান পারুলের
মাতার মগোজো যায় রে গলি ।।

পাতালোত্ বসোত্ কইন্যার
অইদের কিবা জানে
অইদের তাপ ক্যামোন জিনিষ
নাই স্থাকে কোন কালে ।।

ধেরে ধেরে চলিয়া গেল
অইদের মইদো খ্যানে
শুতিয়া অইলো তিনোঁজোন
দক্কিনালী বাতাসে ।।

বেঘোর নিদেঁ মত্ত তেনোঁ
তাতে অনাহার,
হ্যানসোমে আইলো সেত্তেই
যেবোরাজ সদাগর ।।

সুয়সেনা নিয়ারে বাচা
শীকার কইরবার আইলো
দুই বা কইন্যা দ্যাকিয়া কুমার
পাগোল হয়ায় গ্যালো ।।

ধরিয়া সামায়োক তাম্‌রা
হাত পাও বান্দিয়া
দরিয়ার মইদোতে দিল তাক
ফির যে ফ্যালিয়া ।।

কইন্যা দুইজোনোক তুলিয়া নিলো
অইনা হাতিরো ওপোরে
শীকার ছাড়িয়া গ্যালো যোবোরাজ
আপোনারো ঘরে ।।

ছাই কপালী পোড়া মুকি রে
মোর সুক হইলো না
এই জগোতোত্‌ স্বামী হারা রে
মোর দুকো ছাড়িল না ।।

হাতির ওপরোত্‌ কান্দে কইন্যা রে
উপায় মেলে না
চউকের জলে বুক ভিজি যায়
তাতো কইন্যার কান্‌দোন থামে না ।।

যোবোরাজ কয় শোনেক কইন্যা
ইতি দ্যাকোনা
হাটো হাটো হামার বাড়ীত্‌
আর কান্‌দেন না ।।

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
ভাবে মোনে মোনে
আউটালোত্ বসি কইরমোঁ বুদ্ধি
যেটা হয় এ্যাকোন ।।

বাওয়া মহা ধুমধামে যায় যোবোরাজ
ঘুরিয়ার নাহি চায়
গেইতে গেইতে এ্যাকদিন যায়া
নিজের আইজ্জো পায় ।।

সুরসেনা বিস্তায় দিয়া
অই যে আজা যোবোরাজ
দুই কইন্যাক ভঁায় চলিয়া গ্যালো
অন্দোরেরো মাজ ।।

হাইসপ্যারে নাগিল আজা
কইন্যারো সামোনে
দুই বা কইন্যায় করে বুদ্ধি
বসিয়া নেরোলে ।।
(ও হায়রে বসিয়া নেরোলে)

জেবোন মুল্লকে ডাকেয়া কতা
পারুল ভানুক কয়
ক্যামোন করি শয়তানের হাত হাতে
মুক্তি পাওয়া যায় ।।
(ও হায়রে মুকতি পাওয়া যায়)

এ্যাকদিন স্তাকো পারুল ভানু
জেবোন মুল্লুকোত্ কয়

বানবার পাওঁ স্থাহো
জেবোন দেওয়ায় দায় ।।
(ও হায়রে জেবোন দেওয়ায় দায়)

মুল্লকে কয় শোন পারুল
শুন্নো স্থাহো পাইলে জেবোন বস্ প্যার পারি
নেরোলে বসিয়া রে কইন্যা
অই যে পুত্তল বানাইলো ।।

পারুল আর মুল্লুকের চ্যাহারা
নমুনা করিলো
(ও হায়রে নমুনা করিলো)

হায়রে খসেয়া পেঁদনের শাড়ী
অইযে পেঁন্দাইলোর তারে
গওনা হোস্কেয়া কইন্যা
পেন্দায় নাকে কানে ।।
(ও হায়রে পেন্দায় নাকে কানে)

ওরে যাদুর জোরে জেবোন মুল্লুক
পুত্তলোক আনিয়া
দুই পুত্তল কাড়ে আও
হাসিয়া খেলিয়া ।।
(ও হায় রে হাসিয়া খেলিয়া)

ধেরে ধেরে তোলে পাও
মুচকি মারিয়া হাসে
দুই পুত্তলুক আকে কইন্যার
অই যে পালোংকের ওপোরে ।।
(ও হায় পালোংকের ওপোরে)

পারুল আর মুল্লকের নাহান
শুতিয়া বা নিঁদ গ্যালো
সোযোগ পায়া দুই বা কইন্যা
ভাগিয়ায় চলিলো ।।
(ও হায় রে ভাগিয়ায় চলিলো)

ব্যাটাছাওয়ার পোশাক দোন রে
নিলো যে পিন্দিয়া
ঘোড়ার ঘর বা হাতে দুকনা ঘোড়া
নিলো জেন বন্দি করিয়া ।।
(ও হায় রে জেন বন্দি করিয়া)

ডাইন হাতোত্‌ নিয়া হীরার ছোরা
বাওঁ হাতোত্‌ নিয়া চাবুকখ্যানি
ঢাল তলোয়ার নিয়া দোন
ঘোড়ার ওপোরোত্‌ চড়িল ঝাপি ।।
(ও হায় রে ওপরোত্‌ চড়িল ঝাপি)

মাতাত্‌ বান্দিল ঢালুয়া পাগড়ী
ও তাঁই সোনায় জড়িত
শিপাইয়ের মাজ দিয়া দোন
অই যে দরবারোত্‌ গ্যালো ।।
(ও হায় রে দরবারোত্‌ গ্যালো)

বসিয়া আচে যোবোরাজ
পোজ্জার ঘরোক নিয়া
হ্যানকালে দুই বা কইন্ষা
সাম্‌নোত্‌ খাড়া হইলো আসিয়া ।।
(ও হায় রে সামনোত, খাড়া হইলো আসিয়া)

ঘ্যাকিয়া যোবোরাজ কুমার
ওটে যে দড়বড়ি
পাওয়োত ছালাম করিয়া কুমার
তামাক বসায় হাতো ধরি ।।
(ও হায় রে বসায় হাতো ধরি)

চিনিরো সরপোত্ খিলায়
কালিয়া কোরমা আর
তাক বাদে করিয়া দিলো
অইনা খাবারো জোগাড় ।।
(ও হায় রে খাবারো জোগাড়)

বসিলো যোবোরাজ তকোন
অই যে দুই কইন্যারো আগে
জোড়হাত করিয়া কতা
কর বা তামার আগে ।।
(ও হায় রে কর বা তামার আগে)

কি নাম তোমার কন্টই বাড়ী
হেটেই কিসোক আইলে
চেংড়া বয়সে ক্যানে বাওয়া
ঘুরি ব্যাড়াও ঘ্যাশে ঘ্যাশে ।।
(ও হায় রে ঘুরি ব্যাড়াও ঘ্যাশে ঘ্যাশে)

শোন শোন যোবোরাজ কুমার
হামার পরিচয়
চীন মুল্লকোত বাড়ী হামার
চীনের আজা বাপো হয় ।।
(ও হায় রে চীনের আজা বাপো হয়)

শাওন শা নামে'া হামার
দিনু পরিচয়
দুই দোস্ত আইনে'া হেটেই
দিনু পরিচয় ।।
(ও হায় রে দিনু পরিচয়)

হেশ্‌শাম দরিয়ার দরিয়ার বোগোলোত আছে
বোবাহা পাহাড় নাম
সেই জাগা হাতে দুই বা কইন্যা
চুরি হয়ায় যান ।।
(ও হায় রে চুরি হয়ায় যান)

জেবোন মুল্লক পারুল ভানু
দুই কইন্যা হয় মোরে
দুই জোনের হামার দুই কইন্যা
কনু যে তোমারে ।।
(ও হায় রে কনু যে তোমারে)

শুননু জংগোলোত্‌ ভাইরে
খবোর তোমার
দুই কইন্যাক সেটেই হাতে ক্যান
আনিলে আমার ।।
(ও হায় রে আনিলে আমার)

এ্যালায় আনিয়া দেও কইন্যা
নাতে দেও জওয়াব
সাগোরোত্‌ ভাসেয়া দেইম ভাইরে
তোমার মুল্লুকো এবার ।।
(ও হায় রে মুল্লুকো এবার)

কতার সাতে যদিকেল কুমার
কইন্যাক দেও ফিরিয়া,
মাপ কইরমোঁ তোমার কসুর
শোন মোন দিয়া ॥
(ও হায় রে শোন মোন দিয়া)

এই কতা শুনিয়া যোবোরাজ
কান্দে কান্দে জারে জারে
মাপ করো তোমরা গুলায়
অপোরাদ হামারে ॥
(ও হায় রে অপোরাদ হামারে)

মোহোলের ভিতরোত্ আচে কইন্যা
এ্যালায় দেও আনিয়া
মাপ করো মোর গোনখাতা
মুই হনু অভাগিয়া ॥
(ও হায় রে মুই হনু অভাগিয়া)

অন্দোরোতে যায়া কুমার
দ্যাকে যে তাকিয়া
জেবোন মুল্লুক পালোংকোতে
আচে যে শুতিয়া ॥
(ও হায় রে আচে যে শুতিয়া)

হাত ধরিয়া ডাকায় কুমার
অই যে কইন্যায় নাইরে শোনে
গাও মোড়ামুড়ি দিয়া কইন্যা
ওটে ধেরে ধেরে ॥
(ও হায় রে ওটে ধেরে ধেরে)

পারুলে কয় শোন সোয়ামী
মোয় বা নিবেদন
ওরে তোমার আঁচে ঘয়োত্
শ্যামলাই বালী নাম ।।
(ও হায় রে শ্যামলাই বালী নাম)

সেই কইন্যাক দেও সোয়ামী
শিপেইয়ো হাতে
হামরা দুইজোন থাইকমোঁ সোয়ামী
তোমরা দাসী উপে ।।
(ও হায় রে তোমরা দাসী উপে)

সাজাইল ত্যাকো শ্যামোলাই বালীক
নানান অলোংকারে,
আনিয়া দিলো কুমারে তাক
অইনা শিপাইয়ের হাতে ।।
(ও হায় রে শিপাইয়ের হাতে)

(ও হায় রে) এ্যামোন আইকোসী জাতী
না জানে কুমার
মহোনী করিয়ায় নিলো
অই যে আনীকে তাহার ।।
(ও হায় রে আনীকে তাহার)

ওরে শোনেক শোনেক ওরে নাগোর
মোরে নেবেদনো
নিজের আনীকে তোমার হাতোত্
সপিনু এ্যাকোন ।।
(ও হায় রে সপিনুঁ এ্যাকোন)

ক্ষেমা করো ওরে নগোর
গোলাম বুলিয়া
ওরে দুই কইন্যা নাই মোর ঘরোত্
কনু সইত্তো যে করিয়া ।।
(ও হায় রে সইত্তো যে করিয়া)

ঘোড়া পিটিত্ নিলো পারুল
শ্যামলাইক তুলিয়া
দক্কিন মুল্লুক বুলিয়া সেই ঘোড়া
দিলোয়ে মারিয়া ।।
(ও হায় রে দিলো রে মারিয়া)

ওপোনীত্ হইলো দোনোজোন
হেশ্শাম দরিয়ার ধারে
হ্যানকালে শ্যাকো ভাইরে
কিবা দুক্কো ঘটে ।।
(ও হায় রে কিবা দুক্কো ঘটে)

মাটিরো পুত্তল দোন
বোবোরাজের ঘরে
ভাংগিয়া পইলো অইনা পুতুল
ওনা যাদুর জোরে ।।
(ও হায় রে ওনা যাদুর জোরে)

ঘোড়াকে বান্দিলো শিপাই
বটো-বিক্কের ডালে
দরিয়ারো দোনজোন
কান্দি কানদি ফেরে ।।
(ও হায় রে কান্দি কান্দি ফেরে)

আচিলো শ্যামলাই বালী
পরোম সোন্‌দোরী
দুনিয়ার ভেত্‌রোত্‌ নাই কেউ
এ্যামোন যে সতি ।।
(ও হায় রে এ্যামোন যে সতি)

সতিয়ানার দোয়াই দিয়া
ওরে দুই হাতো তুলিয়া
এলাহীর আগোত্‌ কান্দে
আউলা ক্যাশ করিয়া ।।
(ও হায় রে আউলা ক্যাশ করিয়া)

আল্লায় কয় শোনেক রে খোয়াজ
তুই হলু জলের অদিকারী
পাতাল হাতে আবু শামারোক
স্যাহো হাজুর করি ।।
(ও হায় স্যাহো হাজুর করি)

হুকুম পায়া খোয়াজ খিজির
বেলোম নাই যে করে
হাজুর করিয়া দিলো আবু শামারোক
অইনা পারুলেরো আগে ।।
(ও হায় রে অইনা পারুলেরো আগে)

স্যাকা স্যাকি হইলো যকোন
জেবোন মুলুকের সাতে
তিনজোন কইন্যা শামার
মোনে মোনে হাসে ।।
(ও হায় রে মোনে মোনে হাসে)

খোদার নাম নিয়া রে সায়ার
সউগে ফাম্ পাশ্রিয়া
নিজের দ্যাশের দিকি যায়
ঘোড়াতে চড়িয়া ।।
(ও হায় রে ঘোড়াতে চড়িয়া)

তিন কইঙ্গা নিয়া রে শামার
বিদ্যায় ভালা হইলো
কতোদিন বাদে দ্যাকো তাম্রা
নিজের মুল্লুকোত্ গ্যালো ।।
(ও হায় রে মুল্লুকোতে গ্যালো) ।

সমাপ্ত